দি প্যাশনেট গার্ল

জেমস হেডলি চেজ

BENGALIEBOOK.COM ★2022★

সূচিপত্র

১.......2
২. 19
৩. 33
৪. 55
৫. 94
৬. 135
৭. 160
৮. 184
৯. 206
১০. 224
১১. 243
১২. 253

১.

অবশেষে বাড়িটা খুঁজে পাওয়া গেল।

সামনের রাস্তাটি খুব একটা চওড়ায়। দু-খানা গাড়ি প্রায় ছোঁয়াছুঁয়ি করে কোনক্রমে পাশাপাশি যেতে পারে। বাড়ির দুপাশে কাটা ঝোঁপের বেড়া। ওঃ বাড়ি বটে একটা!

বাড়িতে ঢোকার পথে রাস্তাটা বরাবর গিয়ে শেষ হয়েছে। এক পাশে ছোট নেমপ্লেটে লেখা–মোঁ রিপোজ।

বাড়ির নামটা কিন্তু বেশ। অ্যানসন গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে নামলো। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলো। দেখল প্রধান ফটক আর বাড়ির মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা চত্ত্বর। সীমানা বরাবর সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গাছে ওক আর পামগাছ। বেশ শান্ত পরিবেশ।

বাগানটা খুব সুন্দর। ঘাসের জাজিম পাতা যেন।কি সুন্দর ঘাস,কত যত্নের কেয়ারী। একপাশে পাড় বাঁধানো ছোট্ট একটা ফোয়ারা। এখানে-সেখানে ছোট ছোট গোল বা ত্রিভুজাকৃতি ফুলের বাগান। কি তাদের রঙ-রূপ! হঠাৎ দেখলে মনে হয় কোনও পুষ্প প্রদর্শনীর আসর। বাঃ অপূর্ব!

ফটক থেকে সোজা একটা নুড়ি বিছানো পথ চলে গেছে, শেষ হয়েছে বাড়ির দরজায়। কিন্তু বাড়িটা দেখে সে খুব অবাক হল।

বাড়িটা বাগানের তুলনায় একেবারেই বেমানান।বাড়িটা যতনা কুতসিৎ,বাগানটা ততই সুন্দর। তার কুশ্রীতা চোখে লাগার মতো। ছোট্ট দোতলা বাড়ি। নোনা ধরে বাড়িটার ইট বেরিয়ে পড়েছে, টালির চাল। বাড়ির রং এক কালে সবুজ ছিল। তার গায়ে কিছু চিহ্ন ছিল। কারণ বৃষ্টি রোদ তার রং কেড়ে নিয়েছে। জানালার ফ্রেমে ধুলো জমেছে। চালের অধিংকাশই ভাঙ্গা।

কি আশ্চর্য! এমন সুন্দর বাগান আর বাড়ির কি দশা। যত্ন-আত্তি করার কেউ নেই। যাক গে বাড়ির কথা পরে ভাবা যাবে, এখন কাজটাই আসল।

বিবর্ণ অ্যাটার্চিটা খুলে অ্যানসন চিঠিটা বের করলো। সে চিঠিখানা খুলে মেলে ধরলো চোখের সামনে–

মোঁ রিপোজ,
গ্রু টাউন

ন্যাশানাল ফাইডেলিটি ইনসুরেন্স করপোরেশন,
ব্রেন্ট।
মহাশয়,

অনুগ্রহ করে আপনাদের কোনও একজন প্রতিনিধি যদি এই সপ্তাহের যে কোনও দিন বেলা বারোটা থেকে চারটের মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তাহলে খুব ভাল হয়।

আমার স্বামীর খুব ইচ্ছা, এক হাজার ডলার দামের আমার কিছু অলঙ্কার তিনি আপনাদের কোম্পানীর কাছে ইনসিওর করবেন।
ইতি
মেগ বারলো।

অ্যানসন চিঠিটা ভাজ করে পকেটে রাখলো। ভোলা ফটক পেরিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল।

আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো ধোঁয়ার মত মেঘ, মেঘের আড়ালে সূর্য। দিগন্তে বেলা শেষের দু-এক চিলতে ম্লান বিচ্ছুরিত আলোর রশ্মিতে দিনের অন্তকালের সূচনা। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই হয়তো বৃষ্টি নামবে।

অ্যানসন দরজায় কড়া নাড়লো। একবার দুবার তিনবার। একটু পরেই দরজা খুলে গেল। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে এক অতি অপূর্ব সুন্দরী নারী। পত্র লেখিকা স্বয়ং মেগ বারলো।

অ্যানসন রুদ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ ও হতবাক হয়ে গেল। এত সৌন্দর্য সে এর আগে কখনো দেখেনি। এ কি স্বর্গের তিলোত্তমা, না....

অ্যানসনের মনে মেগের এই ছবি অ্যানসনের মৃত্যুর আগের মুহূর্ত অবধি চিরস্থায়ী এক ছবি এঁকে রেখেছিল। সে ভুলতে পারেনি।

অ্যানসন নারী সম্পর্কে বরাবরই একটু দুর্বল। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে প্রথম সে এর স্বাদ পায়। তারপর থেকে সে নিত্যনতুন মেয়ের স্বাদ নিতে থাকে। যত বয়স বাড়তে থাকে ততই তার নারীর প্রতি নেশাও বেড়ে যায়। আয়ের বেশীর ভাগই ঐ পথে খরচ হয়ে যেত। ঠাটবাট বজায় রাখা তাই অসম্ভব হয়ে পড়তো। সুতরাং অন্য পথের সন্ধান দেখতে হলো।

সেই অন্য পথ হল জুয়া। সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিরাট কিছু রোজগারের এমন সহজ সুন্দর পথ আর আছেই বা কি?

অ্যানসন পাকা জুয়াড়ী হয়ে উঠলো। জুয়ার টেবিলে বসে সে হিসেব-নিকেশের ধার ধারতো না। পকেটের শেষ নয়া পয়সা পর্যন্ত অন্যের পকেটে তুলে দিয়ে চলে আসতো। ঘাটতি পূরণের জন্য মোটা সুদে এর-ওর থেকে টাকা ধার করতে হতো। শোধ দেওয়া আর হতো না। ধারের অঙ্ক ক্রমশঃ বাড়তো।

চাকরীটা ছিলো বলে তাও খানিকটারক্ষা। সেন্যাশানাল ফাইডেলিটি ইনসুরেন্স করপোরেশনের ফিল্ড অফিসার। ব্রেন্ট, ল্যামস্ ভিল এবং প্রু টাউন, এই তিনটে শহর তার তত্ত্বাবধানে। এসব জায়গায় বেশ অবস্থাপন্ন লোকেদের বাস। বেশির ভাগ লোকেরই জমিজমা আছে। তাই ক্ষেতের শস্য থেকে নিজের জীবন সবকিছুই বিমা করতে চায়। তাই মাইনে ছাড়াও কমিশন হিসাবেও মাস গেলে মন্দ রোজগার হয় না।কিন্তু হলে কি

হবে, সে যে তিমিরে, সেই তিমিরে। তার একটি পয়সাও জমেনি। ধারের উপর ধার। ধারের অঙ্ক বাড়তে বাড়তে মাথার চুল অবধি ধারে বিক্রি হয়ে আছে।

এই তো, ব্রেন্ট ছেড়ে প্রু টাউনে আসার আগের দিনই একটা টেলিফোন এল। জো ডানকান এর ফোন।

সেই ফ্যাসফেসে গলার স্বর সেই ভঙ্গিতেই জো বলল অ্যানসন, হিসেবটা একবার শুনবে নাকি?

হিসেব, হ্যাঁ তা কেন শুনবো না।

তাহলে শোনো হাজার ডলার আসল। আর সুদ, তাও কিন্তু কম নয়। পুরো হিসেবটা এখনও করা হয়নি। শনিবারের মধ্যে আসলটা অন্ততঃ মিটিয়ে দিও। অনেক দিন হয়ে গেলো। যদি শনিবারও টাকা না পাই তাহলে বাধ্য হয়েই শনিবার গেলারকে পাঠাতে হবে।

গেলার মানে গেলার হোগান। ডানকান-এর দেহরক্ষী এবং তার ব্যবসায়ের টাকা আদায়কারী। একসময় সে ছিল ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত মুষ্ঠিযোদ্ধা, লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান।টাকা আদায় হলে মুখে টু শব্দটিও করবে না। কিন্তু না হলে দেনাদারের শরীরে ও ওর হাতের একটা চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে যাবেই যাবে। অ্যানসনের অবশ্য হাজার দেড় হাজার ডলারের জন্য তেমন চিন্তা নেই। সেরকম হলে টেলিভিশনের সেটটা বা গাড়িটা বিক্রি করে অ্যানসন সহজেই টাকাটা জোগাড় করতে পারবে। কিন্তু আসল চিন্তা স্যাম বার্নস্টেনকে নিয়ে। সে স্যামের কাছ থেকে মোট আট হাজার ডলার নিয়েছে।

স্যাম কোর্টের কাগজে সই-সাবুদ করিয়ে নিয়ে টাকাটা দিয়েছে। শোধ দিতে হবে আগামী জুন মাসে। অবশ্য জুন আসতে এখনও দেরী আছে। তবুটাকার অঙ্কটাও তো খুব বড়। টাকাটা নিয়ে কিই বা লাভ হল। একদিনেই সব উড়ে গেল। আট হাজারকে আট লাখ বানাবার জন্য খোঁজখবর নিয়ে সে একটা ঘোড়ার পিছনে টাকাটা লাগালো। কিন্তু সে ঘোড়া এক থেকে দশের মধ্যেও স্থান পেল না।

আজ মঙ্গলবার। শনিবার আসতে এখনও পাঁচ দিন বাকি।শনিবার ডানকান-এর মুখবন্ধ করতে হবে। সেটা অবশ্য খুব একটা অসুবিধে হবে না। কিন্তু স্যাম তার আট হাজার ডলার, অবশ্য জুন মাস আসতে এখনও অনেক দেরী আছে।

সপ্তাহের শুরুতেই সবঝুট-ঝামেলা। কোথায় খুশীমনে কাজ করবো, মাল খাবো, মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করবো তা নয়, কেবল টাকা টাকা টাকা। যে কোনও উপায়ে টাকাটা জোগাড় করতেই হবে।

দরজা খুলে মেগ বারলো দাঁড়িয়ে আছে। তার নীল চোখের তারায় জিজ্ঞাসা!

আচ্ছা কত বয়েস হবে মেগ-এর। আমার সমান না দু-এক বছরের ছোট। ওঃ কি একখানা চেহারা, দুর্দান্ত, দারুণ ফিগার।

অ্যানসনের শিরায় শিরায় যেন ঝড় বয়ে গেল। তার রক্তে শিহরণ খেলে গেল। সে মেগকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

লম্বা, তার চেয়ে ইঞ্চিখানেক লম্বাই হবে। চওড়া কাধ, সরু কোমর, দীর্ঘ সুঠাম দুটো পা। তার পরনে কমলালেবু রঙের সোয়েটার, পায়ের হাঁটু অবধি কালোমোজা। একমাথা সোনালী চুল সবুজ ফিতেয় বাধা, স্ফীত মুখগহ্বর, পুরু ঠোঁট, ছোট সরু বাঁকানো নাক। সব কিছু মিলিয়ে মেগ অপরূপা। পুরুষের হৃদয়ে কামনার-আগুন জ্বালাতে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

অ্যানসন এতো রূপ এর আগে কোনদিন দেখেনি।

মেগ-এর চোখ থেকে জিজ্ঞাসার ভাবটা অদৃশ্য হল। সে মৃদু হেসে বলল আপনি। আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

অ্যানসন মুহূর্তে বাস্তবে ফিরে এলো। সে স্বাভাবিক ভাবে হেসে বললো, আমি জন অ্যানসন, ন্যাশানাল ফাইডেলিটি ইনসুরেন্স করপোরেশন থেকে আসছি। আপনিই তো মিসেস বারলো? আপনার চিঠি পেয়ে...।

আসুন আসুন, ভেতরে আসুন?

অ্যানসন মেগ-এর পেছন পেছন ভেতরে ঢুকলো। ছোট একখানা হলঘর পেরিয়ে বদ্বার ঘরে এলো।

ঘরখানি বেশ বড়সড়। এক পাশে বেশ বড় একটা অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছে। অগ্নিকুণ্ডের সামনে বিরাট এক সোফা, ঘরের কোণায় একটা টেবিল। তার উপর একটা ছোট

টাইপরাইটার, অনেক সাদা কাগজ, কয়েকটি কার্বনের বাক্স এবং একটা ওয়েবস্টার ডিক্সনারী।

অ্যানসন ঘরে পা দিয়েই বেশ অবাক হল। মেঝেতে ধুলো জমে আছে, আসবাবপত্রও ধুলিমলিন। বাড়ির বাইরের মতো ভেতরেও অযত্ন-অবহেলার ছাপ। সব যেন কেমন ছন্নছাড়া, সব কিছুতেই অগোছালো ভাব।

অগ্নিকুণ্ডের কাছে মেগ ঘুরে দাঁড়াল। তার সঙ্গে অ্যানসনের চোখাচুখি হল?

একরকম জোর করেই অ্যানসন তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। তারপর সে জানলার কাছে গিয়ে বাগানের দিকে তাকাল,বলল,বাগানটা কিন্তু খুব সুন্দর। বাগানের মতো বাগান বটে একখানা।

আমার স্বামী আপনার কথা শুনলে খুশী হতেন, বাগানই ওর ধ্যানত্ম-জ্ঞান।

অ্যানসন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ধ্যানজ্ঞান মানে কি?

মানে ঐ আর কি। তিনি সবসময় ঐ বাগান বাগান করেই গেলেন। এখন আপনি ওনাকে পাবেন শহরের ঐ ফ্রামলের দোকানে।ওদের ওখানের ফুল-বিভাগের উনিই সর্বেসর্বা। কিন্তু একি, আপনি দাঁড়িয়ে কেন সোফায় বসুন।

অ্যানসন ইতঃস্তত করেও সোফার একপ্রান্তে বসে পড়লো। মেগ তার চেয়ে হাত খানেক দূরে, বসল। তার প্রসাধনের মিষ্টি গন্ধ নিয়ে মৃদু বাতাস ভেসে এল। অ্যানসন বুক ভরে গ্রহণ করল।

হ্যাঁ, তা যা বলতে যাচ্ছিলাম আমার স্বামী ফিল চায় আমি আমার গয়নাগুলো ইনসিওর করে ফেলি। কিন্তু আমার মনে হয় না যে ওগুলোর ইনসিওর করার মতো দাম আছে। ওর সঙ্গে এই নিয়ে অনেক তর্ক অনেক কথা কাটাকাটি। কিন্তু না, ওর ওই এক গো। ইনসিওর করাতেই হবে।

আহা বছরে এক হাজার ডলারের প্রিমিয়াম কত পড়বে। কারণ কিনা এর ধারণা ওগুলোর দাম এক হাজার ডলার। আমার অবশ্য বিশ্বাস হয় না।

আহা গয়নাগুলো একবার এনে আমাকে দেখাতে পারেন।

নিশ্চয়ই এখুনি নিয়ে আসছি।

সারা দেহে হিল্লোল তুলে মেগ ঘর থেকে বেরোলো। তার হাঁটার ভঙ্গীটাও কি সুন্দর অ্যানসন ভাবলো।

একটু পরেই একটা ছোট রঙচটা গয়নার বাক্স নিয়ে মেগ ফিরে এলো। এসে সোফায় বসে বাক্সর ঢাকনা খুলল। দেখে অ্যানসন যথেষ্ট হতাশ হল। বাক্সে সস্তা দরের সব গিলটির গয়না।

সে অবাক বিস্ময়ে চোখ তুলে বলল, ব্যাস।

হ্যাঁ, এই সব।

কিন্তু এগুলোর দাম হাজার ডলার তত দূরে থাক পঞ্চাশ ডলারের বেশি হবে বলে মনে হয় না।

মেগ এই কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল আমিও তো তাই মনে করি বলে অ্যানসনের পাশে বসে পড়ল। দুজনের হাতে হাত ছুঁয়ে গেল। আর এতেই অ্যানসনের দেহে শিহরণ খেলে গেল।

মেগ হাসি থামিয়ে বলল, আমি ফিলকে আগেই বলেছিলাম যে পুরনো গয়নার দাম আজকাল আর পাওয়া যায় না। আমার কথা ও বিশ্বাসই করল না। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। কিছু মনে করবেন না।

না না মনে করার কি আছে। মুখে একথা বললেও মনে মনে অ্যানসন একটু বিরক্ত হল। সেবলল তা গয়না ছাড়াও তোইনসিওর করার আরো অনেক জিনিস আছেমিসেস বারলো। যেমন বাড়ি, বাগান, অগ্নিবিমা, বলুন না এসেছি যখন একটা কিছু করে যাই।

মিঃ অ্যানসন সে সব অনেক আগেই হয়ে গেছে। বাড়িটা আমার দিদিশাশুড়ীর, মরার আগে তিনি সবরকম ইনসিওরই করিয়ে গেছেন।

তাহলে তো সব মিটেই গেল। ঠিক আছে আমি তাহলে চলি।

যাবেন, আচ্ছা কিন্তু একটু দাঁড়িয়ে যান মিঃ অ্যানসন। যখন আপনি এসেইছেন তখন অন্য একটা কাজে আমাকে একটু সাহায্য করে যান।

বলুন না কি কাজ।

সে মনে মনে ভাবল ভালই হলো। আরো কিছুক্ষণ থাকার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। এমন সুন্দরী মহিলার সংস্পর্শে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণই লাভ।

মেগ একটু ইতঃস্তত করে বললো, মানে আমি একটা ছোট গল্প লিখেছি। লিখেছি মানে লিখবো বলে ভেবেছি আর কি। গল্পটা ইনসুরেন্সের ব্যাপার নিয়ে। কোথাও কোনো বাদ-টাদ হয়ে গেল কিনা, এই নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করতাম।

অ্যানসন টাইপ মেসিনের দিকে ঘাড় তুলে তাকিয়ে বলল ও আপনি বুঝি ছোট গল্প লেখেন?

ঐ লেখার চেষ্টা করি আর কি। কিছু তো একটা করতে হবে। সময় তো আর কাটতে চায় না। তবে এখনও কোথাও কোন গল্প পাঠাইনি। তাছাড়া ফিল-এর রোজগারও তেমন বেশী নয়। যদি লিখে দু-দশটা টাকা রোজগার করতে পারি, তাহলে হাত খরচ করা যায়। আচ্ছা একটু বসুন আমি বরং আপনার জন্য একটু হুইস্কি নিয়ে আসি। আশাকরি আপত্তি নেই। এ ছাড়া অবশ্য আমার । আর কিছু নেই।

ঘড়ি দেখলো অ্যানসন, পাঁচটা বাজে এখন একটু হুইস্কি হলে মন্দ হয় না, সে হেসে বলল, না আপত্তির কি? চলবে।

মেগ হুইস্কি আনতে গেল। অ্যানসন ভাবতে বসলো, কথাবার্তা শুনে মনে হলো যে বিবাহিত জীবনে মেগ সুখী নয়। কারণ স্বামীর রোজগার নেই। এছাড়া স্বামী বেশিক্ষণ সময়ও দেয় না। তাই সময় কাটানোর জন্য সে গল্প লিখতে শুরু করেছে নাকি টাকা রোজগারের ব্যাপারটাই বেশী দরকারী।

মেগ দু-গ্লাস পানীয় নিয়ে ঘরে ঢুকলো। একটা গ্লাস অ্যানসনের হাতে তুলে দিয়ে আর একটা নিজে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের কাছে মেঝেয় গিয়ে বসল।

ঘরে আলো সে জ্বাললো না। যদিও সন্ধ্যা নেমেছে। ঘরে ঘনায়মান অন্ধকার। খোলা জানলা দিয়ে এক ঝলক শীতল বাতাস ভেসে এলো। অ্যানসন হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিলো। তার চোখে তন্ময় ভাব। সে মেগ-এর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

আমার গল্পের প্রধান চরিত্র একটা মেয়ে-আগুনের দিকে তাকিয়ে বলল মেগ। মেয়েটির অনেক টাকা চাই, অনেক টাকা। তার প্রেমিক যুবকটি এক বিমান বন্দরের টিকিট ক্লার্ক। মেয়েটি অবাক ভাবনাচিন্তা করে একদিন এক জীবনবীমা করে বসল। বীমার মূল্য দুলক্ষ ডলার। এবার শুরু হল প্রতীক্ষা। সে এবং সেই যুবকটি অপেক্ষায় রইল কবে একটা বিমান দুর্ঘটনা ঘটে। ছ-মাস পরে একটা বিমান দুর্ঘটনা হল। যুবকটি খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী তালিকায় মেয়েটির নাম বসিয়ে দিল। অন্যান্য সব নিয়মকানুন লেখা টিকিটের টাকা নেওয়ার রসিদে মেয়েটার নাম বসানো ইত্যাদি সব কাজই সে সেরে ফেললো। মেয়েটি শহর ছেড়ে দূরে গ্রামে গিয়ে বসবাস শুরু করলো। এরপর যুবকটির প্ররোচনায় পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে মেয়েটির বোন দিদির মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে

দুলক্ষ ডলার দাবী করে চিঠি লিখলো বীমা কোম্পানিকে। যুবকটির কাছ থেকে সংগৃহীত দিদির মৃত্যু-সম্পর্কিত যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সে পাঠালো বীমা-দপ্তরে। গ্লাসে ছোট একটা চুমুক দিয়ে মেগ অ্যানসনের দিকে ফিরলো, এই হলো আমার গল্পের খসড়া। খুঁটিনাটি তথ্যের দিকগুলো অবশ্য ভালভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে লিখতে হবে। এখন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, যেটুকু বললাম আপনাকে, তাতে ওরা টাকা পাবে, না পাবে না?

অ্যানসন গত বারো বছর চাকরী জীবনে অনেক দেখেছে। বীমা-কোম্পানির কাছ থেকে ছলেবলে কৌশলে টাকা আদায়ের হাজারো ফিকির তার প্রায় কণ্ঠস্থ। প্রত্যেক সপ্তাহেই হেড অফিস থেকে ছাপানো বুলেটিন আসে এসব ফন্দি-ফিকিরের হাজারো কাহিনী উল্লেখ করে। বীমার দাবী পূরণের বিভাগটির সর্বেসর্বা হলেন ম্যাডক্স তিনি এ ধরণের জাল-জোচ্চুরি ধরার ব্যাপারে ওস্তাদ এবং তার বিভাগের প্রত্যেকটা লোকই এ ব্যাপারে হুঁশিয়ার।

গত তিন মাস ধরে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত কলাকৌশলের কথা অ্যানসন নিজেও যে ভাবেনি তা নয়। কারণ দেনাপাওনা মিটাতে কিছু উপরি টাকা না হলেই নয়? কিন্তু যতবারই ভেবে ভেবে কিছু একটা খাড়া করেছে ততবারই মনে পড়েছে ম্যাডক্স-এর চেহারা, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তার ক্ষুরধার বুদ্ধি। সে বুঝেছে যে দুনিয়ার তাবৎ লোককে ফাঁকি দিতে পারলেও ম্যাডক্সকে সে কোনও ক্রমেই ঠকাতে পারবে না। তিনি তাঁর অভ্যস্ত চোখে এক নজর দেখেই ঘটনাটা ধরে ফেলবেন।

অ্যানসন গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল যে আইডিয়াটা ভাল, কিন্তু গল্প হিসাবেই চলবে বাস্তবজীবনে চলবে না–অচল, অসম্ভব।

মেগ অবাক হয়ে বলল-কেন অসম্ভব কেন?

কারণ প্রথমত টাকার অঙ্কটা অত্যন্ত বেশী। আমাদের কোম্পানির নিয়ম পনেরো হাজারের বেশী কোনো দাবী এলেই আগাগোড়া বিষয়টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। ধরুন মেয়েটি আমাদের কোম্পানিতেই বীমা করেছে। যেই তার কোন বোন চিঠি দেবে, অমনি ঐ সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্তর পাঠিয়ে দেওয়া হবে দাবী পূরণের দপ্তরে। এই দপ্তরের সর্বময় কর্তাব্যক্তিটি এই একই কাজ করছে গত বিশ বছর ধরে। এসব কায়দা তার একেবারে মুখস্থ। তিনি কাগজপত্র দেখলেই বুঝতে পারবেন যে দাবীটা একেবারে ভুয়ো। মেয়েটির বোনের চিঠি পেয়েই তার মনে একগাদা প্রশ্ন জাগবে–এরকম সাধারণ একটা মেয়ে কেন তার জীবন এতো বেশী টাকায় বীমা করতে গেল? টাকাটা কি পাবে তার বোন? কেন পাবে? সব মিলিয়ে কুড়িজন ঝানুলোক আছে তার দপ্তরে। তাদের দুজনকে তিনি এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে পাঠিয়ে দেবেন ব্যাস আর দেখতে হবে না, সাতদিনের মধ্যে মেয়েটির সম্বন্ধে তিনি যাবতীয় খবর পেয়ে যাবেন। যুবকটিরও খোঁজ পাবেন। তারপর আর কি, ঠেলা সামলাও এবার। না মিসেস বারলো বাস্তব জীবনে আপনার এ গল্প গল্পই। অন্ততঃ ম্যাডক্স বা তার মতো লোক যেখানে আছেন, সেখানে এ চেষ্টা করা নেহাৎ বাতুলতা।

মেগ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ইস্ ভেবেছিলাম বেশ জব্বর একখানা গল্প ভেবেছি, হলো না। সে উঠে অগ্নিকুণ্ডে একখণ্ড কাঠ গুঁজে দিল, তাহলে বীমা কোম্পানিকে ঠকানো ভারী শক্ত, কি বলেন?

নেহাতই কথার পিঠে কথা তবুও অ্যানসন চমকে উঠলো, হ্যাঁ তা শক্ত তো বটেই। তবে

তবে? তবে কি? মেগ জ্বলন্ত মুখে বলল।

তবে একেবারে অসম্ভব, এমনও নয়। তেমন তেমন জুটি হলে পারা যায়।

মেগ হেসে বলল, তার মানে আপনিও এনিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন। বেশতো আমাকে ভাল দেখে একটা আইডিয়া দিন না গল্প লিখি। তারপর ছাপা হলে যা টাকা পাওয়া যাবে দুজনে ভাগাভাগি করে নেবে।

অবশিষ্ট পানীয়টুকু খেয়ে অ্যানসন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল। বলল–আজ আর নয় আজ আসি।

মেগও উঠে দাঁড়াল। তার শরীরে আবার অ্যানসনের চোখ এঁটে গেল। মেগ বললো–যদি তেমন কিছু আইডিয়া মাথায় আসে তাহলে চলে আসবেন এখানে। হুইস্কি খেতে খেতে বেশ আলোচনা করা যাবে দুজনে।

অ্যানসন মাথা চুলকে বলল–কিন্তু আপনার স্বামী তিনি তো আমার আসাটা অপছন্দ করতে পারেন।

–হ্যাঁ তা পারে। কারণ ফিল খুব একটা মিশুকে নয়। তবে সোমবার আর বৃহস্পতিবার এই দুটো দিন আমি একলাই থাকি। এ দুদিন ও বাড়িতে থাকে না। একটা নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে। রাতটা এক বন্ধুর সঙ্গে সেখানেই কাটায়।

অ্যানসনের হাতের তালু ঘেমে উঠলো ও তাই নাকি তাহলে...

তাহলে আপনি যদি কোনো আইডিয়া পেয়েই যান ঐ দুদিনের যে কোনও একদিন সোজা এখানে চলে আসুন। রাতে আমি এই দুদিন একাই থাকি। ভুলবেন না কিন্তু সোম আর বৃহস্পতি। মেগ এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল, আচ্ছা আপনার স্বামীর কি কোন জীবনবীমা আছে?

না ওর ওসবে বিশ্বাস নেই। মেগ অল্প হেসে বলল, আপনার তেমন সুবিধা হবে না। আগে আরো কত সেলসম্যান এসেছে কত বুঝিয়েছে। কিন্তু ফিল বীমার ধার দিয়েও যায় নি।

অ্যানসন নুড়ি-বিছানো রাস্তায় পা রাখলো, আচ্ছা, চলি তাহলে। ধন্যবাদ তেমন কিছু মাথায় এলে আপনাকে জানাবো।

মেগ মৃদু হেসে বলল আপনাকে অনর্থক ভোগালাম।

বৃষ্টি বড় বড় ফোঁটায় পড়তে শুরু করেছে। অ্যানসনের সেদিকে খেয়াল নেই। সে শিস্ দিতে দিতে এগলো গাড়ির দিকে।

মেগ জানালার পর্দার আড়াল থেকে তাকে গাড়িতে উঠতে দেখলো। ইঞ্জিন চালু করে গাড়ি ছাড়লো অ্যানসন। শেষবারের মতো একবার ঘাড় ঘুরিয়ে বাড়িটাকে দেখলো, তারপর দৃষ্টির আড়ালে অন্তর্হিত হল।

গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যেতেই মেগ জানালার ধার থেকে সরে তাড়াতাড়ি ঘরের কোণে রাখা ফোনটার দিকে এগিয়ে গেল। রিসিভার তুলে ডায়াল করলো।

একটু পরে ওপাশের সাড়া মিললো। ভারী পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এলো দূরাভাষে, কে? কাকে চাই?

মেগ বলছি-ফাতনা নড়ছে।

একটু বিরতি। সেই গলা আবার ভেসে এলো–টোপটা গিলতে দাও। ভাল করে গিলুক, তারপর হঠাৎ টান মারবে, বলে ফোন রেখে দিল।

২.

অ্যানসনের প্রু টাউনে সপ্তাহে দুদিন কাজ থাকে, সেরাতটা সে মার্লবোরর হোটেলেই কাটাল।

ফে ললির সঙ্গে আগে থেকেই বন্দোবস্ত করা ছিল। সে একটু বেশী রাতে আসবে। সে ঠিক পাকা পতিতা নয়, দিনের বেলায় একটা সিগারেটের দোকানে কাজ করে আর রাত্রে এরকম দু একটা উপায়ে উপরি রোজগার করে।

মার্লবোরো হোটেলের বাই অ্যানসনের পরিচিত। প্রু টাউনে এলে সে এখানেই রাত কাটায়। সুতরাং কেউ কিছু মনে করে না। যখন তার ঘরে মেয়েরা আসে তখন হোটেলের কেউ দেখেও দেখে না।

অ্যানসন হোটেলে ফিরে দাড়ি কামাতে বসল। তার মনে বার বার মেগের সুঠাম চেহারা ভেসে উঠতে লাগল। মেগের পাশে ললিকে তুলনা করতে গিয়ে তার মনে হল কোথায় মেগ সৌন্দর্যের প্রতিমা আর কোথায় ললি কুমড়োর মতো মোটা-সোটা থলথলে। কারণে-অকারণে হা হা করে হাসে। গায়েও কেমন যেন আঁশটে গন্ধ। ছিঃ এইসব মেয়ের সঙ্গে রাত কাটানো আর মেগের সঙ্গে। কোথায় মেগ আর কোথায় ললি। চাঁদে আর বাঁদরে।

সে একদলা থুতু ছিটালো মেঝের ওপর। উঠে ললির নম্বর ডায়াল করলো। কিন্তু ফোনটা কেউ ধরল না বেজেই চলল, বিরক্ত হয়ে সে ফোন রেখে দিল। ফোনে ললিকে পেলে সে আসতে না করে দিতো।

আর ললি-টলি নয় এখন মেগ, মেগ- বারলো তার স্বপ্নের রাণী। আসলে মেগ নিশ্চয়ই তার দিকে ঝুঁকেছে, তাই সোম আর বৃহস্পতি কথাটা অমন কায়দা করে জানিয়ে দিলো। সোজা বাংলায় একেই বলে কাছে আসার আমন্ত্রণ।

এবার দাড়ি কামিয়ে চানের জন্য অ্যানসন বাথরুমে ঢুকল। সেখান থেকে শুনতে পেল কে যেন ঘরে ঢুকেছে। বেরিয়ে উঁকি মেরে দেখলো যে ললি বিছানার উপর রাখা তার মানি ব্যাগটা খুলে কি যেন দেখছে।

অ্যানসনের সাড়া পেয়েই ললি চমকে উঠল তার হাত থেকে ব্যাগটা পড়ে গেল। সে হেসে বললো-একটু তাড়াতাড়ি চলে এলাম আজ। মনে হয় আমাকে দেখে খুব চমকে গেছ।

অ্যানসন চোখে বিরক্তির ভাব নিয়ে এগিয়ে এল। অথচ সাতদিন আগে এই ললিই ছিল তার হৃদয়ের রাণী। সে আবার একদলা থুথু ফেলে ললিকে বলল–মনে হয় আমার থেকে তুমিই বেশি চমকে উঠেছে।

ললি হো হো করে হেসে উঠলো। তারপর বললো জন ডার্লিং তোমাকে একটা কথা বলবো।

অ্যানসন অন্য দিকে তাকিয়ে বললো বলল।

একটু মুশকিলে পড়েছি, বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে এক মাসের। আগামীকাল বাড়িওয়ালাকে একশো ডলার দিতে না পারলে ঘরটা ছাড়তে হবে।

তা আমি কি করবো? রাস্তা-ঘাটে কত একশ ডলার ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু-একটা ধরে নাও না। জন ডার্লিং তুমি এরকম কথা বলছ। তোমার কাছ থেকে একথা আমি আশা করিনি।

ব্যাগ থেকে ছটা কড়কড়ে দশ ডলার ললিকে দিয়ে অ্যানসন বলল দেখ ললি এর থেকে বেশী। কিছু আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আজ তুমি যাও, শরীরটা গড়বড় লাগছে। দরকার হলে পরে তোমাকে ফোনে জানাব।

নোট কটা দেখে ললির চোখ দুটো চকচক করে উঠল। সে বলল–একশো ডলার পেলে ভাল হতো।

না, আমার পক্ষে আর দেওয়া সম্ভব নয়। দয়া করে এখন কেটে পড়ো আমাকে আর জ্বালিও না।

ললি বললো, আচ্ছা চলি আসছে হপ্তায়ে আবার দেখা হবে, এই বলে নোটগুলো ব্যাগে পুরতে পুরতে বললো অবশ্য আজকেও আমি থাকতে পারি। ভেবে দেখো আর একটু, তবে যখন বললে শরীর খারাপ তাহলে আজকে আসি, আবার দেখা হবে।

বিছানায় শুয়ে বাকি রাতটুকু মেগের চিন্তায় কেটে গেলো। ভোরের দিকে চোখে ঘুম এলো।

পরদিন তার কাজ ল্যাম্বসৃভিলে। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল। কাজকর্ম শেষ হতে হতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। এবার ব্রেন্টে ফেরার পালা। প্রু টাউন হয়েই ব্রেন্টে যাবার পথ।

অ্যানসন চলতে চলতে নানান কথা ভাবলো। টাউনে থামবো নাকি। মেগ-এর সঙ্গে একবার দেখা করে যাবো নাকি, আজ তো তার রাতে একা থাকার কথা। কিছু মনে করবে কি। কিন্তু গল্পের আইডিয়া। সে বিষয়ে তো কিছু ভাবা হয় নি। মেগ জানতে চাইলে বোকা বনতে হবে, কিন্তু পরে সে ভাবলো এত ঘন ঘন গেলে বরং আমার ক্ষতি হবে। কি ভাবতে কি ভেবে বসবে। তার থেকে একটা মোটামুটি আইডিয়া মাথায় নিয়েই ওর কাছে যাবে। আগামী সোমবার ও তো একাই থাকবে সেদিনও নয় রাতে যাওয়া যাবে। সে ব্রেন্টে চলে গেল।

অ্যানা আরভিন অবাক চোখে অ্যানসনের দিকে তাকিয়ে বলল এত কি ভাবছে মিঃ অ্যানসন।

অ্যানসন চমকে উঠল। তার চিন্তায় ছেদ পড়লো। সে অনার দিকে ফিরল। চোখে অপার কৌতূহল নিয়ে অ্যানা ছোট্ট টাইপ মেসিনটার ওপাশে বসে আছে।

অ্যানা গত দুবছর ধরে তার সঙ্গে কাজ করছে। মেয়েটা ভালো হাসিখুশি প্রকৃতির। কাজে কর্মেও বেশ চটপটে। পুরুষদের কাছ থেকে সবসময় দূরে দূরে থাকে। তাই পোষাক-আষাক একটু অদ্ভুত, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা।

গল্পের একটা জবরদস্ত প্লট ভাবছিল সে। অ্যানা তার বারোটা বাজিয়ে দিল।

অ্যানসন ফিরে তাকাতেই অ্যানা বলল, এই নিয়ে দুবার ডাকলাম আপনাকে, এমন তন্ময় হয়ে বসে আছেন মনে হয় কাউকে খুন করবার প্ল্যান করছেন মনে মনে। ব্যাপারটা কি?

কি, তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যাথার কোন দরকার নেই। মন দিয়ে নিজের কাজ কর।

জানালার কাছে উঠে গেল অ্যানসন।.তারপর সে নীচে তাকিয়ে দেখল মেইন স্ট্রীট দিয়ে পিলপিল করে গাড়ি ঘোড়া চলছে। সেদিকে তাকিয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল।

আজ শনিবার। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর এক বন্ধুর সঙ্গে গলফ খেলতে যাবার কথা। কিন্তু খেলায় আজ তেমন উৎসাহ নেই কারণ তার মন পড়ে আছে টাউনে। কাজে কিছুতেই মন বসছে না। টেবিলে একগাদা চিঠি পড়ে আছে। কিন্তু মনে পড়ছে শুধু সুন্দরী মেগ বারলোর কথা।

সত্যি সত্যিই তার মাথায় একটা খুনের পরিকল্পনা ঘুরছিল। অবশ্য বাস্তবেনয়। মেগ-এর গল্পের প্লট ভাবছিল সে। আচ্ছা সে যদি সত্যি সত্যিই খুনটা করে তাহলে কি কেউ বুঝতে পারবে। অ্যানা কিভাবে বুঝল? ও কি চশমার কাছে মনের কথাও পড়তে পারে নাকি?

মন থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সে চেয়ারে ফিরল, অ্যানাকে বলল, এসো খাতা পেনসিল নিয়ে, ডিটেকশান নিতে হবে।

ব্রেন্ট রেল স্টেশনের কাছে অ্যালান আর্মস নামের বিরাট পাঁচতলায় অ্যানসনের এক কামরার ফ্ল্যাট। বড় রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে এই বাড়ি। ইনসুরেন্স করপোরেশনের চাকরী পাবার পর থেকেই সে এখানে আছে। প্রত্যেক ফ্ল্যাটের জন্যই আলাদা গ্যারেজ আছে। অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও মোটামুটি ভালো।

আজ গলফ খেলাটা মোটেই জমেনি। রাতের খাবার তার মুখে বিস্বাদ লাগলো। একমাত্র ভালো লাগল হুইস্কি। প্রায় এক বোতল হুইস্কি সে বসে বসে গিলল।

খানিকটা নেশা হল। মাথাটাও হালকা লাগলো। গাড়ি চালিয়ে সে সোজা বাড়িতে এলো। গ্যারেজে ঢুকে ইঞ্জিন বন্ধ করে হেডলাইট নিভালো। তারপর বেরিয়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করে– পেছন ফিরলল। দেখল গ্যারেজের অন্ধকার কোনে একটা ছায়া নড়ে উঠল।

আজ এ সময় তো লোজন এমনিতেই বাড়িতে নেই। সকলেই প্রায় গেছে ব্রেন্ট-এ, দেড় দিনের ছুটি কাটাতে। তাহলে এ ছায়াটা কার।

ছায়াটা ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এল। লম্বা গাট্টাগোট্টা চেহারার এক পুরুষ। সে অ্যানসনের সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই অ্যানসন একটা ঢোক গিলল।

লোকটা ভরাট গলায় বলল-এই যে দোস্ত এতক্ষণে এলে তাহলে। তোমার জন্য এখানে দু-ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

অ্যানসনের হৃৎপিণ্ডের গতি হঠাৎ বেড়ে গেল। মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল। ইস্ এ কদিন জো ডানকানের টাকা শোধ দেবার কথাটা একেবারেই মনে ছিল

না। মেগ এর ভাবনায় এই কটা দিন যেন কিভাবে কেটে গেল, ডানকান তত তাকে বলেই ছিলো যে শনিবারের মধ্যে অন্ততঃ আসলটা মিটিয়ে দিতে, না হলে সে গেলার হেগনকে পাঠাবে।

সেই গেলার হেগানই এখন মূর্তিমান যমদূতের মতো সামনে দাঁড়িয়ে।

গেলার সম্বন্ধে তার একটা গল্প মনে পড়ল। একজন লোক জোর টাকা শোধ করতে পারেনি। পরদিন গেলার গিয়েছিল তার সঙ্গে মোলাকাত করতে। গেলার কিছুই করেনি শুধুদুহাতে সপাটে লোকটাকে মেঝের ওপর দুটো আছাড় মেরেছে। অনেক চিকিৎসার পরেও লোকটাকে ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে হয়। পুলিশ গেলারকে ধরেছিল। কিন্তু পাঁচ জায়গার পাঁচজন লোক গেলার-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছে যে এই ঘটনার সময় গেলার তাদের সঙ্গে জুয়ো খেলছিল। অতএব গেলার ছাড়া পেয়ে গেছে।

মাত্র দুহাত দূরে গেলার। সে এক পা পেছোলে গেলার এক পা এগোল। মুখে তার ফুটে। উঠল এক বিচিত্র হাসি। সে বলল–টাকা নিতে এসেছি টাকা দাও।

অ্যানসন-এর শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হল। তুমি জোকে বোলো আমি সোমবার টাকা দিয়ে দেবো। ভয়ে অ্যানসন তোতলাতে লাগল।

–সোমবার না জো আমাকে আজই টাকা নিয়ে যেতে বলেছে। আজই তার টাকা চাই। নাও মাল ছাড়ো দোস্ত। বলে সে এগিয়ে এল।

অ্যানসন বলল-বলছি তো সোমবার ঠিক টাকা দিয়ে দেবো। তুমি এগোচ্ছো কেন?

গেলার দাঁত বের করে হাসতে লাগল। সে বলল-আরে দোস্ত অত ভয় পেলে চলে। জোর কাছে কাজ করার আগে আমি ছিলাম অ্যান-এর সঙ্গে। মনে আছে তো সেই অ্যানবার্নস্টেন, সে তোমার কাছে আট হাজার ডলার পায়? সে অবশ্য ভেবেই রেখেছে যে তুমি আর উপুড় হস্ত করছেনা। এখনও অবশ্য শোধ দেয়ার সময় পেরিয়ে যায়নি। সময় আছে, কিন্তু সে এখন থেকেই চিন্তায় পড়েছে। বেশ সোমবার কিন্তু ঠিক টাকা মিটিয়ে দিও।নইলে আবার আমাকে আসতে হবে। আর এখন থেকে অ্যান-এর টাকাটাও জোগাড় করার চেষ্টা করো। কেন শুধু শুধু আট হাজার ডলারের জন্য জীবনটা অনর্থক খোয়াতে যাবে।

–হ্যাঁ হ্যাঁ সে আর বলতে। সে আমি আগেই জমাতে শুরু করেছি। অ্যানসনের ধড়ে যেন প্রাণ এলো। বুকের স্পন্দনটা একটু কমলো।

–তাহলে ঐ কথাই রইলো। সোমবার শোধ দিচ্ছো কথার যেন নড়চড় না হয়। হারে বাবা হা। দিচ্ছি, দিচ্ছি। অ্যানসন মনে মনে ভাবলো যাক বাবা তাহলে এই কথাই রইল। দুটো দিন সময় পাওয়া গেল। সোমবার রাত্রে আমি পগার পার। মেগ-এর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি খাবো। তাহলে এখনকার মতো ঝামেলা মিটল।

কিন্তু না ঝামেলা মিটল না। গেলার চোখের নিমেষে তার তলপেট লক্ষ করে চালাল এক ঘুষি। অ্যানসনের মুখ দিয়ে কোৎ করে একটা শব্দ বেরল। তারপর লাফিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে গেল।

অ্যানসনের চোখের সামনে হাজার সরষে ফুল ফুটে উঠলো। বহুদূর থেকে যেন ভেসে এলো গেলার-এর গলার স্বর। সোমবার যেন ভুল না হয়? তাহলে মনে রেখো, আর আট হাজারের জন্য এলে তোমাকে আর জ্যান্ত রেখে যাবো না। আজ তাহলে চলি।

অ্যানসন দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে রইল। গেলার এর বুটের শব্দ তার কানের পর্দায় আওয়াজ তুলল। শরীরের কোষে কোষে যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল।

অ্যানসন চোখ খুলল। অবশ হাত চোখের সামনে এনে ঘড়ি দেখলো। সময় সকাল এগারোটা। তারিখটা একদিন এগিয়ে গেছে। আজ রবিবার প্রায় বারোঘণ্টা একটানা ঘুমিয়েছে সে।

একটু মাথা তুলে পেটের দিকে তাকাল। দেখল নাভির কাছে চামড়ায় গোল হয়ে কালশিরা পড়েছে।

গেলার চলে যাবার পর বঙ্কষ্টে যন্ত্রণাকাতর শরীরটা টেনে নিয়ে সেলিফটে করে কোনরকমে নিজের ফ্ল্যাটে আসে। তারপর ঘরে ঢুকে আর হুশ হয়নি। গেলারটা একটা আস্ত শয়তান।

নাঃ সোমবারের মধ্যে টাকাটা শোধ করতেই হবে। এবার গেলার রক্তপাত না করে ফিরে গেছে, এর পরের বার রক্ত না ঝরিয়ে যাবে না। অ্যান-এর টাকাটাও জুনের মধ্যে যেভাবেই হোক শোধ করা চাই। আট হাজার ডলার কম কথা নয়। তখন মাথাটাই বোধহয় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। না হলে খবরের উপর ভরসা করে কেউ কখনো ঘোড়ার পেছনে আট হাজার ডলার খেলে? একে বোকামীনা বলে বলে মতিচ্ছন্নতা। লাভটা কি

হলো?টাকায় যে টাকা গেলো একগাদা ধার হলো, এখন সেই ধার শুধতে জীবন-মরণ আশংকা।

একইভাবে বিছানায় শুয়ে রইল অ্যানসন। ভয়ে-আতঙ্কে হতাশায় সে বারবার শিউরে উঠল। নাঃ একটা উপায় বের করতেই হবে। টাকা চাই টাকা।

দেখতে দেখতে চার ঘণ্টা কেটে গেলো। তার মাথায় একের পর এক চিন্তা এসে ভিড় করল। কোনোটাই তেমন জোরাল নয়। তাই শেষমেষ সব কটাই ছেটে বাদ দিতে হল।

না, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। সদুপায়ে অর্থ উপার্জন, সৎভাবে জীবন-যাপন এসব স্রেফ উপদেশ, কাজের কথা নয়। সততায় পয়সা আসে না, এর জন্য সুযোগ বুঝে অসাধুতার আশ্রয় নিতে হয়।

হঠাৎ তার মেগ-এর কথা মনে পড়লো।

মনে হয় মেগও টাকা রোজগারের ধান্দায় আছে। আলবৎ আছে, নাহলে সেদিন তাকে ডেকে গয়না দেখিয়ে বীমা করতে ডাকত না। এটা তো স্রেফ ভনিতা। আসলে তার কাছ থেকে বীমা কোম্পানিকে ফাঁসাবার দু-একটা কায়দা-কানুন জেনে নেওয়াই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য। না হলে কেনই বা সে তাকে আমন্ত্রণ জানাবে, কেনই বা কায়দা করে বলবে যে বৃহস্পতি আর সোমবার এই দুটো দিন তার স্বামী বাড়ি থাকে না, সে একা থাকে। হা মেগকে দিয়ে কাজ হবে, ওকে হাতে রেখে সবদিক ভেবেচিন্তে এগোতে হবে। এই তার একমাত্র বাঁচার পথ।

তার চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। ধীরে ধীরে সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। সেদিন আর সে ঘুম ভাঙলো না। ঘুম ভাঙলো পরদিন সোমবার।

ফ্রামলের দোকানের সামনে গাড়ি রেখে সে এগুলো।

তার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। পেটের মধ্যে সমানে মোচড় দিচ্ছে।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল অ্যানসন। সে রিসেপশানে জেনে নিল যে ফুলের বিভাগটা কোথায়।

মেয়েটা বলল-লিফটে সোজা নেমে যান। নীচের তলায় একেবারে কোণের দিকে পুষ্প বিভাগ। ফুলের কাউন্টারে প্রচণ্ড ভীড়। সবারই সমান তাড়া, সমান ব্যস্ততা, সবারই কোনো না কোন জরুরী কাজ পড়ে আছে।

অ্যানসন চুপচাপ দাঁড়িয়ে নানারকম পুষ্প দেখতে লাগল। একপাশে জিনিয়া ফুলের কয়েকটা জোড়া, সে দেখেই বুঝলো যে এগুলো বারলো বাড়ির ফুল। নাঃ ফিল বারলো নিঃসন্দেহে গুনী লোক। তার হাতের কাজ খুব সুন্দর।

কাউন্টারের ওপাশে ফুলের মতই সুন্দর চারটে মেয়ে ছোটাছুটি করে খদ্দের সামলাচ্ছে।

বারলো, হ্যাঁ আলবত এই লোকটাই ফিল বারলো ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে অর্ডার-বই এবং পেনসিল। সে মেয়েদের কাজ তদারকি করছে।

কিন্তু এটা কেমন হল। হিসেব তো ঠিক মিলছে না। অমন সুন্দরী অপরূপা স্ত্রী, নিজে সে এমন কুৎসিত কেন?

বয়েস চল্লিশের বেশী ছাড়া কম নয়। এক মাথা ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল। রোগা, বেঁটে, গর্তে ঢোকা দুটো ছোট ছোট কুতকুতে চোখ। চোখের কোণে কালি। পাতলা ঠোঁট। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, বদমেজাজী। খড়্গের মতো তীক্ষ্ণ, বাঁকানো নাক। সুন্দরের মধ্যে শুধু ওর হাত দুখানা। যেমন লম্বা, তেমন সুন্দর হাতের গড়ন, ঠিক যেন শিল্পীর হাত, এছাড়া মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সুন্দরের চিহ্নমাত্র নেই।

অ্যানসন ধীরে ধীরে কাউন্টার ছেড়ে বাইরে এলো। গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে ভাবল নাঃ ভয়ের কিছু নেই। ফিল বারলোর মতো বিরোধী দলের প্রতিযোগীকে কায়দা করতে আমার একেবারেই বেগ পেতে হবে না, একটুও না। তার বুক চিরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

পাশেই এক সারি টেলিফোন বুথ। সে ঢুকে পড়লো একটাতে। টেলিফোন বই দেখে প্রু টাউনের বারলোদের নম্বর পেতে দেরী হলো না।

রিসিভার তুলে সে ডায়াল করলো। ফোন মেগই তুলল। হ্যালো কাকে চাই?

নমস্কার মিসেস বারলো। আমি জন অ্যানসন কথা বলছি?

কে?

এ কিরে বাবা, এর মধ্যেই ভুলে গেলেন নাকি?

জন অ্যানসন, ন্যাশানাল ফাইডেলিটি ইনসুরেন্স-এর জন অ্যানসন। মনে পড়েছে?

আরে ছি ছি! দেখুন কাণ্ড, কিছু মনে করবেন না। আমি এতক্ষণ লিখছিলাম, মনটা তাই অন্য দিকে পড়ে ছিল।

আমি আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো?

না না বিরক্তির কি? আমি তো আজ সকালেও আপনার কথা ভাবছিলাম, আমার গল্পের আইডিয়ার কতদূর কি করলেন।

আপনাকে তো সেই জন্যই ফোন করলাম। একটা জব্বর আইডিয়া মাথায় এসেছে। গল্পের জন্য খুব ভালো একখানা প্লট। ভাবছিলাম যে...

কি ভাবছিলেন?

আচ্ছা আজ রাতে কি আপনার কোন কাজ আছে?

কাজ মানে কয়েকটা জরুরী টেলিফোন করতে হবে তারপরেই কাজ শেষ। সাতটা নাগাদ যদি আপনার বাড়িতে পৌঁছই তাহলে খুব অসুবিধে হবে কি?

না না, অসুবিধে কি? আজ তো আমি সারারাত একলাই থাকবো। আসুন না আজ কিন্তু এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। তারপর বেশ জমিয়ে গল্প-স্বল্প করা যাবে।

অ্যানসনের বুকে হাতুড়ি পেটা শুরু হল। এত জোর শব্দ, মেগ ফোনে শুনতে পাচ্ছে না তো।

ঠিক আছে তাহলে ওই কথাই রইল। সন্ধ্যে সাতটা, ছাড়ছি। আনন্দে-উত্তেজনায় তার হাত কাঁপতে লাগল।

গায়ের রং মাজা, পরনে নীল সার্ট ও সাদা স্ল্যাক্স বেশ সম্ভ্রান্ত গোছের চেহারা, মেয়েটি হেঁটে এসে ফিল বারলোর সামনে দাঁড়ালো। তার নীল চোখের তারায় জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল–আচ্ছা এটা কি ম্যাগনোলিয়া লাগাবার সময়?

বারলোর চোয়াল শক্ত হলো, বুকের স্পন্দন বাড়লো, না আরো কটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের বললে আমরাই লাগিয়ে দিয়ে আসবো, এসব কাজ আমরা প্রায়ই করে থাকি।

বেশ তো তাহলে অর্ডারটা লিখে নিন। মিসেস ভ্যান হার্ভজ, দু-ডজন ম্যাগনোলিয়া। এখানে আমার নামে অ্যাকাউন্ট আছে। টাকা পয়সা যা খরচ হয়, সেই অ্যাকাউন্ট থেকেই নিয়ে নেবেন। যেন দেরী না হয়। বলে আর দাঁড়াল না।

ওপাশে পোষাকের কাউন্টারের দিকে এগুলো। হাঁটার ছন্দে হিল্লোল উঠলো।

বারলো অপলক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

৩.

অ্যানসন ধুলো-ওড়ানো রাস্তাটার প্রায় শেষ প্রান্তে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, নাঃ লোহার দরজা খোলাই আছে, একেবারে হাট করে খোলা। সুতরাং কোন চিন্তা নেই। সে গাড়ি গ্যারেজে তুলল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে ফটকের দরজা বন্ধ করে বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াল।

কড়া নাড়তে হলো না। মেগ যেন অপেক্ষাতেই বসেছিলো, দরজা খুলে দিলো। অ্যানসন ভিতরে ঢুকল। দরজা বন্ধ করে মেগ তার দিকে ফিরলো। বলল একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সাতটা। আমি ভাবছিলাম আবার কি কাজেকর্মে আটকে পড়েন।

অ্যানসনের চোখ তার শরীরে ঘুরে গেল। মেগ দেখে মৃদু হাসল।

বাঃ দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ভেতরে আসুন। বসবার ঘরে দুজন এলো। ঘেরাটোপে ঢাকা মৃদু নীল আলো। ওভার কোট খুলতে খুলতে জন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেগকে দেখলে।

তার পরনে লাল টকটকে চওড়া কলারের সার্ট, যেন রূপের লেলিহান শিখা ধিকিধিকি জ্বলছে। আজ যেন মেগ সেদিনের চেয়ে আরো সুন্দরী, আরো মোহময়ী।

মেগ বলল, চলুন আগে খেয়ে নেওয়া যাক।খিদেয় আমার পেট জ্বলছে, সকাল থেকে লিখছি। আজ দুপুরের খাওয়া খেতেও ভুলে গেছি।

অ্যানসনের খিদে না থাকলেও সে বলল, বেশ তো চলুন না খেয়ে নেওয়া যাক। তা আপনার লেখা কেমন এগালো।

ঐ একরকম। দুজনে একটা টেবিলে খেতে বসলো। খাবার বলতে তেমন কিছু নয়। মাংস, রুটি, হুইস্কি আর দুবোতল সোড়া ও বরফ।

মেগ হেসে বলল, চড়ুইভাতি গোছের আর কি! রায়বানা আবার আমার তেমন আসে না। দুজনে খেতে শুরু করল, কয়েক মিনিট নীরবে কাটলো। মেগ বলল, এবার বলুন আপনি কি ভেবেছেন, আমি তো শুনবো বলে একেবারে মুখিয়ে আছি। এতদিনে জব্বর একখানা গল্প হবে।

অ্যানসন দুটো গেলাসে পানীয় ঢালল। নিজের গেলাসটা তুলে ছোট্ট চুমুক দিলো। বললো, বলছি তবে আগে একটা প্রশ্ন করি মিসেস বারলো, কিছু মনে করবেন না নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার তবু শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে আপনাদের বিয়ে হলো কতদিন হয়েছে?

তা বছর খানেক। এই তো এমাসের শেষে আমাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী। কেন বলুন তো এ প্রশ্ন?

মিসেস বারলো সবার সম্বন্ধে জানতেই আমার ভারী ইচ্ছা। আজ বিকালে আমি ফ্রামলের দোকানে গিয়েছিলাম। আপনার স্বামীকে দেখে এলাম। ভারী ব্যস্ত মানুষ উনি।

তা আর বলতে, সব সময়েই উনি ব্যস্ত। সেই ছোটবেলার পড়া ব্যস্ত মৌমাছির মতো।

গলার স্বরে একটু কি অসন্তোষ ফুটে উঠল। একটু ক্রোধ ঘৃণা, অ্যানসন বললো, দেখুন লোকজন নিয়েই আমার কাজ। কোন কোন সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা বিরাট গরমিল দেখলে আমার চোখে লাগে। এই আপনাদের কথাই ধরুন না। আপনি ওর মতো কোনো একজন পুরুষকে বিয়ে করতে পারেন–অ্যানসন বলে ভাবলো খুব একটা বেশি বলে ফেললাম না তো।

মেগ-এর উত্তর শুনে সে অবাক হল, রক্তে যেন ঝড় বয়ে গেল।

মেগ বলল ভগবানই জানেন কেন যে ওকে বিয়ে করতে গেলাম তখন। মাথাটাই বোধহয় তখন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

অ্যানসন তার দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে রইল। মুখ নীচু করে সে খেতে লাগল। কয়েক মিনিট সব চুপচাপ, হঠাৎ মেগ মুখ তুলে তাকালো অ্যানসনের দিকে। একি আপনি খাচ্ছেন না।

আর খাওয়া, খাওয়া তার মাথায় উঠে গেছে।

সে বলল, পেটটা তেমন ভাল নয়, আর খেতে ইচ্ছে করছে না।

বেশ তাহলে একটু হুইস্কি নিন। নাকি অসুবিধা আছে।

না, হুইস্কিও ভাল লাগছে না।

আপনি তাহলে উঠে পড়ুন আগুনের কাছে গিয়ে সোফায় বসুন, আমার এই হয়ে এল বলে।

অ্যানসন সোফায় এসে বসল ভাবল মেগ-এর কথা, সে বলেছে কেন যে ওকে বিয়ে করতে গেলাম ভগবান জানেন। তখন বোধহয় আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছিল।

এটা কি একটা ইঙ্গিত? মনের চাপা-বেদনার প্রকাশ? অ্যানসন কি এরই অপেক্ষায় ছিলো?

মেগ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল যে আমি স্বামী সম্বন্ধে এমন বললাম শুনে আপনার হয়তো খারাপ লাগল। কথার পিঠে কথা এলো তাই বললাম। আসলে বড় দুঃখে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে এল। ও বড়লোক নয়, ও দেখতে সুন্দর নয়। মাথায় কেবল ওর ওই এক চিন্তা,বাগান আর বাগান। অদূর ভবিষ্যতে নিজে একটা ফুলের নার্সারী করবে। ফুল বিক্রী করে ধনী হয়ে যাবে রাতারাতি।

তা নার্সারিই করুন, আর দোকানই করুন, টাকা তো চাই। মুরোদ তো নেই আধ পয়সার, তিন হাজার ডলার আসবে কোত্থেকে।

কিন্তু তিন হাজার ডলার দিয়ে কি হবে? অত কমে হলে তো যে কেউ এই ব্যবসা খুলে। বসতো।

যেমন ছোট মন, বড় কিছু ভাবতেও বুক ধড়ফড় করে। আমিও তো বলেছিলাম যে এত কম টাকায় কিছু হবে না। তা আমায় ধমকে থামিয়ে দিল।

কিন্তু কেন আপনি ওকে বিয়ে করলেন, কিসের আশায়?

মেগ অনেকক্ষণ চুপ করে বলল, ভাগ্যের ফের ছাড়া আর কি বলুন। তখন তো ভেবেছিলাম অনেক কিছুই ওর টাকা আছে, বাড়ি আছে, চাকরীকরে,ব্যাস মেয়েদের আর কি চাই। বিয়ে করলাম, কিন্তু এখন বুঝছি যে আমি কি ভুল করেছি। তখন তো বুঝিনি। জানেন মিঃ অ্যানসন এর থেকে আমি বিধবা হলেও ভাল হত। ওর কবল থেকে মুক্তি পেতাম। মেগ মাথা নীচু করলো, চোখের কোনে অবিন্দ চিকচিক করে উঠলো।

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। মুখ নীচু করে মেগ খেতে লাগল। তারপর কাটা-ছুরি নামিয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল বলল, দেখুন কখন কাকে কেন ভাল লাগে কেউ রলতে পারে না। যেমন আমাকে আপনার ভাল লেগেছে, কেন লেগেছে, কি জন্য?

অ্যানসনের হাতের গেলাস চলকে খানিকটা পানীয় মাটিতে পড়ল। সে এরকম সোজাসুজি প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিল না। সে একটু ইতঃস্তত করে বললো–আমার ভাল লেগেছে কারণ আপনি সুন্দরী, অপরূপা।

মেগ হাসলো, তার শরীরে হিল্লোল খেলে গেল। সে বলল, আপনিই প্রথম পুরুষ যিনি আমার সম্বন্ধে এমন প্রশংসা করলেন। এমন করে আর কেউ বলেনি, আমার স্বামীও নয়।

বলেনি তো ভারী বয়েই গেল, এই তো আমি বললাম, ব্যাস যথেষ্ট নয় কি?

অমন করে বলবেন না, আপনিও কি কম সুন্দর? পুরুষদের এমন চেহারাই আমার ভাল লাগে।

অ্যানসনের বুক থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। সে লাল মুখ করে বলল–যেদিন আপনাকে প্রথম দেখি সেদিন থেকেই মনে হয়েছে, আপনি অপূর্ব, আপনি অতুলনীয়। সত্যি কথা বলতে কি, এ কদিন সমানে শুধু আপনার কথাই ভেবেছি অন্য কিছু ভাবার সময়ই হয়নি।

মেগ টেবিলের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরালো তারপর বলল যে এরকমই। হয়, আমার মনের অবস্থাও এমনই ছিল একদিন। জন ওঃ তোমাকে দেখে আমি আর পারছি না। আমি পারছি না।

এরপর মেগ দুহাত বাড়িয়ে অ্যানসনের দিকে এগিয়ে এল। অ্যানসন উঠে এসে তাকে আলিঙ্গন করল। মেগও তাকে দু-হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

কাঠের একটা বড় টুকরো দপ করে জ্বলে উঠল। ঘর উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল। মেগ উঠে বাল, তারপর অগ্নিকুণ্ডে আরও কয়েক টুকরো কাঠ গুঁজে দিল।

সে অ্যানসনের দিকে তাকিয়ে বলল–একটু ড্রিঙ্কস চলবে।

নাঃ এখন ভাল লাগছেনা, তুমি আমার কাছে এস মেগ। মেগ গেল না। আগুনটা উসকে দিল।

কটা বাজে দেখেছে। না বেজে গেছে। আজ রাতটা তুমি থাকবে তো।

থাকবো।

মেগ একটা সিগারেট ধরিয়ে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, এবার বলো তুমি কি গল্প ভেবেছো?

অ্যানসন মুখ তুলে কড়ি কাঠ শুনল। তার মন পরিপূর্ণ সুখী। এত সুখ সে জীবনে পায়নি। মেগ-এর দেহের কোষে কোষে ভরা রোমাঞ্চ।

মেগ বলল, কই বল তোমার গল্পটা শুনি। অ্যা

নসন বলল, বলছি আগে একটু হুইস্কি দাও গলাটা ভিজিয়ে নিই।

মেগ দুটো গেলাসে হুইস্কি ঢালল। একটা নিজে নিল, আর একটা দিল অ্যানসনকে।

অ্যানসন বলল সাজিয়ে-গুছিয়ে গল্প বলার অভ্যেস নেই। মোটামুটি ঘটনাটা তোমাকে বলি তারপর তুমি সাজিয়ে নিও, গল্পটা এইরকম–

এক বীমা কোম্পানির সেলসম্যান হচ্ছে নায়ক। তার ভীষণ টাকার দরকার। একদিন কাজে বেরিয়ে তার সঙ্গে একটা মেয়ের দেখা হল। আর প্রথম দর্শনেই প্রেম,দুজনেই দুজনকে ভালবেসে ফেলল। মেয়েটি বিবাহিত কিন্তু অসুখী। সে তার স্বামীকে চাপ দিল জীবনবীমা করাতে। এদিকে সে আর তার প্রেমিক দুজনে মিলে বেচারা স্বামীটিকে খুন করার মতলব আঁটল। কী ভাবে কি করলে বীমার টাকা পুরো হস্তগত হবে সেই

সেলস্ম্যানটির কণ্ঠস্থ। তাই ঝামেলা কিছু হল না। স্বামী মরল টাকাও পাওয়া গেল। এবং সেই প্রেমিক-প্রেমিকা বিয়ে করে সুখে দিন কাটাতে লাগল। এই হল গল্পের ছক এবার তোমার কলমের জোরে এটাকে আকর্ষণীয় করার ভার তোমার, এখন বল কেমন লাগল গল্পটা।

মেগ লোহার শিকটা তুলে নিয়ে আগুনটা একবার খুঁচিয়ে দিল। মৃদু স্বরে সে বলল, ভালো তবে ততটা বাস্তব নয়। কারণ তুমিই আগের দিন বলেছিলে যে বীমা কোম্পানিকে ঠকানো সহজ নয়। তাহলে এরা দুজনে ঠকাবে কিভাবে?

সহজে কি আর পারবে, বড় কঠিন কাজ। কিন্তু একটা সুবিধে যে নায়ক বীমা কোম্পানিতে কাজ করে। তাই তেমন একটা অসুবিধে হবে না। বরং সে আছে তাই ব্যাপারটা সুবিধেই হবে।

কিন্তু তাহলেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। একটা কথা কিন্তু ভুললে চলবে না কারণ পাঠকরা আজকাল আর বোকা নয়। সবকিছু খুঁটে খুঁটে বিচার করে তবেই তারা ক্ষান্ত হয়। তোমার গল্পে আছে স্বামীকে-স্ত্রী বীমা করাতে চাপ দেবে। সে দেবে আর স্বামীই বা বীমা করবে কেন ধরো ফিল–আমার স্বামীই গল্পের স্বামী, এবং আমি তার স্ত্রী, যতদূর জানি ফিল মরে গেলেও বীমা করবে না, কিছুতেই না।

এত জোর দিয়ে তুমি কিছু বলতে পারো না মেগ। গল্পের বাঁধুনি বা উপস্থাপনার ওপরই আগাগোড়া ব্যাপারটা নির্ভরশীল। দাঁড়াও বিষয়টা তোমাকে ভালো করে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দি। ধরো আমি সেই বীমা কোম্পানির সেলম্যান। কি পছন্দ তো?

হা হা, অপছন্দ হওয়ার কি আছে।

বেশ। আমি যদি সেই সেলসম্যান হই, তাহলে তুমি একরকম নিশ্চিন্ত থাকতে পারো মেগ তোমার স্বামীকে আমি বীমা করাতে বাধ্য করবোই করবো। হ্যাঁ আলবৎ তাকে আমি বোঝাবই অন্য ভাবে, অন্য কায়দায়।

কায়দাটা কি?

কেন, এত জলের মতো সোজা, আমি বোঝাববীমা করলে তার সুবিধে হবে। বীমার পলিসি ব্যাঙ্কে জমা রেখে সে লোন নিতে পারবে। ব্যাস কেল্লা ফতে। ও বরং তখন আমার হাতে পায়ে ধরবে বীমা করিয়ে দেবার জন্য।

মেগ বলল বাবা, এতোও আছে তোমার মাথায়! যাক একটা বড় চিন্তা গেল।

দাঁড়াও দাঁড়াও এই তো শুরু। আরো আছে, তা রীমা সে করবে কিন্তু কত টাকার। মন হোট তাই ভাবনা চিন্তাও ছোট। মেরে কেটে বড় জোর পাঁচ হাজার ডলারের বীমা করবে সে। তাছাড়া তিন হাজার ডলার ধার পাবার জন্য পাঁচ হাজার ডলারের বীমাই যথেষ্ট। কিন্তু ধার টার নিয়ে সে যদি হঠাৎ একদিন পটল তোলে তাহলে, সবমিলিয়ে তোমার হাতে কত আসছে?

মেগ বললো, কতো?

কতো আবার সব মিলিয়ে দেড়-দুহাজার। দুচো মেরে হাত গন্ধ। আমাদের দুজনের অন্ততঃ .. হাজার পঞ্চাশেক চাই। তার কমে আমার চলবে না।

হ্যাঁ তা ঠিক কিন্তু...

কিন্তু মজাটা এই আমি তোমার স্বামীকে করাবো পঞ্চাশ হাজারের বীমা, অথচ সে তার বিন্দু বিসর্গও জানবে না। সে জানবে যে তার বীমার মূল্য মাত্র পাঁচ হাজার ডলার।

অ্যানসন গর্বভরা দৃষ্টি নিয়ে মেগ-এর দিকে তাকাল। মেগ তার দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে সে বলল যে গল্পটা এবার বেশ জমে উঠেছে। আচ্ছা ধরেই নেওয়া যাক যে ফিলের নামে পঞ্চাশ হাজারের বীমাই করানো হল কিন্তু তারপর কি হবে।

অ্যানসন প্রমাদ গুনল এবারই যা কিছু কারিগুরি। এখনকার ঘটনা বেশ, ভেবেচিন্তে বলতে হবে।

হাতের গেলাস নামিয়ে অ্যানসন সিগারেট ধরালো। বলল, দেখো মেগ এখন বরং আমাদের নামধামগুলো বাদ দাও। এগুলো এজন্য বলছিলাম যাতে কাহিনীটা সহজেই তোমার বোধগম্য হয়। যেটুকু বলেছি আশা করি ভালভাবেই বুঝতে পেরেছ। এবার ভেবে নাও ফিল নয় একজন লোক বীমা করিয়েছে পঞ্চাশ হাজার ডলারের। এখনও সে জানে না, তার স্ত্রীর সঙ্গে বীমা কোম্পানির সেই সেলসম্যানটির সম্পর্ক গভীর, তারা দুজনে মিলে কি চক্রান্তই না করেছে।

তারপর?

এখন এদের দুজনের অনেক টাকার দরকার। স্বামী বেচারা মরলে স্ত্রীর হাতে নগদ করকরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার আসবে। আগে থেকেই ঠিকঠাক, টাকাটা দুজনে মিলে সমান ভাবে ভাগ করে নেবে। কিন্তু কি আপদ, স্বামী যে ছাই মরেও না। এরা দুজন তাই ভাবতে বসল। ভাবতে ভাবতে একসময় ঠিক হল যে স্ত্রীকে স্বামীর কবল থেকে মুক্তি পেতেই হবে। তবে এটা তো ঠিক যে স্বামীর সাধারণভাবে মরলে চলবে না সে যে দুর্ঘটনায় পড়ে মরেছে, এটা প্রমাণ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এও প্রমাণ করতে হবে যে স্বামীর এই হঠাৎ মৃত্যুর পিছনে স্ত্রীর কোন হাত নেই।

মেগ প্রশংসার দৃষ্টিতে অ্যানসনের দিকে তাকাল। বলল বাব্বা মাথা খাটিয়ে বেশ তত বের করেছে। তারপর কি হবে?

তারপর ধরে নাও যে স্বামীটার একটা খুব সুন্দর বাগান আছে বাগানে একটা ছোট পুকুর আছে। একদিন এক শনিবার বিকালে লোকটার বউ গেছে শহরে বাজার করতে। দেখে গেছে স্বামী বাগানের কাজে ব্যস্ত। ফিরে এসে দেখে যে স্বামী পুকুরের পাশে রাখা একটা মই থেকে পুকুরে পড়ে গেছে। তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগার জন্য আর জল থেকে উঠতে পারে নি। সেভাবেই সে মরে পড়ে আছে। আসলে সে কিন্তু অন্যভাবে মরেছে। স্ত্রী যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে সময় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই সেলম্যানটি বাড়িতে চুপিচুপি ঢুকে স্বামীর মাথায় শক্ত একটা লাঠি দিয়ে আঘাত করে তারপর তাকে পুকুরে ডুবিয়ে সরে পড়েছে ব্যস কেল্লা ফতে।

অ্যানসন আর মেগ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর মেগ ধীরে ধীরে বলল, কিন্তু তোমার সেই লোক, সেই ম্যাডক্স না কি যেন তার নাম, তাকে কিভাবে ফাঁকি দেওয়া হবে?

অ্যানসন গেলাসে দীর্ঘ চুমুক দিলো। ভাবলো, না আর কোনো চিন্তাই নেই। মেগ আমার সঙ্গে সহযোগীতা করবেই। ম্যাডক্স-এর নাম বলে সে কাহিনীটাকে বাস্তবের দিকে হঠাৎ মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। মেগ স্বামীর কবল থেকে মুক্তি চায়, সে স্বামীর জীবনের বিনিময়ে অর্থোপার্জন করতে তার এতোটুকু আপত্তি নেই।

ম্যাডক্স, হ্যাঁ তাকে ভুললে চলবে না, তার ক্ষুরধার বুদ্ধিকে ছোট করে দেখলে চলবে না। লোকটা ভয়ঙ্কর, তবু তার ভাবনা-চিন্তার একটা নির্দিষ্ট পথ বা ধারা আছে। সে কি ভাববে! সে ভাববে স্বামী এবং স্ত্রী, স্বামী পঞ্চাশ হাজার টাকার বীমা করিয়ে হঠাৎ একদিন মারা গেল। আচ্ছা স্ত্রীটি আসলে কেমন, এ ভাবেই শুরু হবে তার চিন্তা। তোমার কিন্তু স্বামীর মৃত্যুকালীন সময়ের। একজব্বর আলিবাই থাকা চাই। প্রথমেই সাক্ষ্য প্রমাণ সহকারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে ম্যাডক্সকে প্রমাণ করে দিতে হবে যে স্বামীর মৃত্যুতে তোমার কোন হাত নেই। একবার যদি এ বিশ্বাস তার মনে আনা যায় তাহলে টাকা পেতে আর কোনো অসুবিধে হবে না। বাকীটুকু যা করার আমিই করবো।

তাহলে আমি যখন প্রু টাউনে বাজার করতে যাবো তখন তুমি সামলাবে ফিলকে, কি তাইতো? মেগ বলল।

অ্যানসন চমকে উঠল মেগ-এর কণ্ঠস্বরে এতোটুকু চাঞ্চল্যের চিহ্ন নেই।

হ্যাঁ, আপাততঃ এই। এক চুমুকে গেলাসের হুইস্কিটুকু নিঃশেষ করে সে গেলাস নামালো, উঠে বলল কি আইডিয়াটা তোমার পছন্দ হয় তো?

ধীরে ধীরে চোখ তুললো মেগ, অ্যানসন-এর চোখে তার দৃষ্টি স্থির হল। খুব ভালো আইডিয়া জন, খুব ভালো। জন তুমি যদি জানতে গত একটা বছর কিভাবে আমি কাটিয়েছি। কিভাবে এই এক বছরে ফিল আমার সব স্বপ্ন, সব আশা, সব সুখ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। আমি নিষ্কৃতি চাই জন, ওর কবল থেকে মুক্তি চাই। দু-হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মেগ।

অ্যানসন তার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে তার চুলে মুখ রাখলো, ফিসফিস করে বললো, মুক্তি তুমি পাবে মেগ, টাকাও পাবে। আমারও টাকার দরকার, টাকা দুজনে ভাগ করে নেবো, এই বলে মেগকে জড়িয়ে ধরলো।

মেগ বলল-চলো আমরা দোতলায় যাই।

অ্যানসন উঠে দাঁড়াল বলল চলল। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে ভাবলো মেগ কত সহজেই রাজী হল। আচ্ছা মেগ কি আগে থেকেই তার স্বামীকে খুন করার কথা ভাবছিল।

তার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল।

নীচের তলায় কোথায় যেন ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো। খোলা জানালা দিয়ে এক চিলতে ভোরের রোদ যেন হামাগুড়ি দিল। অ্যানসন শোবার ঘরের চারিদিকে চোখ বোলাল।

বাড়ির বাইকের মতো এ ঘরটাও নোংরা অগোছালো। দারিদ্রের ছাপ দেয়ালে, সিলিংয়ে, দরজায়, কড়িকাঠে, সর্বত্র। একমাত্র ব্যতিক্রম মেগ, ভোরের আলোয় তাকে আরো সুন্দর আরো মনোহারী লাগছে।

অ্যানসন দু-হাতে মেগকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর বলল ওঠো।

মেগ বলল উঠতে ইচ্ছে করছে না। মনে হয় সারাজীবন এভাবে শুয়ে থাকি।

আমারও। আচ্ছা মেগ তুমি আমাকে সাহায্য করবে তো? এ কিন্তু তোমার গল্প নয় যে কল্পনায় পুরো ব্যাপারটা ঘট খাবে।

জানি সব ভেবেই আমি রাজী হয়েছি। এভাবে আমি আর পারি না। আমার টাকা চাই অনেক টাকা।

আমি জানি তুমি আপত্তি করবে না কিন্তু মেগ, যতটা সোজা তুমি ভাবছো, ততটা সোজা কিন্তু নয়, অনেক কিছু ভাবতে হবে আমাদের। খতিয়ে দেখতে হবে। সবে খসড়াটা আমরা ভেবেছি, শুরু করলে দেখবে কত ঝঞ্ঝাট।

দাঁড়াও বাপু! মেগ উঠে বসলো, আগে একটু কফি নিয়ে আসি। কফি খেতে খেতে কথা বলবো। এ সুযোগ হয়তো আর হবে না। এতে নিরিবিলি, তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি চট করে দু কাপ কফি করে নিয়ে আসি।

অ্যানসন ভাবলো মেয়েটা মন্দ বলেনি। কাজ শুরু হলে দেখা সাক্ষাতের বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। ম্যাডক্স যদি কোনোক্রমে জানতে পারে যে তারা প্রেমিক প্রেমিকা, তাহলে কানাকড়িও পাওয়া যাবে না উল্টে ঝামেলার একশেষ হবে।

নীচের তলায় মেগের ব্যস্ত পদসঞ্চার শোনা গেল। একটু পরে দুকাপ কফি নিয়ে সে ঘরে ঢুকলো, একটা কাপ অ্যানসনকে দিয়ে আর একটা নিজে নিয়ে বসলো বিছানার একপাশে। সে বলল, তোমার কি মনে হয়, আমরা দুজন পারবো?

অ্যানসন মনে মনে যথেষ্ট অবাক হলো। কি আশ্চর্য! মেয়েটার ভঙ্গিতে এতোটুকু চাঞ্চল্য নেই, যেন স্থির বিশ্বাসে দাবা খেলতে বসেছে সে। সে ভাবছে ব্যাপারটা গল্প লেখার মতোই ছেলেখেলা। সব একেবারে ছিমছাম, সাজানো-গোছানো। নাঃ ওকে সতর্ক করে দেওয়ার দরকার নেই। বিপদের আঁচ আগে থেকেই দেওয়া দরকার।

অ্যানসন অন্য দিকে তাকাল, দেখো পারবোই যে একথা তেমন জোর দিয়ে বলতে পারি না, তবে সময় লাগবে। ভালো করে প্রতিটা পদক্ষেপ ভেবে ঠিক করতে হবে। তবে একটা কথা আমার জানা চাই যে স্বামীর মৃত্যু ঘটিয়ে তুমি লাভবান হতে চাও কি না?

মেগ অধৈর্য স্বরে বললো, আমি তো বলেইছি, আমি আছি তোমার সঙ্গে, আমি রাজী।

কিন্তু বুঝতে পারছ তো আমরা কি সাংঘাতিক কাজ করতে যাচ্ছি। আমরা কিন্তু খুন করতে যাচ্ছি।

আমি জানি, মেগ বললো খুনে আমার কোন ভয় নেই। তোমার আছে নাকি?

হ্যাঁ আছে।

অন্য কারো ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারি না, তবে ফিল মরলেই আমার শান্তি। আমার মুক্তি।

কেন তুমি তো ওর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদও করতে পারতে।

তাতে আমার কি লাভ হতো, বড়জোর দুবেলা দুমুঠো খাবার আর মাথার ওপর ছাউনি ব্যস। কিন্তু না এত অল্পে আমার শান্তি নেই, আমি ওকে শাস্তি দিতে চাই, কঠোর শাস্তি। গত একবছর ধরে ও আমাকে জ্বালিয়েছে, তুমি ভাবতে পার রাতের পর রাত গেছে যন্ত্রণায়, দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি। ওর শাস্তি চাই আমি। ও মরুক।

এতক্ষণে অ্যানসন নিশ্চিন্ত হলো, স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো সে। তাহলে এই ব্যাপার, এই কারণেই মেগ তার স্বামীকে খুন করতে চায়।

কিছু মনে কোরো না মেগ, আমি জানতাম না যে তোমার সঙ্গে তোমার স্বামী এমন নিষ্ঠুর আচরণ করে। জানলে তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম না। ঠিক আছে তাহলে আর চিন্তার কিছুই নেই, তোমার স্বামীই হবে আমার দাবার বোড়ে। এখন থেকে তাহলে ভাবনা চিন্তা শুরু করে দাও। আমি যা যা বললাম ভেবে দেখো হয়তো কোথাও আমার ভুল হয়েছে, কিছু হয়তো এড়িয়ে গেছি আমি। তোমার কাছে হয়তো তা ধরা পড়লেও পড়তে পারে। সবটুকু একেবারে নিখুঁত হওয়া চাই। ফেঁসে গেলেই গণ্ডগোল, জুরীরা কিন্তু তোমার

চাঁদপানা মুখের দিকে তাকিয়ে দণ্ড মকুব করবে না। মনে রেখো খুনী আর খুনীর আসামী দুজনেই সমান অপরাধী।

কিন্তু ধরা পড়বো কেন? আর ভুলই বা হবে কেন? খুনটা বড় অদ্ভুত অপরাধ মেগ। বেশ ভেবে-চিন্তে কোথাও কোনো গাফিলতি না রেখে তুমি একটা খুন করলে। তবু কি যেন হয়ে গেলো, ব্যস, আর দেখতে হবেনা। একটা ভুলই তোমাকে গ্যাস চেম্বারে ঢোকাবার পক্ষে যথেষ্ট।

তোমার যত সব উদ্ভট কথা। কাপ সরিয়ে রেখে মেগ একটা সিগারেট ধরালো। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে।

বেশ বেশ বিশ্বাস থাকা ভালো, এখন তিন হাজার ডলার আমার দরকার তুমি পারবে দিতে।

আমি তিন হাজার কেন, তিন ডলারও আমার নেই। হাত খরচ যা দেয় তার থেকে মাসে একটা ডলারও সরিয়ে রাখতে পারি না।

অ্যানসন জানতো, তবু একবার বাজিয়ে দেখলো। বললো ঠিক আছে দরকার নেই, আমিই যেমন করে তোক ব্যবস্থা করে নেবো, যেভাবেই হোক।

মেগ বলল কিন্তু তিন হাজার ডলার নিয়ে তুমি কি করবে?

কি করবো। নাটকীয় ভঙ্গিতে গায়ের চাদর সরিয়ে নাভির কাছে তিন রঙা দাগটা সে মেগকে দেখালো। এই দেখো।

একি! কি হয়েছে জন কিভাবে এমন হল।

শোনন তাহলে এই বলে অ্যানসন, গেলার হেগান, জো ডানকান এবং স্যাম বার্সস্টেন-এর ঘটনা আগাগোড়া মেগকে শোনাল, তারপর চোখ নামালো, বড় মুশকিল মেগ, বড় ঝামেলা। কত কি করেছি কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। এখন তুমি আমার সাথী, এক অপদার্থের জীবনের বিনিময়ে আমাদের দুজনের চেষ্টায় আমার সে স্বপ্ন এবার সার্থক হবে।

জো ডানকান তো তোমার কাছে এক হাজার ডলার পাবে, তোমার তিন হাজার ডলারের কি দরকার?

বাঃ তোমার স্বামীর বীমার প্রিমিয়াম দিতে হবে না। পঞ্চাশ হাজারের বীমার এক বছরের প্রিমিয়াম দুহাজার ডলার। প্রথম প্রিমিয়াম না দিলে একটা আধলাও পাওয়া যাবেনা। তাই আমার দরকার নি হাজার ডলার, যেভাবে হোক টাকাটা আমাকে জোগাড় করতেই হবে। চুরি করতে হয় করবো, ডাকাতি করতে হয় করবো, দরকার হলে খুনও করবো।

কি সব আবোল-তাবোল বক, চুরি করবে কেন? তা চাইলে কেউ আমার মুখ দেখে তো আর তিন হাজার ডলার দেবে না, তাই চুরিই একমাত্র উপায়। না না ভয়ের কিছু নেই। চুরি করতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না। সব আমি আগে থেকে ভেবে ঠিক করে রেখেছি। আচ্ছা ভালো কথা, তোমার স্বামী ব্যবসা-ট্যবসা করতে পারবে তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ তা পারবে। একদিকে তার জন্য লালসা আর একদিকে তার ফুল বাগান, না এদিকে কোন অসুবিধে নেই।

বেশ এবার বলতে যদি কোনো কাগজে তাকে সই করতে বলা হয় তাহলে কি সে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়বে? কারণ একধরণের লোক আছে যারা পড়া-টড়ার ধার ধারে না, সই করেই খালাস আর এক ধরণের লোক আছে যারা খুঁটিনাটি সব পড়ে তারপর সই করে। তোমার স্বামী কি ধরণের?

না তা নয় তবে ও পলিসিতে সই-ই করবে না। কি করবে না করবে তা তো পরের কথা। এখন বলতে তিন বা চারখানা পলিসির নকলে যদি তাকে সই করতে বলা হয় সে কি করবে? সব কটাই কি খুটিয়ে পড়বে?

না তা দেখবে না। সে রকম লোক নয়।

ব্যস ব্যস যথেষ্ট, আমার আর কিছু জানার নেই। মেগকে জড়িয়ে ধরে বললো তাহলে তুমি আমার সঙ্গে থাকছো, আমাকে সাহায্য করছো, তাই তো। ভেবে দেখো একবার নামলে আর ফেরবার জো নেই।

মেগ অ্যানসনের চুলে বিলি কাটতে কাটতে বললো আমাকে নিয়ে এখনও তোমার মনে সন্দেহ কেন মেগ, আমি তো বলেইছি, আমি আছি, তোমার পাশে সব সময় আমাকে পাবে। ব্যস্, আর কি? টাকা আমার চাই কিন্তু তোমাকেও চাই, টাকা বা তোমার জন্য আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করতে রাজী।

আবেগে-আবেশে অ্যানসন চোখ বুজল। মেগ-এর শরীরের উত্তাপ তার শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিল। এমন পরিবেশে সাধুরাও বোকা হয়। অ্যানসনও বোকামী করল।

টোস্টও সেঁকতে গিয়ে পুড়ে গেছে, ডিমও সেদ্ধ হয়নি অ্যানসন তাই কোনো মতে চিবোতে চিবোতে দেওয়ালে ঝোলানো একটা বাঁধানো সার্টিফিকেট দেখিয়ে মেগকে জিজ্ঞেস করলো ওটা কি? কার সার্টিফিকেট?

মেগ তার সামনের চেয়ারে বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। সময় সকাল আটটা। একটা সবুজ রঙের গাউন পরেছে মেগ। চুল মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা। সারা দেহে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। তবু যেন তার সৌন্দর্য বেড়েছে, ম্লান হয়নি।

ওটা ফিল এর। মেগ বলল ওটা নিয়ে ওর খুব গর্ব। রাইফেল স্যুটিং করে কোথায় যেন ফাস্ট হয়েছিল একবার, তারই সার্টিফিকেট।

অ্যানসন চেয়ার ঠেলে উঠে দেয়ালের কাছে গেল। প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রশংসাপত্রটি পড়লো। প্রু টাউনের স্মল গার্মস অ্যান্ড টারগেট ক্লাব ৩৮ রিভলবার স্যুটিংয়ে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য ফিলিপ বারলোকে এই প্রশংসাপত্রখানি দিচ্ছে।

অ্যানসনের কপালে চিন্তার বলিরেখা ফুটে উঠল। ফিরে এসে চেয়ারে বসে কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর সে মেগকে বলল তাহলে তোমার স্বামী অ্যাটিং-এ ওস্তাদ।

এককালে হয়তো ছিল। এখন আর ওসব করে না। বিয়ের পর থেকে এ পর্যন্ত কোনদিন তো দেখলাম না রিভলবার হাতে নিতে। এখন তো শুধু বাগানের শখ।

তাহলে তোমার স্বামীর একটা রিভলবার আছে?

আছে। কিন্তু এসব প্রশ্ন করছ কেন?

রিভলবারটা কি এই বাড়িতেই আছে?

হ্যাঁ, ঐ তো আলমারির দেরাজে আছে।

একবার দেখাবে?

দেখবে কেন? কি দরকার ওটা দেখার?

আগে জিনিসটা দেখে নিই তারপর কি দরকার বলছি।

মেগ কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে আলমারির ড্রয়ার থেকে একটা কাঠের বাক্স এনে টেবিলের ওপর রাখলো।

বাক্স খুলে অ্যানসন রিভলবারটা নিল। পুলিসের ব্যবহার্য ৩৮ বোরের ছোট রিভলবার। এক বাক্স কার্তুজও বাক্সে আছে।

চেম্বার ফাঁকা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আগাগোড়া কারিগুরিটুক দেখলো, অ্যানন। তারপর মুখ তুললো, এখন আর এটা সে ব্যবহার করে না তাইতো?

বললাম তো বিয়ের পর থেকে এ অবধি একদিনের জন্যও ওকে এটা আর হাতে নিতে দেখিনি। কিন্তু কেন, তোমার কি দরকার?

আচ্ছা মেগ রিভলবারটা যদি আমি একদিনের জন্য আমার কাছে রাখি তাহলে তোমার কি খুব অসুবিধে হবে?

কিন্তু কেন এটা তোমার কাছে রাখবে?

বল না অসুবিধে হবে কি?

না অসুবিধে কিসের কিন্তু কারণটা আমাকে বলতে হবে।

মাথা খাটাও ভাবো, ভেবে দেখো। রিভলবারটা পকেটে ঢোকাল, অ্যানসন বলল আমাকে তিন হাজার ডলার জোগাড় করতে হবে বুঝেছ?

মেগ ভাবলেশহীন চোখে অ্যানসনের দিকে তাকিয়ে রইল।

কার্তুজের বাক্স থেকে ছটা কার্তুজ তুলে নিল অ্যানসন, পকেটে রাখলো।

দীর্ঘ নীরবতা, কেউ কোন কথা বললো না। ধীরে ধীরে অ্যানসন মেগের দিকে এগিয়ে এলো। তারপর তাকে আলিঙ্গন করলো।

৪.

বেলা পড়ে এলে অ্যানসন গাড়ি চালিয়ে সোজা এলো ব্রেন্ট হাইওয়ের ক্যালটেক্স সার্ভিস স্টেশনে। বেয়ারাকে ট্যাঙ্ক ভর্তি করে তেল দিতে বলে অফিস ঘর পেরিয়ে সে ঢুকলো গিয়ে বাথরুমে। ইচ্ছে করেই দরজা বন্ধ করলো না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অফিস ঘরটা দেখতে লাগল।

ঢোকার দরজার সোজাসুজি দেয়াল ঘেঁসে ডেক্সের পাশে ফাইলপত্র রাখার ক্যাবিনেট, তার পাশেই পুরোনো ধাচের এক বিরাট লোহার সিন্দুক। রাস্তার দিকের দেয়াল জোড়া দুটো জানলা।

সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে সোজা এগোলো গাড়ির দিকে। তেল ভরা শেষ হয়েছে। ব্যাগ খুলে টাকা মিটিয়ে দিতে দিতে অ্যানসন বললো, তোমাদের পেট্রল পাম্প তো সারাদিন খোলা থাকে তাই না?

হ্যাঁ থাকে। রাতে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য আমি বাড়ী যাই। আমার সাকরেদ হ্যারি তখন এ দিকটা সামলে নেয়।

অ্যানসন কয়েক মাস আগে ম্যানেজারকে ভজিয়ে-ভাজিয়ে পাম্পের নামে একটা অগ্নিবীমা করাতে এখানে এসেছিল। ম্যানেজার কথায় কথায় সেদিন তাকে জানিয়েছিল সে সিন্দুকে সব সময় নগদ তিন থেকে চার হাজার ডলার মজুত রাখে। বারলোর

বাড়িতে রিভলবারটা হাতে নিয়েই তার মনে পড়েছিল, এই পাম্পের কথা, তিন হাজার ডলারের ঘাটতি পূরণের জন্য এরকম আদর্শ স্থান আর দুটো নেই।

অ্যানসন ভাবল আশ্চর্য, চুরির কথা ভাবছি। মন আমার এতটুকু বিচলিত হচ্ছে না। ভয় হচ্ছে না একবারও। অবশ্য হবেই বা কেন পকেটে রিভলবার থাকলে আর ভাবনা কি?

ভোর চারটে নাগাদ আসাই ঠিক হবে। ওর সেই সাকরেদ ছোকরা কি যেন নাম হাঁ হ্যারি সে তখন একলাই থাকবে। তাকে রিভলবার দিয়ে ভয় দেখিয়ে সিন্দুক খুলতে বাধ্য করা হবে। ব্যস্ তারপর আর কে দেখে। জো ডানকান-এর মুখ বন্ধ করা যাবে, ফিল বারলোর প্রথম বছরের প্রিমিয়ামের টাকারও একটা সুরাহা হবে। সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত, ঝামেলার আর কোন কারণই থাকবে না।

মার্লবোরো হোটলে ফিরে নিজের কামরায় ঢুকলো অ্যানসন। দরজা বন্ধ করে বিছানার ওপর বসে রিভলবারটা পকেট থেকে বের করলো। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো। ছটা কার্তুজ চেম্বারে ভরলো, তারপর রিভলবারটা সুটকেসে রেখে সে উঠলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা গেল হোটেলের পানশালায়। পরপর দুগ্লাস হুইস্কি টেনে শরীরটা বেশ চাঙ্গা হল। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে সে গেল রেস্তোরাঁয়। অ্যানসন ডিনার টেবিলে বসে খাবারের অর্ডার দিল। খাবার এলে সামান্য কিছু খেয়ে প্লেট সরিয়ে সে এক বোতল ক্লারেট আনতে বললো। টকটকে লাল রঙের পানীয়ের দাম নিতান্ত কম না। তবু সে অর্ডার দেবার সময় দামের কথা বিবেচনা করেনি কারণ পানীয়টার প্রতি

তার কোন আগ্রহ না থাকলেও আসল আগ্রহ বোতলের ছিপিটার ওপর। বোতলের শোলার ছিপিটা কাজে আসবে।

অ্যানসন বিল মিটিয়ে নটা নাগাদ উঠে পড়লো। ছিপিটা পকেটে পুরলো। বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুতে ধুতে নজর পড়লো আয়নায়। পেছন দিকে দূরে দেওয়ালের লাগোয়া আলনায় ঝোলানো সারিবাহী রঙবেরঙের কোট আর টুপি। হোটেলে ঢোকার আগে সবাই এখানে কোট, টুপি ছাতা রেখে যায়।

এক নিগ্রো পাহারাদার আলনার কাছে একটা টুলে বসে ঝিমোচ্ছ। অ্যানসন মন্থর পায়ে সেদিকে এগোল। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে তার দিকে চেয়ে আবার চোখ বুজল নিগ্রোটা।

বাদামী রংয়ের ওপর সবুজ ভোরাকাটা ওভারকোট আর একটা পালকের টুপি তুলে নিল অ্যানসন। তারপর দ্রুত হোটেলের খিড়কি পথ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কয়েক পা এগিয়েই রাস্তা। গাড়ির পেছনের বনেটে কোট আর টুপিটা রেখে সে বনেট বন্ধ করলো। তারপর আবার হোটেলে ফিরে এলো।

নির্দিষ্ট ঘরে এসে অ্যানসন বিছানায় শুয়ে পড়লো। হাত পা ছড়িয়ে আগাগোড়া ঘটনাটা মনে মনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে লাগলো।

কাজটা মনে হয় সহজই হবে। শেষ অবধি মাথা ঠিক রেখে কাজটা করতে পারলে হয়। হোটেলের খিড়কি পথ দিয়ে ভোর তিনটে নাগাদ বেরোতে হবে। তখন কেউ জেগে বসে

থাকবে না। পেট্রলপাম্পের পাশের এক কানাগলিতে গাড়িটা রেখে সে পাম্পের অফিস ঘরে ঢুকবে।

তবে হ্যাঁ ঢোকার আগে কায়দা করে চেহারাটা একটু পাল্টে নিতে হবে। ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে টুপিটা কাত করে মুখ ঢাকতে হবে। মুখের বাকী অংশ রুমালে ঢাকতে হবে। ছিপিটা পুড়িয়ে ছাই করে সেই ছাই মেখে আর জুলফির রং পাল্টাতে হবে। ব্যাস তারপর হাতে রিভলবারটা বাগিয়ে গুটি গুটি অফিস ঘরে ঢুকেই হ্যান্ডস্ আপ!

কেউ বাধা দিতে এলো তো বুম বুম ধোঁয়া।

নাঃ মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দশটা বাজে সবে, আচ্ছা মেগ এখন কি করছে। ঘুমোচ্ছে, যাক, একটু বাইরের হাওয়ায় ঘুরে আসা যাক।

বাইরে যাওয়া আর হলো না। পানশালায় দুজন পরিচিত সেলসম্যানের সঙ্গে দেখা হলো। অ্যানসন তাদের সঙ্গেই জমে গেল।

সোডা এলো, বরফ এলো, হুইস্কি এলো, কয়েক প্লেট খাবারও এল। খুব একচোট হৈ-চৈ হল। অ্যানসন রাত আটটা নাগাদ আচ্ছা শেষ হতে ফিরে এল। সে বিছানায় শুয়ে হাত পা ছড়িয়ে দিলো।

একটু বিশ্রাম করে মাথাটা ঠাণ্ডা হল, নেশার ঘোরও কাটল। উঠে সে চোখে-মুখে জল দিয়ে সুটকেস খুলে রিভলবার বের করলো। তার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠলো।

সে ভাবলো এরকমই হয়। টাকা রোজগারের শেষ রাস্তাটাও যখন অন্ধকার কানা গলিতে হারিয়ে যায়, পকেট ঝাড়লেও যখন আর একটা আধলাও বেরোয় না তখন মানুষ মাত্রেই ভয়ঙ্কর হয়। খুনের নেশায় মেতে উঠে। আমিও তো চেয়েছিলাম এমনই একটা নেশায় মাততে। আঃ, কতদিনের ইচ্ছে, কত বছরের স্বপ্ন, টাকা টাকা টাকা আরো আরো টাকা। এখন আর চিন্তার কারণ নেই। মেগ তার পাশে রয়েছে, কদিন পরেই আসবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। ব্যস আমায় আর কে পায়। এই বিশাল পৃথিবী, এই বিশ্ব চরাচর, আকাশ বাতাস, সমুদ্র সব আমাদের।

কিন্তু টাকা হাতে রাখতে পারবো তো, না, স্বভাবটা একটু পাল্টাতে হবে। আর নাই বা পাল্টালাম, সব শেষ হতে ছমাস একবছর তো লাগবে। তারপর আছে মেগ। ওঃ চাবুক।

.

হ্যারি ওয়েবার মাত্র দুবছর হলো কাজ করছে ক্যালটেক্স সার্ভিস স্টেশনে। নাইট ডিউটি। ঝুট ঝামেলা তেমন নেই। ছিমছাম কাজ।

রাত একটা থেকে সকাল সাতটা অবধি তার কাজ। এই ছ-ঘন্টায় সব মিলিয়ে বেশী হলে দু-তিনখানা গাড়ি আসে। বদিন তাও আসে না। কোনো কোনো দিন একখানা।

তা গাড়ি আসুক না আসুক, হ্যারির কোনো মাথাব্যথা নেই। মাস গেলে মাইনের টাকা হাতে পেয়ে সে কয়েকখানা রহস্য গল্পের বই কিনে নেয়। তার রাতের খোরাক হিসাবে এক একখানা গল্পের বই যাকে বলে দারুণ, দুর্দান্ত।

যথারীতি সে রাতেও সে খুলে বসেছে একখানা জমজমাট রহস্য-উপন্যাস। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা এগিয়ে যাচ্ছে। গল্পটা জমেছে বেশ। আঃ এ সময় এক কাপ কফি পেলে খুব ভাল হত।

সরঞ্জাম সব হাতের কাছেই। বই মুড়ে রেখে কফি তৈরী করলো সে। ঘড়ি দেখলো, চারটে বাজতে এখনও কয়েক মিনিট বাকি। চেয়ারে বসে কফি খেতে খেতে সে আবার বই-এর পাতায় মনোনিবেশ করলো।

হঠাৎ কে এলো রে বাবা! কাঁচের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। একখানা পা, আরেকখানা পা, ওরে বাবা হাত থেকে বইখানা পড়ে গেল। কাপটা আগেই টেবিলে নামিয়ে রেখেছিলো। নয়তো ওটাও হয়তো হাত ফস্কে পড়ে যেতো।

যে লোকটি দরজা ঠেলে ঢুকলো তার গায়ে একটা বিরাট ওভারকোট, মাথায় কাত করে পালকের টুপিবসনো। একদিকে চোখটা টুপিতে পুরো ঢাকা পড়েছে। মুখেরনীচটা লাল একখানা রুমালে আড়াল করা। ডানহাতে তার একটা ছোট রিভলভার তার নলটা হ্যারির দিকে তাক করা।

এক মুহূর্ত নীরবে কাটলো। লোকটি হঠাৎ হিসহিস করে উঠলো, চালাকির চেষ্টা করো না। চালাকি করেছে কি মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো। যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে সিন্দুকটা খোল।

হ্যারি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল বলল যাচ্ছি।

লোকটা তিন লাফে বাথরুমের সামনে গেল। লাথি মেরে দরজা খুললো। তারপর হ্যারির দিকে ফিরে রিভলভারের লক্ষ্য স্থির করলো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও সিন্দুক খোল।

হ্যারি এক টানে টেবিলের ড্রয়ার খুলে রাখল। ড্রয়ারে ৪৫ বোরের ছোট্ট একটা অটোমেটিক। পাম্প কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই এটা অফিসে রেখেছেন। হ্যারি ভাবলো যে রিভলভারটা তুলে নেবো নাকি।

অ্যানসন রিভলভার তুলে গর্জন করে উঠলো খবরদার হাত উপর করো নয়তো গুলি করে দেবো

হ্যারি কাঁপতে কাঁপতে মাথার উপর হাত তুললল। এক-পা এক-পা করে পেছোতে পেছোতে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়ালো।

এগিয়ে এসে অ্যানসন ড্রয়ার থেকে অস্ত্রটা তুলে নিল। নিজের জায়গায় ফিরে গেল। যাও এবার গিয়ে সিন্দুক খোল। চালাকির চেষ্টা করেছে কি মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো, যাও।

প্রতিবাদ করা নিরর্থক। সুবোধ বালকের মতো পকেট থেকে চাবি বের করলো হ্যারি। এগিয়ে গিয়ে সিন্দুক খুললো।

অ্যানসন খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। তারপর চাপা গর্জন করলো, যাও দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও গিয়ে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো, নড়াচড়ার চেষ্টা কোরো না।

হ্যারি আপত্তি করলো না, এগিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো।

অ্যানসন সিন্দুকের সামনে হাঁটু মুড়ে বসলো। একটা ছোট্ট স্টিলের বাক্সের ডালা খুলল। বাক্স বোঝাই নোটের কাড়ি-পাঁচ, দশ, একশো তাড়াতাড়ি মুঠো মুঠো নোট তুলে পকেটে পুরতে শুরু করলো সে। এমন সময়...

কাছাকাছি কোথাও যেন একটা মোটর সাইকেলের ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল।

অ্যানসনের বুকটা ধক করে উঠলো। খেয়েছে, ট্রাফিক পুলিস টহল দিতে বেরিয়েছে, এ দিকেই হয়তো আসছে।

অ্যানসন তাড়াতাড়ি হাত চালালো। বাকী নোটগুলো পকেটে পুরলো। স্টীলের বাক্সটা ভেতরে ঢুকিয়ে সিন্দুকের দরজা বন্ধ করলো। তারপর এক লাফে গিয়ে সে বাথরুমে ঢুকলো, হ্যারির দিকে রিভলভার তুলে চাপা গর্জন করে উঠলো, যাও চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ো। সাবধান আমাকে ফাঁসিয়েছো কি গেছে। তোমাকে আর আস্ত রাখবো না। যাও চুপচাপ গিয়ে বসো। হ্যারি ডেস্কের দিকে গুটিগুটি এগোলো, এক ঝলক আলো এসে পড়লো দরজার কাঁচ ভেদ করে। মোটর সাইকেলটা থামলো এসে অফিস ঘরের সামনে, চাপা-গর্জনে ইঞ্জিন গজরাতে লাগলো।

অ্যানসন ঘেমে উঠলো। বাথরুমের আধখোলা দরজার পাশ থেকে হিসহিস করে উঠলো, গোলমাল কিছু হলে আগে কিন্তু তোমাকেই খতম করবো ছোকরা, মনে রেখো। দরজাটা আর একটু ঠেলে দিলো সে। হ্যারিকে আর দেখা গেল না। শুধু ঘরের আলোকিত অংশে সীমাবদ্ধ থাকলো।

আনসন দরজার আড়ালে অদৃশ্য হতেই হ্যারি একটা পেনসিল তুলে নিয়ে ডেস্কের ওপরে একখণ্ড কাগজে লিখলো, সাবধান, বাথরুমে রিভলভার হাতে ডাকাত।

এক লালমুখো পুলিস দরজা ঠেলে ঢুকলো। ভোরের এই সময়টায় এ অঞ্চলে সে নিয়মিত টহল দিয়ে বেড়ায়। চারটে নাগাদ পাম্পে এসে এক কাপ কফি খেতে খেতে হ্যারির সঙ্গে বসে বসে জমিয়ে খোশগল্প করে।

ঘরে ঢুকে সে রোজকার মতো হাঁক পাড়লল, এই যে হ্যারি, কফি তৈরী তো?

অন্ধকার বাথরুমের চারপাশে তাকালো অ্যানসন। নাঃ এখান থেকে সটকে পড়ার কোনো উপায় নেই। বেরোবার ঐ একটি মাত্র পথ, অফিস ঘরের ভেতর দিয়ে। দেখা যাক কি হয়।

হ্যারির গলা শোনা গেল, দিচ্ছি, এখুনি তৈরী করে দিচ্ছি।

হ্যারি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো, টম সেই পুলিসটা হাতের দস্তানা খুলে ডেস্কের ওপর। রাখলো। হ্যারি আঙুল দিয়ে ডেস্কের কাগজটা তাকে দেখালো।

টম স্যাঙ্কুয়িস্ট চেহারায় যেমন মোটাসোটা বুদ্ধিতেও তাই। হ্যারির আঙ্গুলের ইশারা দেখেও তার মগজে কিছু ঢুকলো না। সে হেড়ে গলায় বললো–এটা আবার কি? কাগজে কি লিখে রেখেছে, আমাকে পড়তে বলছে।

অ্যানসন প্রমাদ গুনলো,হম, ছেলেটা তাহলে বেইমানিকরেছে।না আর লুকিয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। বেইমানির শাস্তি দিতে হবে।

দরজা খুলে সে বেরিয়ে এলো। হ্যারির চোখ কপালে উঠে গেল। টম তখনও ঝুঁকে পড়ে কাগজের লেখাটা দেখছে। দেখা শেষ করে সে ঘুরে দাঁড়াল।

অ্যানসন গর্জন করে উঠলো-খবরদার। সে রিভলবার তুলে তাক করলো টম-এর দিকে।

টম ঘোট ঘোট চোখে তাকাল। ভ্রূ কুঁচকে অ্যানসনকে দেখলো। তার লাল মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল।

অ্যানসন আবার হুঙ্কার দিলো সাবধান আর এক পা এগোলেই গুলি করবো। যাও দুজনে দেয়ালে গিয়ে দাঁড়াও।

হ্যারি পায়ে পায়ে পেছোলো। দেয়ালে পিঠ রেখে সে স্থির হলো।টমনড়লোনা। একই ভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সে কোঁচকাল, অতো সহজে নিস্তার পাবিনা উসুক। ভোলোয় ভালোয় আমাকে রিভলবারটা দিয়ে দে।

সে হাত বাড়ালো, ডাকাতি করতে এসেছে ডাকাতি করার আর জায়গা পাসনি। বদমাস কোথাকার।

সাহস দেখো। অ্যানসন দপকরে জ্বলে উঠলো। তার দৃষ্টিতে আগুন ঝরে পড়লো। মোটা। থলথলে মাংসের তাল। সে তাকে যা খুশি বলছে হাত বাড়িয়ে এমনভাবে ডাকছে যেন সে একটা পোষা কুকুর।

ট্রিগারে শক্ত হয়ে অ্যানসনের আঙুল চেপ্টে বসল। বোকা গাধাটা এক পা এগোলো, অ্যানসন ট্রিগারে চাপ দিলো-বুম, এক ঝলক আগুন, অতবড় চেহারার লোকটা নিমেষে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

অ্যানসন স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। না এখানে আর এক মুহূর্ত নয়।

যেন কিছুই হয়নি এমন ধীর মন্থর পায়ে সে দরজার দিকে এগোল। কি মনে হতে থমকে দাঁড়াল। টেবিলের ওপরে টেলিফোনের তারটা হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেললো। রিসিভারটা দেয়াল লক্ষ করে ছুঁড়ে মারলো। হ্যারি ভয়ে দু-হাত দিয়ে মাথা ঢাকলো।

অ্যানসন নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে তার গাড়িতে উঠলো। তারপর মৃদু হেসে সেলফে চাপ দিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন চালু করলো।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে অ্যানসন এর প্রথম কাজটা হল জো ডানকান-এর নামে এক হাজার পয়তালিস ডলারের একখানা চেক লেখা। এক হাজার ডলার আসল এবং বাকীটা সুদ। চেকখানি খামে পুরে সে মুখ বন্ধ করলো। তারপর এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে মেগ-এর নম্বর ডায়াল করলো।

নটা বাজতে কুড়ি, মেগ কি ঘুম থেকে উঠেছে। ফোন বেজেই যাচ্ছে। না ঐ তো মেগ ফোন ধরেছে।

মেগ বলল, হ্যালো কে বলছেন?

শোন আমি আজ বিকেলে যাচ্ছি। ধার করা জিনিসটা ফেরৎ দিতে যাবো, আজ বিকেলে তুমি থাকবে তো?

ও জন তুমি, আমি ভাবলাম কে না কে কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গালে তো?

বেশ করেছি। আগে আমার কথার জবাব দাও, বিকেলে থাকছ তো?

হা নিশ্চয়ই থাকবো, কেন থাকবো না।

ঠিক আছে। তিনটে নাগাদ আমি যাবো। ছাড়ছি। ফোন রেখে দিলো অ্যানসন।

হোটেল থেকে বেরিয়ে সে গেলো টাউনে। সেখানকারন্যাশানাল ব্যাঙ্কে নিজের অ্যাকাউন্টে নগদ এক হাজার ডলার জমা দিয়ে বললো, টাকাটা যেন দুপুরের মধ্যেই ব্যাঙ্কে ব্রেন্ট শাখায় তার অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যায়।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসে ডানকানকে লেখা খামটা সে ডাকবাক্সে ফেললো।

গোটা পাঁচেক ফোন করার দরকার ছিল। একটা টেলিফোন বুথে গিয়ে কাজটা সারলো। কাজ মোটামুটি এগোলো। এক সম্পন্ন জোতদার দশ হাজার ডলারের একটা বিমা

করতে রাজী হলো। দীর্ঘ কথা কাটাকাটির পর আরো দুজন নিমরাজী হল। বেলা বাড়তে একটা হোটেলে ঢুকে খাবারের অর্ডার দিলো।

খেতে খেতে সদ্য কেনা টাউন গেজেটের দুপুরের সংস্করণে চোখ বোলাতে লাগল অ্যানসন হু এইতো, পেট্রোল পাম্পের ডাকাতির কাহিনীটি বেশ ফলাও করে প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়েছে। টম স্যাঙ্কুয়িস্টকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তার বাঁচার আশা নেই বললেই চলে।

খবরের সঙ্গে একটা ছবিও ছাপা হয়েছে হ্যারি ওয়েবার আঙুল দিয়ে একজন পুলিসকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিচ্ছে। ব্রেন্ট-এর হোমিসাইড বিভাগের কর্তা জেনসনও পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

অ্যানসন খবরের কাগজ মুড়ে এক পাশে সরিয়ে রাখলো। খাবারে মন দিলো। তার মুখেরুচিটা আবার ফিরে এসেছে, তাই আরও কিছু খাবারের অর্ডার দিল অ্যানসন।

পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে রেস্তোরাঁর ওয়েটার সবিস্তারে রঙ বুলিয়ে পেট্রোল পাম্প ডাকাতির-লোমহর্ষক বিবরণ বিবৃত করল। আশেপাশের টেবিলেও চাপা-গুঞ্জন। সবাইকেই এই ডাকাতির ঘটনাটা ভাবিয়ে তুলেছে।

অ্যানসন খাবার শেষ করে বিল চুকিয়ে উঠল।

তার ভাবভঙ্গিতে এতটুকু অস্বাভাবিকতার চিহ্ন নেই। অন্যান্য দিনের মতোই স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক তার আচরণ।

অ্যানসন গাড়িতে গিয়ে বসল। ইঞ্জিন চালু করে এক সেকেন্ড ভাবলো যে এক মক্কেলের সঙ্গে গাড়ি-ইনসিওরের ব্যাপারে দেখা করার দরকার ছিলো, না থাক। আজ আর নয়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চললো। না আজকে না, প্রায় তিনটে বাজে মেগ তার অপেক্ষায় বসে থাকবে সুতরাং অ্যানসন গাড়ি ছাড়ল।

কাল রাতের ঘটনাগুলো পরপর ছবির মতো মনের পর্দায় উঁকি মারছে। পুলিস কি আমাকে ধরতে পারবে। পারবে না বলেই তো মনে হয়।কারণ হ্যারি ডাকাতের চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছে অ্যানসনের ধারে কাছ দিয়েও তা যায় না। হ্যারি বলেছে যে ডাকাতটা গাট্টাগোট্টা চেহারার, বেশ লম্বা কিন্তু অ্যানসন দুটোর কোনোটাই নয়। এদিকে সেই পুলিসটাও মর মর, ওর পক্ষেও কিছু বলা সম্ভব নয়।

টাকা পয়সা নিয়ে ফেরার পথে একজঙ্গলে গাড়ি থামিয়ে সে কোট আর টুপিটা ফেলে দিয়েছে। নোটগুলো গুনে দেখেছে। সব মিলিয়ে আয় হয়েছে নগদ তিন হাজার ছশো সত্তর ডলার, তার প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী।

অথচ কি আশ্চর্য! অ্যানসন একটুও চঞ্চল হয়নি। মুহূর্তের উত্তেজনায় এতটুকু বিচলিত হয়নি। ঠাণ্ডা মাথায় ধাপে-ধাপে সে এগোচ্ছে–এগোচ্ছে, এগিয়ে চলেছে।

নুড়ি-বিছানো পথ পার হয়ে অ্যানসন গাড়ি থামালো দরজার গোড়ায়। দরজা খুলে নামলো মেগ যেন তার অপেক্ষাতেই বসে ছিল। দরজা খুলে দিয়ে মৃদু হাসল সে।

মেগ বলল, এসো। ভেতরে এসো। অ্যানসন ঢুকে মেগ-এর চোখে চোখ রাখলো, কেমন যেন বিবর্ণ, গম্ভীর তার চোখের দৃষ্টি।

মেগ দরজা বন্ধ করে তার দিকে ফিরে তাকাল। রেডিওতে একটু আগে বললো সেই পুলিসটা নাকি মারা গেছে।

অ্যানসন শোবার ঘরে ঢুকে সোফায় বসে হাই তুলতে লাগল।

মেগ বলল তুমি শুনছে, আমি কি বললাম, সেই পুলিসটা মারা গেছে।

অ্যানসন স্থির চোখে মেগ-এর দিকে তাকাল। মেগ-জানালার কাছে দাঁড়িয়েছে তার চোখের তারায় ভয়। এই তো সবে শুরু। একজন গেছে, আর একজন যাবে, এর পর যাবে বারলো।

সে হাসলো, কি হলো কি? একটা পুলিস মরেছে তাতে তোমার কি?

আমার কি? মেগ ফিস ফিস করে বলল, তুমি তুমিই তাকে খুন করেছ।

বেশ করেছি। এই বলে অ্যানসন ঘরের চারদিকে চোখ যোরাতে লাগল। ইস মেয়েটা যাচ্ছেতাই নোংরার একশেষ। সে মনে মনে ভাবলো। সে দেখলোসকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়েছে সেই প্লেটগুলো এখনও সরানো হয়নি, ডিমের খোসাগুলো মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। খানিকটা জেলি টেবিলে পড়ে আছে। মাছি উড়ছে ভনভন করে।কফির কাপের তলানিটুকু ঘন কালো দাগ ধরিয়ে রেখেছে কাপের চারপাশে।

অ্যানসন ব্যাগ খুলেরিভলবারটা বেরকরলো, তারপর সেটাকে রুমাল দিয়ে ভাল করে মুছলো। তারপর রুমাল দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে রাখলো ড্রয়ারের সেই কাঠের বাক্সটায়। পাঁচটা কার্তুজও একই রকম ভাবে মুছে রুমালে ধরে বাক্সে রাখলো। তারপর ড্রয়ার বন্ধ করে সোফায় এসে বসে একটা সিগারেট ধরালো।

এতোক্ষণ মেগ একটাও কথা বলেনি। এবার মুখ খুলল, রিভালবার পরিষ্কার করেছে?

করেছি। তোমার স্বামী বুঝতেও পারবে না।

কিন্তু কার্তুজ যে ছয়ের জায়গায় পাঁচটা হয়ে গেল।

সে কে আর দেখছে।

তাহলে সত্যি সত্যিই তুমি পুলিসটাকে...

হা হা হা, মেরেছি বেশ করেছি। এই শুরু এখনো অকোকী, অ্যানসন বললল। তারপর উঠে মেগকে ধরে তার বুকের কাছে টেনে নিল। তার মুখে ক্রুর-হাসি ফুটে উঠলো, আমি আর একা নই মেগ, যা কিছু করেছি দুজনের জন্য, তোমার আর আমার জন্য। তুমিও আছে আমার সঙ্গে...পাপের ভাগ তুমিও পাবে। নাও মুখ তোলো একটা চুমু খাই।

মেগ একটু ইতস্ততঃ করলো–চোখ বুঝলো। আবেগে শরীর এলিয়ে দিলো অ্যানসনের বুকে। অ্যানসন মেগকে দুহাতে পাঁজাকোলা করে তুলে মেঝেয় শুইয়ে দিলো। তার চোখের দৃষ্টিতে বন্যতা ফুটে উঠলো।

মেগ মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। মেগ এবার তোমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বল দেখো যে কাজে আমরা নেমেছি, কাজটা মোটেই সোজা নয়। তাই তুমি যাতে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে না পড়, সেইজন্যই সবকিছু জানতে হবে।বলে আমার কাছেকিছু লুকিয়োনা।ম্যাডস-এরআগে আমাকেই সবকিছু জানতে হবে।

বাঃ লুকোবো কেন। মেগ বলল, এছাড়া ম্যাডক্স জানলেই বা কি?

তোমার ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান। সবই সে জানতে পারবে। ম্যাডক্সকে তো তুমি জান না। টাকা দাবী করে দরখাস্ত করার সঙ্গে তুমি পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসবে। তোমার যত জবরদস্ত আলিবাইগাকুক না কেন ম্যাডক্স তোমাকে ছাড়বেনা। তোমার উপর তার সন্দেহ এতটুকু কমবে না। তাই বলছি অতীত সম্বন্ধে যদি তোমার কোন গোপন কথা থাকে তাহলে আমাকে সব খুলে বলো।

বলার মত আমার কিছু নেই। কি বলব?

কোনোদিন তোমার নাম পুলিসের খাতায় ওঠেনি তো?

মেগ প্রচণ্ড রেগে বলল, না ওঠেনি।

কোনো অপরাধ?

অপরাধ আবার কি? একবার জোরে গাড়ি চালিয়েছিলাম।

বিয়ের আগে তুমি কি করতে?

একটা হোটেলের রিসেপশনিস্ট ছিলাম।

কোন হোটেলে?

লসএঞ্জেলস্-এর কনাট আর্মস্ হোটেল।

হোটেলটা ভাল তো। মানে এক-দু ঘণ্টার জন্য ভাড়া দিয়ে মোটা রোজগারের হোটেল নয় তো।

না না তা হবে কেন?

বেশ, তার আগে কি করতে?

একটা নাইট ক্লাবে কাজ করতাম।

কি কাজ?

ওই সবাই যা করে লোজনদের সঙ্গে নাচা, খাবার টেবিলে সঙ্গ দেওয়া।

দেখো মেগ, একটা বিষয়ে কিন্তু আগে থেকেই সাবধান করে দি, আমাকে যা যা বললে এর বাইরে চোখে পড়ার মতো কোনো অন্যায় তুমি কোনোদিন করনি তো?

কি বিপদ বলছি তো কিছু করিনি।

না করলেই ভালো, আমার আর কি, তোমার বিপদ তুমিই বুঝবে।

হ্যাঁ আমিই বুঝবো। তোমার ম্যাডক্স এসব প্রশ্ন করতে এলে মজা দেখিয়ে দেব।

জিজ্ঞেস যেকরবেই, এমন কোন কথা নেই।তবে ঐ যে বললাম, একবার তার মাথায় সন্দেহের ভুত চাপলে এসব না জেনে সে ছাড়বে না। একেবারে অন্দিসন্দি সব ওলট-পালট করে দেখবে। তারপর সে সিদ্ধান্ত নেবে। ঠিক করবে তোমার দাবী মেটানো উচিত কিনা। যদি না হয় তার টাকা তার কাছেই রইল, তোমার হাতে আর এল না। আমাদের সব পরিশ্রম জলে গেলো।

মেগ জানলা দিয়ে আকাশ দেখলল। তারপর চিত হয়ে শুলো। এতো গণ্ডগোল আছে জানলে এসব ঝামেলায় যেতে রাজী হতাম না জন।

এখনও সময় আছে। অ্যানসন উঠে বসলো। ইচ্ছে হলে এখনও তুমি ফিরে যেতে পারো। কিছু দরকার নেই এসব করার। জলে জল থাক। মাছে মাছ। আর যদি এগোতেই চাও, তাহলে আমাকে আগে ভাগে সব খুলে বলল। নাইট ক্লাবে কাজ করার আগে তুমি কি করতে।

কিছু না, মায়ের সঙ্গে থাকতাম।

বারলোর সঙ্গে বিয়ের পর এই এক বছরের মধ্যে কোনো ভালবাসার লোকজন জুটিয়ে বসোনি তো?

মেগ হেসে বলল, হ্যাঁ জুটিয়েছি, তোমাকে মিঃ জন অ্যানসনকে।

আমার কথা বলছি না। আমরা দুজনেই কম-বেশী বুদ্ধিমান। চোখকান সজাগ রেখে আমরা দুজনেই চলতে পারবো। কিন্তু আমি ছাড়া তোমার আর কোন পুরুষ বন্ধু নেই তো?

না–কেউ নেই।

দেখো ভেবেচিন্তে বলো ম্যাডক্স যদি টের পায় তাহলে কিন্তু সে তাকেও ছেড়ে কথা বলবে না। যে স্বামী মোটা টাকার জীবনবীমা করার পর মরে, ম্যাডক্স ধরেই নেয় সেই স্ত্রীটির একটা প্রেমিক আছে এবং সে প্রেমিকই হল এই হঠাৎ মৃত্যুর কারণ।

তার যা ইচ্ছে সে ভাবুক আমার কোন প্রেমিক নেই।

বেশ! এবার তুমি বলো, তোমার স্বামীর প্রতি তোমার এই যে বিদ্বেষ, এই ঘৃণা, এ সম্বন্ধে আমি ছাড়া আর কে কে ওয়াকিবহাল। ধরো কোনদিন তোমাদের দুজনের হয়তো কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। কেউ হয়তো সেকথা আড়ি পেতে শুনে ফেলেছে।

না না তা কিভাবে শুনবে, এদিকে কেউ আসেই না।

তোমার স্বামী এ সম্বন্ধে কাউকে বলেছে?

না? ঘরের কথা বাইরের লোককে বলার লোক সে নয়।

বেশ, শুনে তো মনে হচ্ছে অসুবিধের কিছু নেই। অবশ্য সবটুকু নির্ভর করছে, তুমি আমাকে কতখানি সত্যি কথা বলেছ, তার ওপর। এখন নয়। পরে বুঝবে, এসব প্রশ্ন কত দরকারী, ম্যাডক্স একবার পেছনে লাগলে প্রশ্নে প্রশ্নে তোমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলবে। যা যা বললে সব সত্যি তো?

উঃ কি যন্ত্রণা, কতবার বলবো সত্যি সত্যি সত্যি। তুমি আর আমাকে জ্বালিও না দয়া করে আমাকে এবার ক্ষমা দাও।

বেশ! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটি সিগারেট ধরালো অ্যানসন। গলগল করে ধোয়া ছেড়ে অ্যানসন বলল, আগামীকাল রাতে তোমার স্বামী বাড়ী থাকবে তো।

সোম আর বৃহস্পতি ছাড়া সব রাতেই ও বাড়িতে থাকে।

আমি তাহলে কাল রাত সাড়ে আটটায় এখানে আসবো। ঠিক সাড়ে আটটায়, কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেবে। তোমার স্বামী খুললেই বিপদ। আমাকে হয়তো দোরগোড়া থেকেই ভাগিয়ে দেবে। ইনসিওর করার কথা বলতে হলে আমাকে অন্ততঃ ভেতরে তো ঢুকতে হবে। বাইরে দাঁড়িয়ে কাহাতক আর বকবক করা যায়।

সে তুমি ভেতরেই ঢোকো আর যাই করো, ফিলকে দিয়ে ইনসিওর করানো অতো সোজা নয়। সে তোমাকে পাত্তাই দেবে না।

অ্যানসন উঠে দাঁড়ালো বলল, সে সব পরের কথা। তুমি ঠিক সাড়ে আটটায় আমাকে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকাবে। তারপর দেখা যাবে, কিভাবে কি করা যায়।

মেগ উঠে দাঁড়ালো, জন, সত্যিই তুমি সেই পুলিসটাকে গুলি করেছে?

অ্যানসন নীচু হয়ে অ্যাটাচি তুলে নিল, বলল আমি তো তোমাকে বলেছি মেগ যা যা হচ্ছে শুধু দেখে যাবেপ্রশ্ন করবেনা। টাকার দরকার ছিল প্রিমিয়াম দিতে হবে। তাই টাকা সংগ্রহ করেছি। যেভাবেই করে থাকি তোমার তা জানার দরকার নেই। খুচিয়ে অনর্থক ঘা বাড়াতে এসো না।

অ্যানসন আর দাঁড়ালোনা।বড় বড় পা ফেলে ঘর পেরিয়ে বাইরে এলো। গাড়িতে উঠে গাড়ি ছাড়ল। ইঞ্জিনের শব্দ মিলিয়ে যেতেই মেগ ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল। ও পাশে কেউ ফোন ধরল না। আজ মঙ্গলবার। সকাল থেকেই আবহাওয়াটা ভালো। অনেকক্ষণ আগে সন্ধ্যে উতরে গেছে। পুব আকাশে থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদ।

.

অ্যানসনের মেজাজটা বেশ শরীফ। শুভ কাজে বেরিয়েছে। রাত আটটা বেজে কুড়ি। আর দশ মিনিট পরেই তার সঙ্গে বারলোর দেখা হবে। মেগ বলেছে বারলো তাকে পাত্তা দেবে না। দেখা যাক। কদ্দুর কি হয়। অমন ঢের ঢের লোক দেখেছে অ্যানসন, জেদী, গোঁয়ার বদরাগী সব। তার কথার তোড়ে সবাই কশ মেনেছে, আপত্তি করতে পারেনি। অবশ্য প্রথম প্রথম লেজে খেলিয়েছে অনেকক্ষণ। তা এমন হয় প্রথম প্রথম সকলেই একটু লেজে খেলায়, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে না। ঠিক কাটায় কাটায় সাড়ে

আটটায় বারলোর বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়লো অ্যানসন। যথারীতি মেগই দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকলো,অ্যানসনবসবার ঘরে এলো। বারলো সোফার এক কোণে বসে কাগজ পড়ছিল। অ্যানসনকে দেখেই কাগজ মুড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একরাশ বিরক্তি নিয়ে সে প্রশ্ন করল, কে? কি চাই?

আনসন তার স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় নিজের পরিচয় দিয়ে দেখা করতে আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলো।

শুনে হাতের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বারলো। বিকৃত স্বরে বললেন, ওসব বীমা টিম করাতে আমার ভালো লাগে না মশাই, কোনোদিন করাইনি, করাবো না। আপনি শুধু শুধু বাজে সময় নষ্ট করছেন। পথ দেখুন।

মিঃ বারলো, পথ তো দেখবোই। হেসে অ্যানসন বলল, এলাম সেই সুদূর ব্রেন্ট থেকে মনে কত আশা নিয়ে, কেন আপনার বীমা করতে হবে তা নিয়ে আমি আপনাকে কয়েকটা কথা বলি।

না মশাই। লাভহীন বাণিজ্যের কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। আর মেগ তোমাকেও বলিহারি এদের ঢুকতে দাও কেন? কতদিন না বলেছি যে সেলসম্যানদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। ধপ্ করে সোফায় বসে আবার কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরলেন বারলো।

মেগ এবং অ্যানসন পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় করল, মেগের চোখে কৌতুক। কি বলিনি তখন?

কিন্তু অ্যানসন এত সহজে হার মানবার পাত্র নয়, তার কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ। ন্যাশানাল ফাইডেলিটি ইনসুরেন্স করপোরেশনের সে একজন প্রখ্যাত সেলসম্যান। তার তো হতাশ হলে চলবে না।

খবরের কাগজে মুখ ঢাকা বারলোর উদ্দেশ্যে সে বলল। ঠিক আছে আপনি যখন এত বিরক্ত বোধ করছেন তখন এখানে আমার থাকা আর শোভা পায় না। এখানে আসতামও না কোনো দিন, নেহাত উনি বললেন।

বারলো কাগজ নামিয়ে মুখ কুচকে বলল, কে? কে বললো?

আপনাদের মিঃ হ্যামারস্টেন। ওর কাছে গিয়েছিলাম।

কোম্পানির কাজে তা কথায় কথায় উনি আপনার আর কয়েকজনের নাম বললো। অ্যানসন মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করলো। সৌভাগ্যক্রমে হ্যামারস্টেন-এর নামটা তার জানা, ফ্রামলের দোকানের ম্যানেজার মিঃ হ্যামারস্টেন। দোকানের একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারীর কাছে দোকানের ম্যানেজারের নামের ইঙ্গিত দেওয়াকম অর্থবহ নয়। কে আর যাচ্ছে সত্যি-মিথ্যে যাচাই করে দেখতে।

কাজ হলো, বারলো কাগজ সরিয়ে রেখে ঢোক গিলে বলল, মিঃ হ্যামারস্টেন বলেছেন আমার নাম?

হ্যাঁ বলেছেনই তো। আপনার সম্বন্ধে ওর ভাবনাচিন্তা কিছু মাত্র কম না।

বারলো এক মিনিট মাথা নীচু করে কি ভাবলো। তারপর মুখ তুলে মৃদু স্বরে বলল, মাফ করবেন বীমা করা আমার সাধ্যের বা ইচ্ছার বাইরে। কিছু মনে করবেন না। ধন্যবাদ।

অ্যানসন উঠে দাঁড়াল, বলল না না মনে করবার কি আছে। সব আশা কি আর পূর্ণ হয়। ঠিক আছে চলি। শুধু শুধু আপনার খানিকটা সময় নষ্ট করলাম।

বারলো উঠে দাঁড়ালো। সে বলল মানে দেখুন আপনাকে কি বলতে কি বলে ফেলেছি আসলে সারাদিন খেটেখুটে আর মেজাজ বলে কিছু থাকে না।

অ্যানসন হো হো করে হেসে উঠল। বলল জানি জানি কাজকর্ম তো আমারও সারাদিন করতে হয়। আমাদের পক্ষেই সব সময় মেজাজ ঠিক রাখা দায় হয়ে উঠে, এই সেদিনের কথাই ধরুন না কেন, রাস্তায় এক হোকরা খুব চেপে ধরলো, কি না একটা ইনসুরেন্স করাতে হবে। কাণ্ড ভেবে দেখুন, দুকথা শুনিয়ে দিলাম।

অ্যানসনের বলার ধরণেই হোক বা যে কোনও কারণে বারলো হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে তিনি দরজার দিকে এগোলেন। অ্যানসনও তার পিছনে এগোল। তারপর দরজার সামনে থমকে বলল আপনার বাগানটা কিন্তু দারুণ দিনের আলোয় একবার বাগানটা দেখতে পেলে বর্তে যেতাম।

বারলো থমকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, আপনার বাগানের শখ আছে নাকি?

আছে মানে ছিল এক সময় সবই ছিল। আমিবলতাম শখ মা বলতেন নেশা।কার্সেলে আমাদের বাগানে এই অ্যাতো বড় বড় একেকটা গোলাপ ফুটতো। তবে হ্যাঁ আপনার

গোলাপের মত অত বড় নয়। এখন শখ থাকলেও উপায় নেই। ভাড়াবাড়িতে শখের গোলাপ চাষ করার মেজাজই পাই না।

না, না, টবে আবার গোলাপ চাষ হয় নাকি? তবে চলুন না, আপনাকে বাগানটা একবার দেখিয়ে দি। দাঁড়ান এক মিনিট। এই বলে বারলো দেয়ালের একটা কাঠের বাক্সের ডালা খুলে একসারি সুইচ টিপলেন। বাগান আলোয় ঝলমল করে উঠল। দরজা খুলে দু-জনে বাইরে এল।

বাঃ অপূর্ব, চমৎকার। অ্যানসন অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো বাগানখানির দিকে। এ যেন এক স্বপ্নের রাজ্য। ছেলেবেলার গল্পে পড়া পরীর দেশ। এখানে-সেখানে ঝোপেঝাড়ের আড়ালে লুকোনো জায়গা থেকে বাগানের প্রতিটা অংশে আলো পড়েছে। প্রতিটা ফুল যেন আলো ছড়াচ্ছে। একপাশে মাঝারি আকৃতির একটা পুকুরে নীল স্বচ্ছ জলে খেলা করে বেড়াচ্ছে রঙ-বেরঙের কয়েকটা মাছ।

বাগান সম্পর্কে অ্যানসনের কোনদিনই কোন আগ্রহ নেই। নেহাত বলতে হয় তাই বানিয়ে বানিয়ে গোলাপ ফুল সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছে। কিন্তু এই বাগানের আশ্চর্য সুষমা দেখে সে সত্যি সত্যিই অবাক না হয়ে পারলো না। সে মুগ্ধ হয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। একসময় বারলোই নীরবতা ভাঙ্গল, এসব আমার নিজের হাতে করা, এই আলো, ফোয়ারা, ফুল, কাঁটা-ঝোঁপ সব আমার বহুদিনের সাধনার ফল।

অ্যানসন বিড়বিড় করে বলে উঠল; আপনার এই কায়দাটা রপ্ত করতেই তো আমার পাঁচ পাঁচটা বছর কেটে যাবে।

আমারও কম দিন লাগেনি মিঃ অ্যানসন। বারলো বলল, অনেক দিন লেগেছে আমার এসব শিখতে, কিন্তু আপনি বলুন কি এমন লাভ হল এসব শিখে। ফ্রামলের দোকানের একটা সাধারণ মাস মাইনের চাকরী ব্যস্। প্রয়োজন আমার কোনোদিন মিটলো না।

এইতো, এইতো উপযুক্ত সময়। এসময়ই সুতো গোটাতে হবে।

অ্যানসন অবাক চোখ করে বারলোর দিকে তাকাল–কেন সামান্য চাকরী আপনি করতে গেলেন মিঃ বারলো? আপনার এত ক্ষমতা স্রেফ বাগান করে আপনি দুহাতে পয়সা রোজগার করতে পারতেন।

বারলো দু-হাত নেড়ে একটা রাগতঃ ভঙ্গি করলে, বলল, আমি বুঝি ভাবিনি সেসব। কিন্তু ভাবনাই সার। মূলধন কোথায় যে ব্যবসা করবো। তাছাড়া বিয়ে-থা করেছি। দুমদাম করে কিছু একটা করলে যদি শেষমেস ঝামেলায় পড়ে যাই তখন ঠেলা সামলাবে কে মশাই। একটা পয়সা খরচ করার আগে এখন আমাকে তিনবার ভাবতে হয়। তাছাড়া আমার আছেই বা কি?

কেন আপনার এই বাগান আছে। এই বাগান দেখে যে কোনও ব্যাঙ্ক আপনাকে যেচে এসে টাকা দিয়ে যাবে। ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন?

বলিনি আবার, বলা কওয়া সব আগেই শেষ। বারলোর চোখে হতাশার ছায়া পড়লো।

ব্যাঙ্ক আমাকে একটা আধলাও দেবে না। টাকা ধার দিতে গেলে তারা জামিন চায়। আমার হয়ে কেই বা জামিনে দাঁড়াবে। তাছাড়া এই বাড়ীর দলিল জমা রেখে টাকা নেবো সেরকম কোনো সম্ভাবনা নেই। বাড়ীটা আমার মায়ের আমল থেকেই বন্ধক আছে।

অ্যানসন পুকুরের কাছে এগিয়ে গেলো। গুটিশুটি বারলোও এলেন, লাল নীল মাছের দিকে তাকিয়ে রইল অ্যানসন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বলল, এমন সুন্দর আপনার হাতের কাজ, এত নিপুণ কারিগর আপনি, আচ্ছা মিঃ বারলো, ব্যবসা শুরু করতে আপনার ঠিক কত টাকার প্রয়োজন? টাউনের নামকরা টাকা পয়সাওয়ালা অনেক লোকজনের সঙ্গে আমার খাতির আছে। আর কিছুনা পারি কয়েকটা মোটামুটি ভালো যোগাযোগ অন্ততঃ আপনাকে করিয়ে দিতে পারবো। এখন বলুন তো ঠিক কত হলে আপনি ব্যবসা শুরু করতে পারেন?

বারলোর মুখের রঙ মুহূর্তে বদলালো। চোখে ফুটল সলজ্জ বিনয়ী ভাব, ছি ছি, আপনাকে সেই থেকে ঠায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি; চলুন ভেতরে গিয়ে বসা যাক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কিছু আলোচনা হয়। একটু কফি খেতে নিশ্চয়ই আপনার কোনো আপত্তি হবে না।

বারলো তাকে হাত ধরে একরকম টানতে টানতেই সোফায় এনে বসালো। সোফায় বসতে গিয়ে আড় চোখে মেগের দিকে তাকিয়ে অ্যানসন বিজয়ীর হাসি হাসল।

.

মঙ্গলবার বারলোকে পাঁচ হাজার ডলারের বীমা করতে রাজীকরার পর সাত দিন কেটে গেছে। এরমধ্যে একদিন বীমা কোম্পানির ডাক্তার স্টিভেন্স-এর কাছে বারলোর ডাক্তারী পরীক্ষাটাও হয়ে গেছে। সৌভাগ্যক্রমে স্টিভেন্স কোন ত্রুটি ধরেননি। তিনি লিখে দিয়েছেন বীমাকারী ফিলিপ বারলো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

বারলোকে রাজী করাতে অ্যানসনের মঙ্গলবার আরো একঘণ্টা লেগেছে। অ্যানসন ধীরে-সুস্থে যুক্তি দিয়ে তাকে বুঝিয়েছে কিভাবে ব্যাঙ্কের কাছে বীমার পলিসিখানা জমা দিয়ে ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন কত সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব। আর বিশেষ করে, বারলো যখন এক নিপুণ উদ্যান-শিল্পী। কথাটায় বারলো খুবই সন্তুষ্ট, এমন অদ্ভুত বিশেষণ তিনি এর আগে কখনও শোনেননি।

তখন ব্যাঙ্কে একবার খবর দিলেই হলো বাকী যা যা করার তারাই করবে। সব শুনে-টুনেবারলো যাকে বলে একেবারে হতবিহ্বল। হাতের কাছে সব ঠিকঠাক থাকলে তিনি তক্ষুনিই সইসাবুদ যা করার করে দিতেন। ডাক্তারী পরীক্ষার কথাটা বলে কোনোক্রমে তাকে সে যাত্রা ঠেকিয়ে দেওয়া গেল।

তবে হ্যাঁ গণ্ডোগোল বেঁধেছিল অন্য জায়গায়। ধার পেতে গেলে দুবছরের প্রিমিয়াম বাবদ প্রথম চোটেই মোট একশো পঞ্চাশ ডলার দিতেও বারলো নিমরাজী হয়েছিলেন। কিন্তু ধার পেতে একবছর অপেক্ষা করতে হবে শুনে তিনি যারপরনাই অবাক হয়েছিলেন। মিঃ অ্যানসন, সে কি, ধার পেতে গেলে আমাকে একবছর অপেক্ষা করতে হবে বলেন কি?

অ্যানসন বলেছিল পুরো একবছর হয়তোনাও লাগতে পারে হয়তোকিছু আগেই আপনি পেতে পারেন তিন হাজার ডলার। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। এইতো একটু আগেও আপনি বলছিলেন যে টাকা টাকা করে এতদিন কম চেষ্টা করেন নি। এতো দিন যখন কেটেই গেল তখন আর একটা বছর কাটতে অসুবিধে কি? না হয় আর এক বছর পরেই আপনার স্বপ্ন সার্থক হবে।

একটু ইতস্ততঃ করে অবশেষে বারলো রাজী হলেন সত্যিই তো, একটা বছর আর কটা দিনই বা। দেখতে দেখতে বারোটা মাস চোখের সামনে কেটে যাবে।

হাআর একটা কথা,অ্যানসন বলছিলো, আপনিযদি আপনার প্রথম প্রিমিয়ামের টাকাটা নগদে দেন, তাহলে শতকরা পাঁচ টাকা হারে আপনি ছাড় পাবেন। আপনারও দুপয়সা সাশ্রয় হবে, আমারও কাগজপত্রের ব্যাপার অনেকখানি কমবে।

এ যুক্তিটাও বারলোর বেশ মনঃপুত হল। তিনি আপত্তি করলেন না।

এই সাক্ষাৎকারের পর সাত দিন অতিবাহিত হয়েছে। আজ বুধবার। অ্যানাকে অ্যানসন একটু আগে ভাগেই ছুটি দিয়ে দিয়েছে। একাকী সে অফিস ঘরে বসে পরবর্তী কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তা করছে।

অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে সে একটা সিগারেট ধরালো। আলমারী খুলে পলিসির কাগজ বের করে বসলো টাইপ টেবিলে।

একখানা পলিসিতে টাকার অঙ্কের ঘরে সে টাইপ করলে পাঁচ হাজার ডলার। তার অবর্তমানে টাকার দাবীদার তার স্ত্রী মিসেস ফিলিপ বারলো। দ্বিতীয়টাতেও একই কথা টাইপকরলো অ্যানসন। শুধু তৃতীয় এবং চতুর্থ পলিসি দুটোতে টাকার অঙ্কের ঘরে একটা শূন্য বাড়িয়ে পঞ্চাশ হাজার ডলার করলো। আনুপাতিক হারে প্রিমিয়ামের হারও বদলালো। অন্যান্য সবকিছু একই রকম থাকলো।

চালাকিটা বারলো ধরতে পারনে বলে মনে হয় না। যদি ধরেও ফেলেন, বলতে হবে যে টাইপের ভুলের জন্যই এ কাণ্ড হয়েছে।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার। মেগ-এর একলা থাকার রাত। একবার যাবো কি? অ্যানসন ভাবলো, নাঃ থাক। এখন দেখা সাক্ষাতের বহরটা একটু কমাতে হবে। কাজ শুরু হয়ে গেছে। রয়ে-সয়ে বিচার বিবেচনা করে এখন পা ফেলতে হবে। কটা দিনই বা আর, ছ-মাস মানে মোট একশো আশি দিন। হোক, এ কটা দিন দাঁতে দাঁত চেপে কাটিয়ে দিতেই হবে। ই-মাস পর আর কে পায় আমাকে। একেবারে যাকে বলে অর্ধেক রাজত্ব সমেত রাজকন্যা, পঞ্চাশ হাজারের অর্ধেক পঁচিশ হাজার ডলার এবং মেগ, ওঃ যেন চাবুক।

.

অ্যানসন ফোন তুলে ডায়াল করলো। মেগ ফোন ধরল, অ্যানসন বলল এদিকের কাজ আমার শেষ। কাল বাদে পরশু তোমাদের বাড়ী যাবো, সই-সাবুদ করিয়ে আনতে।

দেখলে তো সেদিন বলেছিলাম পারবো, ঠিক পারলাম। জন অ্যানসন নিজের ওজন না বুঝে কাউকে কিছু বলে না।

মেগ-এর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগের ছোঁয়া লাগল, সে বলল তুমি বলছ যে সব ঠিক ঠিক হবে।

অসুবিধে আর কিসের?

তবু

ওসব তবু-ফবু বাদ দাও। বাজে চিন্তায় সময় নষ্ট কোরো না।

আচ্ছা, ফিল সই করার পর তুমি কি করবে, দাঁড়াও বাপু আগে সইটা করাই। কি করবো সেটা না হয় পরেই ভাবা যাবে। ছাড়ছি কেমন, ছেড়ে দিল অ্যানসন।

আচমকা বারলোর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সবে ছটা বেজেছে। ভোরের রোদ এখনও তেমন কাটেনি। আকাশ মেঘলা। বালিশটা ঘামে ভিজে চপচপ করছে।

বারলো চারিদিক সতর্ক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। হিংস্র পশুর মতো ক্রুর ভয়াল তার দৃষ্টি।

অবশেষে তিনি নিশ্চিত হলেন নাঃ সন্দেহের বা ভয়ের কিছু নেই। তার একক বিছানাটাতে তিনি আবার নড়ে-চড়ে শুলেন।

আজ বৃহস্পতিবার।

সপ্তাহের সাতদিনের মধ্যে সোম আর বৃহস্পতি এই দুটো দিনই তার খুব প্রিয়। এই দুদিন বাড়ির বাইরে রাত কাটাতে হয় তাকে। নৈশ-বিদ্যালয়ের ঝামেলাটুকু মিটে গেলেই তিনি নিশ্চিন্ত। বাকী রাতটুকু বারলোর হাতের মুঠোয়।

আজ স্কুলের ঝামেলা মিটলে তিনি জেসনস্ প্লেনে যাবেন। এখানে-সেখানে বড় বড় ঝোপে ঝড়ে ঢাকা নদী তীরের এই উপত্যকাটি তরুণ-তরুণীদের নিভৃতে প্রমোদ-বিহারের আদর্শ। পীঠস্থান। গাড়ীতে বসেই ছোঁড়াছুঁড়িগুলোর একেবারে বেলেল্লাপনার চরমে ওঠে। এ-অবধি আড়ি পেতে এরকম একাধিক একান্ত-গোপন দৃশ্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্যর্থকাম এই পুরুষটির এসব কিছু দেখেই আনন্দে ক্রোধে, রোমাঞ্চে মুহুর্মুহু তার শরীর শিহরিত হয়, মনে পুলক জাগে।

সে সব দৃশ্য তার কল্পনায় একের পর এক ভেসে উঠল।তার মুঠো শক্ত হলো। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠলো। এদের শাস্তি দিতে হবে, চরম শাস্তি। ভীরু কাপুরুষ সব। সাহস নেই, ক্ষমতা নেই, সাধ্য নেই, লুকিয়ে-চুরিয়ে ঝোপেঝাড়ে বন বাদাড় খুঁজে বেড়ায় প্রেম করতে। সব ইতরের বাচ্চা, আধো আধো কথা বলে শুয়ে গড়াগড়ি খেয়ে ক্রোধে উত্তেজনায় তিনি থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। গায়ের চাদর টান মেরে খুলে ফেলে দিলেন।বিছানা থেকে নেমে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। একমাথা কালো চুলে ছাওয়া কুটি কুটিল প্রতিবিধটি যেন তাকে বিদ্রূপ করতে লাগল।তিনি আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। পকেট থেকে চাবিবার করে ডালা খুললেন।তৃতীয় তাকে রাখা ৩৮ বোরের ছোট রিভলবারটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। রিভলবারের পাশে একটা সাদা স্নানের টুপি। টুপিটা তুলে মাথায় পরলেন বারলো। দুটো রবারের পিণ্ড মুখে চালান

করে জিভ দিয়ে ঠেলে মুখের দুপাশে চালান করে দিলেন। তারপর রিভলবারটি তুলে নিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে আবার দাঁড়ালেন।

এবার আর ভ্রূকুটি কুটিল নয়, চেহারা একেবারে পুরো পরিবর্তিত। সেই বদ-মেজাজী, রুক্ষ স্বভাবের পরিচিত বারলোর বদলে এসে দাঁড়িয়েছেন এক নতুন বারলো। তার মাথা জোড়া বিরাট টাক, গাল দুটো ভরাট। রহস্য মাখা দুটো চোখ, হাতে রিভলভার। অদ্ভুত এক চিলতে হাসি খেলে গেল তার ঠোঁট ছুঁয়ে। নিরেট ইস্পাতেরকালোনলটাকে মুখের কাছে তুলে তিনি একটা চুমু খেলেন।

আর বেশিদিন নয়, অদূর ভবিষ্যতে কোনো একদিন এই নল থেকে বেরিয়ে আসবে ঝলকে ঝলকে আগুন, কেউ না কেউ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

পরিতৃপ্তির আনন্দে বারলোর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। রিভলবারটিকে পরম স্নেহেরকে চেপে ধরলেন তিনি।

আলমারির কাছে ফিরে গিয়ে একে একে সবকিছু তিনি যথাস্থানে রেখে দিলেন। রিভলবার, মাথার টুপি,রবারের পিণ্ড-সব। দরজায় চাবি বন্ধ করে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার চারপাশে তাকালেন। তারপর শিস্ দিতে দিতে গিয়ে ঢুকলেন বাথরুমে।

কুড়ি মিনিট পর স্নান এবং ক্ষৌরকর্ম সেরে পোষাক পরে তিনি বেরিয়ে এলেন। আলমারিটি আবার খুলে স্নানের টুপি এবং রবারের পিণ্ড দুটোকে পকেটে চালান করলেন। রিভলবারটা হাতে নিয়ে ঘুরেফিরে দেখে যথাস্থানে রেখে দিলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দরজা ভেজিয়ে দিলেন তিনি, পাশে মেগ-এর ঘরের দরজায় অনেকক্ষণ কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু মে-এর মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। নিশ্চিন্ত হয়ে সিঁড়ি বেয়ে তিনি একতলায় নামলেন। ব্রেকফাস্টের ডিমটা সেদ্ধ করতে হবে, রুটি সেঁকে কফির জল চাপিয়ে দিতে হবে।

মেগ এসবের কিছুই জানলো না। সে তখন ভোরের হালকা বাতাসে ভেসে কোথায় কত দূরের এক নাম না-জানা স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছে গেছে।

আজ জেসনস্ প্লেনে তেমন ভিড় নেই। সন্ধ্যে থেকে অঝোর-ঝরা বৃষ্টি। মাত্র দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছেদূরে গাছের নীচে। একটা ক্যাডিলাক, অপরখানি বহুকালের পুরোনো রঙ-চটা বুইক।

দুটো গাড়ির মধ্যে দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ গজ। মাঝামাঝি জায়গায় এক ঝোঁপের নিরাপদ-আশ্রয় নিলো বারলো। বৃষ্টিটা একটু কমেছে। দুটো গাড়ির আরোহীদের অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

হঠাৎ মহিলা কণ্ঠের মৃদু প্রতিবাদ ভেসে এলো। না, না, ডেক না, ছিঃ ছিঃ কি করছো তুমি

চকিতে কান খাড়া করলেন বারলো। চোখের দৃষ্টি প্রথমে ক্যাডিলাক, তারপর বুইকের ওপর স্থির করলেন, বুইকের কাঁচের আড়ালে দুটো ছায়া যেন নড়ে উঠলো। নিঃশব্দে চার হাত পায়ে ভর করে বারলো কালো কাঁকড়ার মতো এগিয়ে গেলেন। বুইকের পিছনে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসলেন।

ওপাশের ক্যাডিলাক থেকে মুখ বাড়িয়ে একটি তরুণ বুইকের আরোহীটিকে বললো, ওসব রাগ ফাগ নয় দোস্ত। মেয়েরা প্রথম প্রথম ওরকম বলেই থাকে। তার সঙ্গের মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠল।

ক্রোধে উত্তেজনায় বারলো থরথর করে কাঁপতে লাগল। তার মুখের চেহারা ঘৃণায় কুটিল হয়ে উঠল। ইস্.. বড় আফসোস। রিভলবারটা এখন সঙ্গে নেই, থাকলে এখনই এই ইতরগুলোর ছোলিপনার যোগ্য শাস্তি দেওয়া যেতো।

বৃষ্টিটা আবার বাড়লো। জলের বড় বড় ফোঁটায় সারা শরীর তার ভিজে গেলো। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করলেন না তিনি। একইভাবে উবু হয়ে বসে রইলেন। রক্তলোপ হিংস্র জন্তুর মতো তার মুখের চেহারা বীভৎস হয়ে উঠলো।

গাড়ির মেয়েটার অস্ফুট গোঙানি শোনা গেল। গাড়িটা ভয়ঙ্কর ভাবে দুলতে লাগল। বারলো অদম্য আক্রোশে ঘামছে, দুমুঠো মাটি তুলে নিলেন।

.

টেবিলে একগাদা কাগজপত্র ছড়ানো। প্রিমিয়াম নোটিশ পাঠাতে হবে অনেকগুলো। সিগারেট জ্বলছে দুআঙুলের ফাঁকে। অ্যানসন তার নৈমিত্তিক কাজে ডুবে আছে।

ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল।

অ্যানা ফোন তুলল, অ্যানসন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। এসময় ফোন। মেগ নয়তো।

না মেগ নয়। রিসিভারে হাত চেপে অ্যানা প্রায় ফিসফিস করে বললো, মিঃ ম্যাডক্স আপনাকে ডাকছেন।

বুকে যেন হাতুড়ি পিটতে শুরু হল। মুহূর্তে রক্তশূন্য হলো অ্যানসন-এর মুখ। সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে সে একবার মুখের স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো। তারপর উঠে এসে ফোন ধরল–অ্যানসন বলছি।

ও প্রান্ত থেকে ভারী নিখাজ গলার স্বর ভেসে এল। এখানে আপনাকে একবার আসতে হবে মিঃ অ্যানসন, কাল হাতে কাজ কর্ম কেমন?

তেমন কিছু নয়, যাবোখন। বিশেষ কিছু...

বিশেষ কিছু না হলে আপনাকে কি এখানে মুখ দেখাতে আসতে বলছি? ঠিক দশটায় চলে আসুন। ছাড়লাম। তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন।

ফোন রেখে অ্যানসন ফিরে গেলে নিজের ডেস্কে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা থেকে আর একটা নতুন সিগারেট ধরালো।

তিন দিন আগে বারলোর পঞ্চাশ হাজার ডলারের পলিসিটা হেড অফিসে পৌঁছে গেছে। যতদুর মনে পড়ছে সই সাবুদ বা অন্যান্য লেখাজোকার কাজে কোন ত্রুটি নেই। তাহলে ম্যাডক্স আবার তলব পাঠালো কেন? কিছু চালাকী কী ধরা পড়েছে?

অ্যানসনের হাতের তালু ঘেমে উঠলো, সে পকেট থেকে রুমাল বার করে হাত মুছলো। মিঃ ম্যাডক্স-এর জরুরী তলক কেন?

অ্যানার প্রশ্নে তার চিন্তায় ছেদ পড়লো। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে ঘাড় নাড়লো, কি জানি কিছু তো বুঝতে পারছি না। সাত-পাঁচ নানারকম চিন্তা মনে আসছে। অবশ্য চিন্তার কিছু নেই।

অ্যানা মৃদু হেসে বলল, চিন্তার কিছু না থাকলেই হলো।

অ্যানসন নীচু হয়ে একটা প্রিমিয়াম নোটিস তুলে নিল। তার মন চঞ্চল। একের পর এক চিন্তা মাথায় আসছে। ব্যাপারটা কি? বারলো এখনও মরলো না অথচ ম্যাডক্স আগে থেকেই সাত-পাঁচ ভাবতে শুরু করে দিল। নাঃ এই লোকটার সব ব্যাপারেই তড়িঘড়ি।

হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে চেপে নিভিয়ে দিল অ্যানসন। ভাবলো বরং এই ভালো যা ওর জানার এখনই জেনে নিক। বারলো মরলে জলযোলা বেশী হবে। তার চেয়ে আগেভাগেই সব চুকে যাক। তেমন তেমন বুঝলে, এ ব্যাপারে এখানেই ইতি। দরকার নেই বাবা, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। আগে থেকেই যা হবার হয়ে যাক। পরে আর ফেরার পথ থাকবে না।

উঃ লোকটা যেন একটা আপদ, একটা জ্যান্ত রায় সাক্ষাৎ শনি। এত বয়েস হলো, তবু হতভাগাটা মরে না। ওর ওপর যমেরও বোধহয় অরুচি ধরে গেছে।

৫.

ম্যাডক্স-এর অফিস-ঘরের বাইরেই একটি ছোট কামরায় বসে তার সেক্রেটারী মিস প্যাটি একমনে টাইপ করছিল। অ্যানসন-এর পায়ের শব্দে সে চোখ তুলে তাকালো, আরে মিঃ অ্যানসন! ওঃ কত দিন পর আপনার সঙ্গে দেখা। ভুলেও কি এপথ একবার মাড়াতে নেই। তারপর খবর টবর কি? কেমন আছেন, কাজকর্ম কেমন চলছে?

প্যাটিকে ন্যাশানাল ফাইডেলিটির সব সেলস্ম্যানই পছন্দ করে। রূপও যেমন, গুণও তেমনি, আচার-ব্যবহার ভদ্র বিনয়ী। হেসে ছাড়া কারো সঙ্গে কথা বলে না। কার কি অসুবিধা, কিভাবে তা মেটাতে হবে, ম্যাডক্স কিরকম কি করতে পারেন। কিরকম ভাবে কথা বললে তিনি চটবেন না, এ সব ব্যাপারে প্যাটির পরামর্শ এর সাহায্যে অপরিহার্য? সত্যিই মেয়েটা ভালো।

খবর সবই ভালো। অ্যানসন প্যাটির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। কিন্তু ব্যাপারটা কি? এত জরুরী তলব কেন?

ওই যে সেই ভোদেক্স-এর গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট। ওর ইচ্ছে দাবীটা এড়ান। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শের জন্যই আপনাকে ডাকা।

এই তা হলে ব্যাপার? অ্যানসন বুক ভরে নিশ্বাস নিল, এতক্ষণে হাফ ছেড়ে গেল বাবা। এদিকে যে সাত-পাঁচ কত কি ভেবে কাল থেকে মাথা খারাপ করে মরছি।

দাবী মেটাবে না মানে কি, না মিটিয়ে কোথায় যাবে? ভোল্কে মাতাল হতে পারে, তা বলে তার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। টাকা আমাদের দিতেই হবে।

আপনি তো সবই জানেন, আপনাকে আর নতুন করে কি বলবো। টাকা না দিতে পারলেই উনি খুশী। টাকা ওর গায়ের মাংস। প্যাটি স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের বোতামে চাপ দিল, স্যার, মিঃ অ্যানসন এসেছে।

ভারী গলায় আদেশ এল–এখনি পাঠিয়ে দাও।

প্যাটি মিষ্টি করে হেসে বলল, যান ঢুকে পড়ুন। সিংহের খাঁচায় ড্যানিয়েলের গল্পটা সব সময় মনে রাখবেন। ড্যানিয়েল সিংহ দেখে কিন্তু এতোটুকু ঘাবড়ে যায়নি। সিংহ ও তাই তার গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটেনি। ঘাবড়াবেন না। মিঃ ম্যাডক্স মানুষ, বাঘ ভাল্লুক না।

নিজে যা বোঝেন, ভাল ভাবেন, তাই নিয়ে নিঃসঙ্কোচে একচোট লড়ে যাবেন ব্যস্ আর কি?

অ্যানসন চেষ্টা করে একটু হাসল, তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলে ঢুকলো ম্যাডক্স-এর ঘরে।

ম্যাডক্স বিরাট ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন। চারপাশে তার স্তূপীকৃত ফাইলের রাশি। মেঝেয় চেয়ারের ওপর সব জায়গায় শুধু ফাইলের ছড়াছড়ি। দেখে মনে হয় পৃথিবীতে ফাইল ছাড়া এ লোকটা আর কিছুই জানে না।

মিঃ ম্যাডক্স একখানা পলিসি বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিলেন। ডান হাতের মোটা দু আঙ্গুলের ফাঁকে ধরা জলন্ত সিগারেট। মাথার কাছাকাছি ধূসর চুল, লাল মুখে প্রছন্ন ভ্রূকুটি, মোটা সোটা চেহারা চওড়া কাধ, মর্মভেদী সজাগ দৃষ্টি, পরণে দামী পোশাক। লোকটা সব মিলিয়ে কিন্তু তেমন লম্বা চওড়া নয়। বরং কাঁধ বা চেহারার তুলনায় ছোট-খাট। একটু ঢিলেঢালা, অগোছালো স্বভাবের মানুষ,কথা বলতে বলতে মাথার অবশিষ্ট চুলকগাছিতে আঙুল চালানোতার বরাবরকার অভ্যাস।

অ্যানসনকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিলেন ম্যাডক্স। বসুন, এই বদমাইস ভোদেল্পকে নিয়ে তো মহা মুশকিল হল দেখছি।ব্যাপারটা হলো,ব্যস্ শুরু হলো গাল-মন্দ, দেশের তাবৎ বীমাকারী ব্যক্তির আদ্যশ্রাদ্ধ শুরু করলেন তিনি। আনসন বসে বসে নীরবে সব শুনলো।

মিনিট কুড়ি ধরে একনাগাড়ে তার এই বকবকানি চলল। তারপর বক্তৃতা শেষ করে সিগারেটের প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট তুলে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। বললেন অবশ্য একটা ব্যাপার বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছে না যে টাকা আমাদের দিতেই হবে।

ওঃ চল্লিশ হাজার ডলার। আমার মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। আপনারা সেলসম্যানরাই তো আমার সর্বনাশ করবেন দেখছি। ইনসিওর করার আগে একবারও ভেবে দেখলেন না যে লোকটা নেশারু, পাঁড়- মাতাল। মদে সবসময় চুর হয়ে থাকে। তা সেসব দেখবেনই বা কেন?

আপনাদের নজর কেবল কমিশনের দিকে।কমিশন পেলেই সবচুকেবুকে গেল। ছিছি সামান্য একটু ভুলের জন্য কোম্পানির নগদ চল্লিশটা হাজার ডলার একেবারে জলে গেল।

এতক্ষণে অ্যানসন মুখ খুলল। আমার দোষটা কোথায়। আমার কাজ ইনাসওর করানো। ভুল যদি কিছু হয়েই থাকে তাহলে ডাক্তার সিভেল গিয়ে ধরুণ। ভোদেক্সকে পরীক্ষা করে তিনি সার্টিফিকেট দেওয়ার পর আমি তাকে দিয়ে সই-সাবুদ করিয়েছি। এক পাও নিয়ম না মেনে এগোইনি। অবশ্য কোম্পানির প্রচলিত নিয়মকানুন সম্বন্ধে যদি কিছু বলার থাকে তাহলে–অ্যানসন আড়চোখে তাকাল তবে আমাকে নয়, আপনি বরং মিঃ বারোজকে গিয়ে বলুন নিয়ম-টিয়ম সব পাল্টে ফেলতে।

সে ইচ্ছে করেই মিঃ বারোজের নামটা বলল। ম্যাডক্স-এর মতো লোককে কাবু করতে হলে এরকম দু-চারটে নাম সব সময় ঠোঁটের গোড়ায় রাখতে হয়।

মিঃ বারোজ–ন্যাশনাল ফাইডেলিটির প্রেসিডেন্ট। এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের ওই একটি মাত্র লোককে ম্যাডক্স সমীহ করে কথা বলেন।

ম্যাডক্স হাত তুলে বললেন, ব্যস্ ব্যস্ আমাকে জ্ঞান দিতে হবে না। কাকে কি বলা দরকার সেটা আপনার চেয়ে আমি কিছু মাত্র কম বুঝি না। আর স্টিভেলকেও বলিহারি যাই, এত বয়েস হল, এত রোগী ঘাটলো অথচ লোকটা যে একটা পাঁড় নেশারু সেটা একবারও তার মাথায় ঢুকল না।

অ্যানসন দৃঢ়তা সহকারে বলল যে ভোদেক্স মোটেই নেশারু নয়। অ্যাকসিডেন্টের দিন সে মদ খেয়েছিল ঠিকই, হয়তো একটু বেশী খেয়েছিল। তাই বলে আপনি তাকে নেশারু বলতে পারবেন না।

যাকগে ওসব বাদ দিন, এখন বলুন কাজ-কর্ম কেমন চলছে।

চলছে মোটামুটি। এ মাসটা তেমন সুবিধার নয়। টাকা অনেকেই দিয়ে রেখেছিল কিন্তু মুঠো খুলছে না কেউ।

খুলছে না বললে শুনবো না, হাত বাড়িয়ে টেবিলের স্তূপীকৃত পলিসির মধ্যে থেকে একখানা পলিসি তিনি তুলে নিলেন। কিসে যে আপনাদের আশ মিটবে স্বয়ং ভগবানও বোধহয় তা–ঠিক করে বলতে পারবেন না। এইতো ফিলিপ বারলোর এই পলিসিটা এটা তো আপনিই করিয়েছেন। জপিয়েছেন তো ভালই দেখছি, পাঁচ নয় দশ নয় একেবারে পঞ্চাশ হাজার ডলার।

ওঃ সেই বারলোর পলিসিটা, অ্যানসনের মুখের রেখা এতটুকু বদলালো না। যেহেতু ভাগ্যটা নেহাৎ ভালো তাই হয়েছে। একদিন চিঠি পাঠাল, দেখা করতে গেলাম; ব্যস্ মাছ চারে এলো।

চার মানে বেশ বড়সড় চার বলুন। একেবারে পঞ্চাশ হাজার। পলিসিটা টেবিলে রেখে তিনি অ্যানসনের দিকে তাকালেন তা আপনার এই বারলো মহাশয়টা কি করেন?

গেদো বাংলায় মালী, শুদ্ধ বাংলায় উদ্যানশিল্পী, সহজ-সরল ভঙ্গিতে অ্যানসন তার দিকে তাকান, সত্যি কথা বলতে কি, ওর মতো বাগানের কাজ জানা লোক আমি জীবনে দুটো দেখিনি মিঃ ম্যাডক্স। ফ্রামলের দোকানের পুষ্পবিভাগের উনিই সর্বেসর্বা, ওর বাড়ীতে যা একখানা বাগান আছে, দেখলে চোখ একেবারে জুড়িয়ে যায়। আহা কি একখানা নিপুণ হাতের কাজ–অনেক বাগান দেখেছি কিন্তু এত সুন্দর না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে বাগানের আমি কিছু বুঝিও না, বুঝতে চাইও না। আমি শুধু বুঝি কাজকাজের পর কাজ ব্য। তা, যে লোকটা সামান্য একটা চাকরী করে সে হুট করে এত দামের বীমা করতে গেল কেন?

কেন আবার, টাকার জন্য। স্বাধীন ব্যবসা করবে, টাকা পয়সা তেমন নেই। পলিসি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক থেকে ধার নেবে এই হচ্ছে উদ্দেশ্য। তা লোকটার মাথা আছে। বছর দুয়েকের মধ্যে ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে।

দাঁড়ালে তো ভালই, না দাঁড়িয়ে যদি শুয়ে পড়ে, হঠাৎ পটল তোলে, তাহলেই গেছি। আবার পঞ্চাশ হাজারের ধাক্কা।

ওর হঠাৎ পটল তোলার কোনও সম্ভাবনা নেই। স্টিভেল পরীক্ষা করে ওর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট দিয়েছেন।

স্টিভেন্সের কথা আর আমাকে বলবেননা। ও একটা আস্ত হাতুড়ে না হলে একটা লোক মাতাল ও কেন পরীক্ষা করে বুঝতে পারে না।

অ্যানসন কোনও জবাব না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরালে। ম্যাডক্স আর একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তা মরলে টাকা পাবে মিসেস বারলো, জানতে পারি ইনি কে? ওঁর স্ত্রী নাকি?

হ্যাঁ। অ্যানসনের বুকের স্পন্দন বাড়লো।

তা ইনি কেমন?

কেমন মানে দেখতে কেমন?

হ্যাঁ সবাইকেই চিনে রাখা দরকার। এক দোকানের সামান্য মাইনের চাকুরে এত বড় টাকার বীমা করল দুম করে স্বভাবতই মনে নানারকম প্রশ্ন জাগে। কেমন তিনি?

ভালোই মানে মোটামুটি চলনসই।বছর সাতাশেক বয়েস।ওনার সঙ্গে বেশীকথাবার্তা বলার সুযোগ হয়নি। যতটুকু দেখেছি মনে হয় ওরা দুজনে সুখী।

পলিসিটা ম্যাডক্স আবার হাতে তুলে নিলেন। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘাড় তুলে বললেন প্রিমিয়ামের এতগুলো টাকা উনি নগদে দিলেন?

হ্যাঁ দিলেন। ব্যাঙ্কে টাকা পয়সা রাখা উনি একেবারেই পছন্দ করেন না। বাড়িতেই রাখেন। কোন কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?

না গণ্ডগোল নয়। তবে নগদে অতগুলো টাকা। মনটা একটু খুঁতখুঁত করছে।

অ্যানসন মাথা নীচু করে টাইটা ঠিক করল। ম্যাডক্স গলগল করে একমুখ ধোয়া ছাড়লেন। তাহলে ব্যবসার জন্য পলিসি বন্ধক রেখে উনি টাকা পেতে চান, এই তো?

আমাকে তো সেইরকমই বললেন?

কি যেন করবেন? বাগানের ব্যবসা। হ্যাঁ, বাগানের ব্যবসা মানে কিন্তু দু-চার পয়সার ব্যাপার নয়। দস্তুরমতো অনেক টাকার দরকার, জমি কেননা, চারা বড় করার জন্য বাড়ি বানাও, মেসিন কেননা, এটা কেননা ওটা কেননা সে একেবারে হাজারো বায়নাক্কা, আমার সব মনেও নেই।

তা–ওর মোট কত মূলধন দরকার?

কি জানি আমাকে যেচে কিছু বলেনি, আমিও জানতে চাইনি। আমাকে বললেন বীমা করাতে চাই আমিও কথা বাড়ালাম না। করিয়ে দিলাম, চুকে গেল ঝামেলা।

হ্যাঁ তা তো ঠিকই। আপনার আর কি? আপনার কাজ যেহেতু বীমা করানো সেহেতু বীমা করিয়ে দিয়েই আপনি খালাস।

অ্যানসন বলল, এটুকুর বেশী আমি করতে যাবোই বা কেন? যা মাইনে আপনারা দেন তাতে এর বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। যাই হোক এখন যেতে হবে আর কোন কথা আছে?

ম্যাডক্স অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন না আর কোন কথা নেই। তাহলে আজ চলি। পরে আবার দেখা হবে।

ম্যাডক্স যন্ত্র চালিতের মতো ঘাড় নাড়ল। অ্যানসন গটগট করে বেরিয়ে গেল। তিনি চোখ ফেরালেন। চোখ গিয়ে পড়ল বারলোর পলিসিটার ওপর। তিনি সেদিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তার কপালে একের পর এক চিন্তার রেখা ফুটে উঠল, হঠাৎ কি মনে হতে স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের বোতামে চাপ দিলেন, হারমাস কোথায়?

প্যাটি বললো, এখানেই আছেন। পাঠিয়ে দেব।

হ্যাঁ তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও।

ঠিক তিন মিনিট পর দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন, স্টিভ হারমাস, ম্যাডক্স-এর দাবী পূরণ দপ্তরের প্রধান তদন্তকারী। লম্বাশক্ত সমর্থ চেহারা। চওড়াকাধ।বছর তেত্রিশেক বয়েস। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মুখখানা লম্বা ঘোড়ার মতো। দেখলেই বোঝা যায় হারমাস একটি পাকা ধুরন্ধর।

সবদিক থেকেই হারমাস ম্যাডক্স-এর ভারী প্রিয়, শুধুতাকে একটি মাত্র কারণে তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন নি। হারমাস ম্যাডক্স-এর এক প্রিয় সেক্রেটারীকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। এটা যে কতবড় অপরাধ তবুও তিনি হারমাসকে ভালবাসেন, নোকটার তদন্ত করার কায়দা আছে বটে।

হারমাস একটা চেয়ারে বসে ম্যাডক্স-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি ব্যাপার জরুরী তলব কেন?

বারলোর পলিসিটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মিঃ ম্যাডক্স বললেন, এই নাও এটা দেখো।

হারমাস ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পলিসিটা দেখলেন। তারপর চোখ তুলে বললেন, হুম্ একেবারে ছবির মতো, অ্যানসন জপিয়েছে বেশ।

ম্যাডক্স চেয়ারেশরীর এলিয়ে দিয়ে হাসলেন।ঠিক পুরোপুরি ছবির মতো নয় হারমাস। বারলো প্রু টাউনে ফ্রামলের দোকানের সামান্য মাইনের একজন চাকুরে। হঠাৎ দুম করে পঞ্চাশ হাজারী বীমা সে করতে যাবে কেন? পলিসিটা তুমি নিয়ে যাও। একবার এ বিষয়ে খোঁজখবর করো।

হু, ব্যাপারটা যেন একটু গোলমেলে ঠেকছে।

গোলমেলে তো বটেই তিনি যদি দয়া করে হঠাৎ একদিন পটল তোলেন। ব্যস সোজা পঞ্চাশ হাজারের ধাক্কা। অ্যানসনকে বেশ সুন্দর বুঝিয়েছে বাগানের ব্যবসা করার জন্য নাকি পলিসি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা নেবে। বেশ সে না হয় মানলুম, যে, সে ব্যবসাই করবে কিন্তু বাগানের ব্যবসার জন্য পঞ্চাশ হাজার কিসে লাগবে?

টাইটা ঠিক করে হারমাস মাথা চুলকোলেন। কোন জবাব দিলেন না। ম্যাডক্সকে তিনি ভালভাবেই জানেন, তিনি এখন নিজের মনেই কথা বলছেন প্রশ্নের জবাব তিনি শুনতে চান না।

সুতরাং বুঝতেই পারছে যে সন্দেহের পোকা আমার মাথায় ঢুকেছে। কেমন যেন একটা জাল জোচ্চুরির গন্ধ পাচ্ছি। তুমি দেখো, যা করবার করো। সন্দেহ মোচনের ভার আমি তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম।

হারমাস মৃদু হেসে বললেন, আচ্ছা মিঃ মসডক্স আপনার সন্দেহের ছোঁয়া লাগেনি, এমন কোনো পলিসি আপনি কোনোদিনও চোখে দেখেছেন কি?

দেখেছি, নামমাত্র কয়েকটা, আঙুলে গুণে তার সংখ্যা বলে দেওয়া যায়। এখন শোনো এই পলিসিটার ব্যাপারে তোমাকে কি কি করতে হবে। প্রথমেই জানতে হবে বারলো কে, সে কিরকম লোক। টাকা পয়সা কেমন আছে ইত্যাদি।

এরপরেই আসছে তার স্ত্রী। এর সম্বন্ধে আমার আগাপালা রিপোর্ট চাই। তুমি বরং এক কাজ করো, তোমার সেই জানাশোনা ডিটেকটিভ এজেন্সিকে এদের পিছনে ভিড়িয়ে দাও। তুমি তোমার মতো করে অনুসন্ধান করো, তারা তাদের মতো করুক। যেমন যেমন করে আসবে সোজা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। হারমাস উঠে দাঁড়ালেন বললেন ঠিক আছে দেখি কতদূর কি করা যায়।

ম্যাডক্স আপন মনে বিড়বিড় করে বললেন–পঞ্চাশ হাজার। যার পাঁচ হাজার করার কথা সে করে পঞ্চাশ হাজার। প্রিমিয়ামের অতগুলো টাকাও নগদে দেয় কেন?

কেন তা এখনই কিভাবে বলবো। কটা দিন যাক খোঁজ খবর করি। তারপর আপনি আপনার কেনর জবাব পাবেন। চলি?

বড় বড় পা ফেলে হারমাস চলে গেল। তার চলে যাওয়ার দিকে ম্যাডক্স কিছুক্ষণ অন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে আর একখানা পলিসি তুলে নিলেন।

.

হেড-অফিস থেকে নিজের ফ্লাটে ফিরতে ফিরতে দশটা বেজে গেল। খাওয়াদাওয়ার কাজ ওখানেই চুকিয়ে এসেছে। শরীর ভীষণ ক্লান্ত। এখন শুয়ে স্রেফ টেনে ঘুম। সুতরাং পোষাক ছেড়ে শোবার তোড়জোড় করছে অ্যানন এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল।

অ্যানসন একটু অবাক হল এত রাত্তিরে কে এল? সে গিয়ে দরজা খুলল। দরজার ওপাশে–এক মহিলা দাঁড়িয়ে। তাঁর পরনে কালো কোট সবুজের ওপর হলদে ডোরাকাটা একখানা ওড়নায় মুখ ঢাকা, অ্যানসন দরজা খুলতেই সে পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো ঘরে।

চাপা গলায় সে বলল, দরজা বন্ধ করে দাও।

মেগ তুমি! তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলো অ্যানসন। মুখের ওড়না খুলে ফেলল মেগ। অ্যানসনের বিস্ময় তখনো কাটেনি। সে মেগ-এর দিকে অবাক চোখে তাকাল, তুমি এখন এখানে?

না এসে পারলাম না। সারাদিনে তোমাকে অনেকবার ফোন করেছি। একবারও পাইনি। তাই বাধ্য হয়ে চলে এলাম।

কেউ এখানে তোমাকে ঢুকতে দেখেনিতো? মেগ-এর হাত থেকে কোটটা নিয়ে সে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখলো। দেখো মেগ, আমাদেরদুজনকে এখন একসঙ্গে দেখার কিন্তুঅনেক বিপদ।

হাত তুলে তাকে থামিয়ে মেগবলল, আমি জানি তোমার কোন ভয় নেই কেউ আমাকে ঢুকতে দেখেনি। তাছাড়া দেখলেই চিনতে পারবে না। একপা এগিয়ে এসে অ্যানসনের একটা হাত ধরে মেগ বলল, জন তুমি কি আমাকে দেখে খুশী হওনি?

অ্যানসন নিবিড়ভাবে মেগকে বুকে টেনে নিলো। তার কপালে তপ্ত-চুম্বন এঁকে দিলো।

মেগ আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে নিল। তুমি সারাদিন কোথায় ছিলে অ্যানসন। অফিসে ফোন করে আমি একেবারে হয়রান।

অফিসে! তুমি করছো কি, অফিসে ফোন করতে তোমাকে আমি বার বার বারণ করেছি। আমাদের এখন সবদিক থেকে সতর্ক হতে হবে টাকা পাই না পাই আমরা যে পরিচিত একে অপরকে ভালবাসি, এখন কাউকেই বুঝতে দেওয়া চলবেনা। আর তুমি এদিকে এই কাণ্ড করেছে।

ওকথা বাদ দাও। এখন বলল কতদূর কি এগিয়েছে?

অ্যানসন সেদিনের ম্যাডক্স-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের আগাগোড়া ঘটনাই বিবৃত করল, মেগ মন দিয়ে সব শুনল।

অ্যানসন কাহিনীর যবনিকা টানলো তবে হ্যাঁ, ভয়ের কোন কারণ নেই, আমি ম্যাডক্সকে মোটামুটি সন্তুষ্টি দিতে পেরেছি। ও আর এ নিয়ে জল ঘোলা করবে না।

মাথা নীচু করে দুহাতের দিকে তাকাল মেগ জন তুমি ফিলকে কবে—

এখন নয় মেগ। এত তাড়াতাড়ি নয়। এখনও চার-পাঁচ মাস আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। চার পাঁচ মাস। মেগ টেনে টেনে বলল।

তাতো বটেই একমাস ধৈর্য্য ধরে না থাকলে অসুবিধা আছে। বুঝতে পারছে না বীমা করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বীমাকারীকে মরতে দেখলে স্বভাবতই সবার মনে সন্দেহ হবে। ম্যাডক্স এরও হবে। অবশ্য চার-পাঁচ মাসও অনেক কম সময়। তবু, কয়েক সপ্তাহের চেয়ে কয়েকটা মাস মন্দের ভালো তো বটেই।

তুমি ওকে কি ভাবে মাররে? স্থির দৃষ্টিতে মেগ যেন অ্যানসনের মনের কথাটা বুঝতে চাইল।

এখনও কিছু ভাবিনি। সেই পুকুরে ডুবিয়ে মারার মতলবটা তেমন কাজের হবেনা। ধরো আমি ওকে মেরে পুকুরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় বাড়ীর সামনের রাস্তায় কেউ না কেউ এসে পড়লো। ব্যস্ফাঁসির দড়ি বা গ্যাস চেম্বারের ব্যবস্থা একেবারে পাকাপাকি করে ফেলা। তাই যা করতে হবে বাড়ির মধ্যে, ভেতরে।

মেগ ভয়ে কেঁপে উঠল, বাড়ির মধ্যে!

হা। তবে কিভাবে কি করবো, এখনও ভাবিনি। ভেবে-চিন্তে একটা কিছু খাড়া করে নিই, তারপর তোমাকে জানাবো।

কিন্তু সত্যিই কি আমাদের অতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

মেগ দেখো এটা তাড়াহুড়োর কাজ না। তড়িঘড়ি করতে গেলেই সব মাটি। অপেক্ষা আমাদের করতেই হবে পঞ্চাশ হাজার ডলারের জন্য, না হয় কিছুদিন অপেক্ষা করলাম।

হ্যাঁ তা ঠিক, কিন্তু কিভাবে কি করবো সে সম্বন্ধে সত্যিই কিছু ভাবোনি?

তোমার আজ কি হয়েছে বলো তো? বিরক্ত হয়ে অ্যানসনবলল, বারবার একথা বলছে।বলছি তো এখনও কিছু ভাবিনি। এত অধৈর্য হওয়ার কোন কারণ আছে কি? তুমি তো বলেছিলে যে ওকে দিয়ে ইনসিওর করাতে পারবো না। দেখলে তো বাজে কথা বলার লোক অ্যানসন নয়, সে নিজের ওজন বুঝে কথা বলে। সে ইনসিওর করল কিনা?

না না আমি সে কথা বলছিনা। সেদিক দিয়ে তো তোমার কেরামতি আছেই। যা হোক এবার আমাকে যেতে হবে।

অ্যানসন যেন আকাশ থেকে পড়লো, তার মানে চলে যাবে কেন? আজ তোমার স্বামীবাড়ীতে থাকবে না তাহলে এত তাড়াহুড়ো কেন, আজ রাতটুকু এখানে থেকে যাও। কোট খোল।

না জন প্লিজ আমাকে তুমি থাকতে অনুরোধ কোরনা। মেগ গলার স্বর জড়িয়ে বলল।ফিলকে আগে থেকেই কথা দিয়েছি আজ ওর স্কুল দেখতে যাবো। সকালবেলা ওর সঙ্গে এখানে এসেছি। তোমাকে ধরার জন্য সারাটা দিন ফোন করে করে মিথ্যে হয়রান হলাম। তুমি থাকলে কত ভাল হত। সারাদিন দুজনে একসঙ্গে থাকা যেত।

অ্যানসন উঠে এক পা এগোল। মেগ-এর হাত ধরে টানলো। মেগ হাত ছাড়িয়ে বলল না জন আজ আমাকে যেতেই হবে।

যেয়োনা মেগ, যেয়োনা। অ্যানসন অনুনয়ের সুরে বললো যে,হয়তো আর কোনদিন এইভাবে তোমাকে কাছে পাব না। এসো কাছে এসো।

জন অবুঝ হয়োনা। মেগ দরজার দিকে এগোল। এখানে আমার আসার কথা নয়। তবু এসেছি তোমাকে দেখতে, হচ্ছে হলো তাই। কিন্তু এখন না গিয়ে উপায় নেই।

এরপর মেগ আর দাঁড়াল না। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। উঁকি মেরে একবার চারিদিকে দেখলো। তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

বন্ধ দরজায় ওপাশ থেকে ভেসে এলো জুতোর শব্দ। অ্যানসন বিমূঢ়ের মতো একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

অ্যানসন-এর বাড়ির সামনে রাস্তার অন্ধকারে একপাশে একখানা কালো বুইক দাঁড়িয়ে আছে।

চালকের আসনে গেলার হেগান। ঠোঁটের কোণে তার জ্বলন্ত সিগারেট। হাঁটুর ওপর দুহাত রেখে সে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে।

মেগকে বেরিয়ে আসতে দেখে চাবি ঘুরিয়ে সে ইঞ্জিন চালু করলো। বাঁদিকের দরজা খুলে গেল। মেগ এসে গাড়িতে উঠলো। দরজা বন্ধ করে গেলার গাড়ি ছাড়লো।

গেলার গিয়ার বদল করে বলল–তারপর অ্যানসন কি বললো?

বললো এখনও চার পাঁচ মাস অপেক্ষা করতে হবে।

চার পাঁচ মাস-তোমার মাথাটা একেবারেই গেছে। বলেছে সপ্তাহ, শুনেছ মাস।

জেরী, মাথা আমার ঠিকই আছে। সপ্তাহ বললে সপ্তাহই শুনতাম। বললো চার পাঁচ মাসের আগে কিছু করা সম্ভব নয়। করলে নাকি বীমা কোম্পানির সন্দেহ বদ্ধমূল হবে।

ওর মুণ্ডু। গেলার গর্জন করে উঠল। ওসবসন্দেহ-ফন্দেহ ছাড়ো। যা করবার তাড়াতাড়ি করতে হবে। অতোদিন বসে থাকা আমার চলবে না। এ মাসের মধ্যেই আমার টাকা চাই।

আড়চোখে মেগ গেলার-এর দিকে তাকালো, বেশ তো তুমি নিজেই বরং একদিন ওর সঙ্গে দেখা করে বলে এসো গিয়ে তোমার কথা।

গেলার তার দিকে কটমট করে তাকাল। মেগ মুখ ফিরিয়ে নিল। রাগে আর কিছু করতে না পেরে গেলার অ্যাকসিলেটরে চাপ দিল। স্পীডোমিটারের কাঁটাটা এক লাফে উঠে এলো একশোয়। গাড়ি তীরের বেগে ছুটে চললো।

রাস্তা ফাঁকা। চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার রাস্তার দুপাশের গাছগুলো যেন বাতাসে সাঁতার কাটতে কাটতে বিপরীত দিকে ছুটে চলেছে। কেউ কোন কথা বললোনা। বাকী পথটুকু নিঃশব্দেই কাটলো।

বারলো বাড়ির ফটকের সামনে গাড়ি এসে থামলো। গেলার সোজা গাড়ি নিয়ে গিয়ে গ্যারেজে তুললো।

মেগ চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলল। ঘরে ঢুকে আলো জ্বাললো। জানলার খড়খড়ি নামিয়ে দিলো। গেলার এলো একটু পরে।

দুজনে গেলো বসবার ঘরে। অগ্নিকুণ্ডে দু-খানা কাঠখুঁজে দিয়ে মেগ ভেতরে এলো। পোশাক পাল্টে একটু পরে এক বোতল হুইস্কি আর দুটো গ্লাস নিয়ে ফিরে এলো। গেলার একটা সিগারেট ধরালো। মেগ বোতল খুলে গ্লাস দুটো পূর্ণ করে একটা গেলারকে দিল আর একটা নিজে নিয়ে বসলো গিয়ে সোফায়।

গ্লাসে এক দীর্ঘ চুমুক দিয়ে গেলার মেগ-এর দিকে তাকাল। শোনো মেগ তোমাকে কায়দা, বদলাতে হবে। ওরকম পুতুপুতু করলে চলবে না। যেমন করেই হোক এক মাসের মধ্যেই আমার টাকা চাই। অ্যানসনকে এর মধ্যেই যা কিছু করার করতে বাধ্য

করাই হবে তোমার কাজ। যদি তা করতে পারো তাহলে তোমার আমার সম্পর্ক থাকবে আর না হলে পায়ে মাথা খুঁড়ে মরলেও আর তুমি আমাকে পাবে না।

মেগ-এর মুখ বিবর্ণ হল। মুখ কালো হয়ে গেল। সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল কোনো উপায় নেই জেরী। বিশ্বাস কর আমার অ্যানসনকে ভয় করে, ওকে সামলানো আমার পক্ষে মাঝে-মধ্যে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

থামো থামো গেলার ধমকে উঠল। ওসব নাকী কান্না আমি শুনতে আসিনি, যা বললাম তাই করবে কোন ওজর-আপত্তি আমি শুনবো না।

মেগ চোখে-মুখে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকালে গেলার-এর দিকে। বলল, তুমি জানো, সেই পেট্রোল-পাম্পের-পুলিস সেই যে গুলি খেয়ে মরলো, ওকে অ্যানসনই মেরেছে।

অ্যানসন মেরেছে! কে বললো তোমাকে? ওসব গল্প আমাকে বলতে এসো না।

মেগ প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে বলল,নানা গল্প নয়। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনা। পুলিসটাকে ও ফিলের রিভলবার দিয়ে গুলি করেছে।

গেলার অবাক চোখে ওর দিকে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো। তাহলে এতক্ষণে বুঝলাম এই ব্যাপার। দুয়ে দুয়ে চার, ওখান থেকে টাকা হাতিয়ে ওদের টাকা শোধ করেছে তাই তো ভাবি যে ও এত টাকা পেলো কোত্থেকে। আচ্ছা তাহলে হারামীটা এর মধ্যেই হাত পাকিয়ে ফেলেছে। পুলিস খুন করে ডাকাতি করেছে।

সেই জন্যই তো আমি বলছি মেগ গেলার-এর পাশে সরে এলো, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বললো, অ্যানসন খুনী। ওকে দেখলেই আমার ভয় করে। উঃ ওর চোখের দৃষ্টি কি ভয়ঙ্কর। সবসময় যেন ঘুরছে। তুমি এখন থেকেই সাবধান হও জেরী। ওকে বিশ্বাস নেই কি করতে কি করে বসে। ওকে আমাদের কাজে লাগানোই ভুল হয়েছে।

কিছু ভুল হয়নি। হাতের পানীয় এক নিঃশ্বাসে গলাধঃকরণ করে গেলার বললো। ওকে দিয়েই আমাদের কাজ হবে। ও বারলোকে দিয়ে ইনসিওর করিয়ে তারপর ছাড়লো। ও কাজের লোক।

অবশ্য এছাড়া ওর উপায়ই বা কি? শ্যাম বার্নস্টেন এর অর্থ হাজার ডলার এদিক ওদিক খুচ খাচ আরো কতো ধার, টোপ না গিলে ও কোথায় যাবে। দাও বোতলটা এদিকে দাও।

মেগ বোতল এগিয়ে দিলো। গেলার গলায় উপুড় করে ঢাললো। বললেন, ওর কাছে এখনো রিভলবারটা আছে নাকি।

না, পরদিনই ফেরত দিয়ে গেছে। কতদিনে চেষ্টা করলাম তোমাকে ফোন করতে। রোজই শুনি তুমি নাকি কোথায় গেছ।

খুনে, পুলিস খুন করেছে। না, আগে জানলে ওর সঙ্গে সেদিন ওরকম ব্যবহার করতাম না।

খুনে, বলা যায় না, যাকগে ওসব কথা ছাড়ো এখন বলল টাকাটার ব্যাপারে কি ঠিক করলে। এ মাসের শেষেই আমার দরকার। জীবনে এই একটা সুযোগই এসেছে। সুযোগ বারবার আসে না। একটা এলে একবারেই কাজে লাগাতে হয়।

আজ সকালে জো আমাকে বলেছে যা করবার যেন তাড়াতাড়ি করি। আর এক হারামির বাচ্চা জোকে টাকা নিয়ে সাধাসাধি করছে। জো তাকে এ মাসটা অপেক্ষা করতে বলেছে। ওর একান্ত ইচ্ছে আমাকে পার্টনার করেই ব্যবসায় নামে। পঁচিশ হাজার ডলার আমার লাগবে। এ মাসের মধ্যে না দিতে পারলে ও সেই লোকটার সঙ্গেই ব্যবসা ফাঁদবে।

কিন্তু অপেক্ষা না করে আমাদের উপায় কি জেরী। তুমি একটু ভেবে দেখো প্লিজ।

গেলার কোন কথা বললো না। একদৃষ্টে সে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ গেলার মুখ ফেরাল। তার চোখ যেন দ দ করে জ্বলে উঠল, হাঁ আমিই ফিলকে খুন করবো। এখন আর অসুবিধে কি। ইনসিওর হয়ে গেছে। সব চেয়ে ঝামেলার কাজটাই খতম। অ্যানসন-এর অপেক্ষায় হাঁ করে বসে না থেকে আমি নিজেই যা করার করবো। তারপর পরের কথা পরে।

মেগ–চিৎকার করে উঠলোনা, সে দুহাতে গেলারের হাত চেপে ধরলোনা, আমি তোমাকে কিছুতেই এ কাজ করতে দেবো না। তোমাকে হারিয়ে আমি বাঁচবো না জেরী। বিশ্বাস করো, তার চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

গেলার তাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিল। যাও যাও। ওসব মেকী কান্নায় কোনো ফল হবে না। হয় ঝেড়ে কাশো, নাহয় আমি যা বললাম মেনে নাও। পাঁচ মাস অপেক্ষা করা আমার পোষাবে না।

মেগ বলল, আচ্ছা বেশ, আমাকে কটা দিন ভাবতে সময় দাও। আমি...।

ভাবো আর না ভাবোবা, আমার কথা আমি বললাম। গেলার উঠে দাঁড়াল, অ্যানসন না করলে কাজটা আমাকেই করতে হবে, যদি তাও না পারি, তাহলে আমাকে অন্য কোথাও টাকার খোঁজ করতে হবে। তাহলে আমি আর নেই।

ওঃ তখন কত মেজাজ!কি একখানা কায়দা আমি আবিষ্কার করেছি। কত মুরোদ তাতো আমার বোঝা হল। তোমাকে চিনতে আমার আর বাকী নেই। একটা দেহ সর্বস্ব রাস্তার মেয়ে। তোমার চেয়ে হাজার গুণ সুন্দরী মেয়ে আমাকে পাবার জন্য ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। শোন যা করবার তাড়াতাড়ি করো। এবার কিন্তু আর হাজার কান্নাকাটি করলেও আমাকে আর পাবে না। কথাটা মনে রেখো।

মেগ ডুকরে কেঁদে উঠল,নানা অমন বোলনা জেরী। আমি করবো করবোই। যেভাবে পারি, এ মাসের মধ্যেই করবো। তোমাকে ছাড়া আমার আর কিছু নেই তো।

আগে দেখা যাক কতদূর কি করতে পারো তারপর নয় আবার নতুন করে ভাবা যাবে, এই বলে গেলার দরজার দিকে এগোল চলে যাওয়ার জন্য।

মেগ অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকাল, তুমি চলে যাবে, কতদিন তোমাকে দেখিনি, এছাড়া ফিল আজ রাতে বাড়ী ফিরবে না।

না ফিরবে তো আমার কি। ভাবো কি তুমি। তোমার রূপ–এখনও ঝরে পড়ছে? তোমার জন্য গেলার হেগান হাঁ করে বসে আছে? ফুঃ আমার অন্য কাজ আছে। আমি চললাম। তুমি আগে অ্যানসনকে সামলাও। তারপর আমার দিকে নজর দিয়ো।

গেলার-এর বুকে মেগ হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাকে শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু গেলার তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেগ সোফার ধার ধরে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিল। গেলার-এর গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। সে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ সোফায় বসে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল। গেলার, গেলার আবার চলে যাবে।না না গেলার ছাড়া আমার জীবন বৃথা।

মেগ হুইস্কির বোতলটা তুলে উপুড় করে গলায় ঢাললো। প্রচণ্ড প্রদাহ তার কণ্ঠনালী ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল। তারপর সে আক্রোশে খালি বোতলটা দেয়ালে ছুঁড়ে মারল।

গেলার হেগান-এর সঙ্গে যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ, অনেক অনেক দিন আগে, হ্যাঁ মেগ স্মৃতির পাতা উল্টে চললো, হাঁ তিন বছরই তো কিন্তু ভাবলে মনে হয়, কত যুগ পার হয়ে গেল।

হলিউডের সেই ছোট্ট রেস্তোরাঁয় হেগানকে দেখে প্রথম দিনই তার রক্তে ঝড় বয়ে গেছিল। সেখানে তার সামান্য চাকরি। মালিক ইচ্ছে করেই ছেলে ওয়েটার রাখেনি। মেয়ে রাখলে দু-পয়সা বেশী রোজগার হয়-নেহাৎ কৌতূহলের বসেও দু-চারজন খদ্দের ঢুকে পড়ে। মেগ সেই রেস্তোরাঁর.মেয়ে ওয়েটার। সেখানে তার ম্যানেজার বেনি হার্তজ-এর সঙ্গে গেলার এসে ঢুকলো।

মেগ অবাক হল, লোকটা কে! এমন সুঠাম চেহারা এমন সবল পৌরুষ, এমন সুন্দর বন্যতা, লোকটা কে? মেগ চঞ্চল হল। মেনুকার্ড নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলো ওদের টেবিলের দিকে।

লোকটা খাবারের অর্ডার দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে অকারণে আবার তার দিকে চোখ তুলে দেখছিল। যে কবার চোখে চোখ পড়েছে মেগ-এর শরীরে বেশ শিহরণ ফেলে গেলো। পানীয়ের তালিকা সে সবে উল্টেছে, সঙ্গের লোকটা বলে উঠল, শুধু কফি আর কিছু না।

সে তার দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল। কফিতে আমার চলবে না। আমার হুইস্কি চাই।

লোকটি বিদ্রুপের সুরে বলল, তা চলবে কেন, মেয়েমানুষ আর মদ তোমার এতবড় সর্বনাশ করলো, পাওনা খেতাব আর একজন ছিনিয়ে নিয়ে গেল, আর তুমি বসে এখানে হুইস্কির অর্ডার দিচ্ছো। কি আমার মুষ্টিযোদ্ধা রে!দাও ওকে, বোতল বোতল হুইস্কি দাও।ও এখন থেকে মানুষের বদলে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বোতলের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আহা আমার ক্যালিফোর্নিয়ার লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন, গেলার হেগান। সে উঠে দাঁড়াল, তার চোখের দৃষ্টিতে ঝরে পড়লো একরাশ ঘৃণা। শোনো গেলার, তোমাকে

আমার আর দরকার নেই, ভেবেছিলাম যে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠত্বের আসনে তোমাকে একদিন বসাবো। কিন্তু কাজ কিছু হল না। ভাবনাই সার। আজ থেকে তোমার পথ তুমি দেখো, আমার পথ আমি। তোমার মতন অমন বাহাদুর রাস্তা-ঘাটে গণ্ডায় গণ্ডায় মিলবে, তাদেরই একটাকে আবার শিখিয়ে পড়িয়ে নেবো। তোমার পেছনে অনর্থক ঘোরাঘুরি করে সময় কাটালে আমার চলবে না। আমাকে যে টাকা দেবে, আমি তার পোষ্য কুকুর। আমি ব্যবসা করতে নেমেছি। চলি বলে সে গেলারকে রেখে চলে গেল। চোখ নামিয়ে গেলার মেগ এর দিকে তাকাল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখে প্রজ্বলিত ক্রোধ, সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা অসহায় অবস্থা। আহা এত শক্তসামর্থ্য লোকটাকে একটা রোগা টিঙটিঙে লোক যা নয় তাই অপমান করে গেল। এখন না হয় পারেই না, সব মানুষের শক্তি বা সামর্থ্য কি সবসময় একরকম থাকে, যখন পারতো তখন ক্যালিফোর্নিয়ার ভোজবাজি দেখিয়েছে। এখন পারে না কোত্থেকে আর দেখাবে।

মেগ-এর লোকটার ওপর কেমন যেন মায়া হলো। সে এগিয়ে গিয়ে গেলারের হাত ধরল, একটু বসতে বলে দৌড়ে নিজের ঘর থেকে এক বোতল হুইস্কি এনে দিল। ব্যস সেই থেকেই গেলার তার হল। রাতে নিজের ছোট্ট ফ্ল্যাটে গেলার-এর নির্দয় বন্য লালসার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে সে সুখী হল।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে পাশে মেগকে দেখে গেলার যার পর নাই অবাক হল। আস্তে আস্তে তার সব ঘটনা মনে পড়ল। সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হল, যাক খাওয়া থাকার চিন্তাটা তো ঘুচলল। ঘুষোঘুষি করে প্রতিপক্ষকে হারাবার ক্ষমতা যে তার নেই একথা গেলার ভালমতোই জানতো। মেনি হাউজ কাল ওভাবে অপমান করাতে গেলার মনে মনে খুবই রেগে গেছিল। কিন্তু, মুখে কিছু বলতে পারেনি কারণ সে জানতো যে মেনি একটা

কথাও মিথ্যে বলছে না। ক্যালিফোর্নিয়ার সেই মুষ্ঠিযোদ্ধা গেলার হেগান সরে গেছে, তার জায়গায় নতুন হেগান জন্ম নিয়েছে, যে জানে শুধু দুটো জিনিষ, মদ আর মেয়েমানুষ।

আপাততঃ দুটো চিন্তাই মিটলো। মদের খরচ জোগানোর জন্য আর চিন্তা করতে হবে না। অপরপক্ষে মেয়েটাও বেশ লড়িয়ে। দেখা যাক কটা দিন, অবস্থা কি দাঁড়ায়। মনে তো হচ্ছে মেয়েটা মজেছে। যার কাছে যার যার মজে, মন যে কদিন মজিয়ে রাখা যায় সে কদিনই লাভ।

এমনভাবে দু-সপ্তাহ কাটল। বাড়িতে যতটুকু সময় মেগ থাকে একেবারে আঠার মতো গেলার-এর দেহের সঙ্গে আটকে থাকে, গেলারও কোনো আপত্তি করে না। নিত্যনতুন কায়দায় একের পর এক স্বপ্নের জাল বুনে চলে সে। মেগ যেন সুখের সাগরে ভেসে যেতে লাগল।

দুসপ্তাহ পরে গেলার মুখ খুললো। সে মেগকে বোঝাল যে রেস্তোরাঁয় সামান্য চাকরীতে ক-পয়সাই বা আসে, তার চেয়ে স্বাধীনভাবে দুপয়সা বেশি রোজগারের ধান্দা দেখা ভালো।

স্বাধীনভাবে মানে হল মেগ-এর একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি দেহের বিনিময়ে অর্থোপার্জন। দেহ বিক্রীর প্রয়োজন নেই। শুধু মাছ জালে তোলা, তার কাছ থেকে তারপর যতদূর সম্ভব নিংড়ে নেওয়া। তারপর সে যখন মেগ-এর দিকে হাত বাড়াতে আসবে, তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করবে তখন হেগান এগিয়ে আসবে। মারের ভয় দেখিয়ে, দরকার

পড়লে দু-ঘা মেরে তাকে বিদেয় করবে। টাকায় টাকা আয় হবে, অথচ আসলে কিছুই যাবে না। এমন ব্যবসা কি দুনিয়ায় দুটো আছে?

মেগ-এর সঙ্গে সরল বিশ্বাসে কারচুপি খেললল। রেস্তোরাঁর চাকরি ছেড়ে সে পথে নামলো। খদ্দের ভালই পেলো। টাকাও আসতে লাগলো অনেক। সে যাবতীয় রোজগার গেলার-এর হাতে তুলে দিল। গেলার রোজই টাকা পয়সা নিয়ে জুয়োর আড্ডায় যেতো। মেগ প্রতিবাদ করতো না। গেলার বলতে যে টাকা দু-গুণ চারগুণ করার এমন উপায় নাকি দুনিয়ায় আর দুটো নেই।

কিন্তু দ্বিগুণ তো দূরের কথা সে যে টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতো তা কোনদিনই ফিরতো না। একদিন, দু-দিন, পনেরোদিন, এবারে মেগ একটু চঞ্চল হলো।

তাইতো টাকার নামে টাকা যায়, খাটুনিও যায় প্রচুর, কিন্তু লাভ তো কিছুই হচ্ছে না। মেগ কোথায় নেমে এসেছে। গেলারের জন্য সে রক্তজল করে পয়সা রোজগার করছে কিন্তু গেলার তাকে কি দিলো, কতগুলো মিথ্যে আশা। নাঃ ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখতে হচ্ছে।

রাতে গেলার জুয়োর আড্ডায় বেরিয়ে যাবার পরে মেগ শুয়ে পড়তো। পরে গেলার কখন কি অবস্থায় ফিরতে সে জানতে পারতো না।

সেদিন সে আর ঘুমালো না। গেলার বেরিয়ে যাবার পর সে জেগে রইল। দেখা যাক আজ গেলার কি অবস্থায় ফেরে।

রাত তখন ভোর হয়ে এসেছে। জানলার কাছে বসে বসে একটু ঝিমুনির মতো এসেছে। হঠাৎ একটা গাড়ির শব্দে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সে ধড়মড় করে উঠে বসলো।

একখানা গাড়ি এসে তার বাড়ির উল্টো দিকে থামলো। গেলার টলতে টলতে গাড়ি থেকে। নামলো। নেমে ফের গাড়ির জানলা পথে মাথা গলিয়ে অনেকক্ষণকার সঙ্গে কথা বললো। তারপর হাত নাড়তে নাড়তে হাঁটতে লাগলো। গাড়ি ছাড়লো।

ল্যাম্পপোস্টের ম্লান আলোয় মেগ দেখলো, গাড়ির পেছনের আসনে বসে একটা মেয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে গেলার-এর দিকে তাকিয়ে সে হাত নাড়ছে।

মেগ স্থির হয়ে একইভাবে বসে রইল। দুফোঁটা জল মুক্তোবিন্দুর মতো তার চোখে চিকচিক করতে লাগল। সিঁড়িতে গেলার-এর পায়ের শব্দ শোনা গেল। মেগ হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছলো।

গেলার ঘরে এসে ঢুকলো। মেগকে জেগে থাকতে দেখে একটু অবাক হল। উঠে ঘরেব আলোটা জ্বেলে দিলো মেগ। দেখলো গেলার-এর জামার কলারের কাছে লিপস্টিকের দাগ, বুকের কাছে দুচারটে লম্বা চুল লেগে আছে।

এই তাহলে তোমার জুয়ো খেলা, মেগ স্থির দৃষ্টিতে তাকালো গেলার-এর দিকে। আমার সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে আমারই রোজগারের টাকায় তুমি ফুর্তি করছে। মদ, মেয়েমানুষ নিয়ে আনন্দ করছে। বাঃ এই না হলে পুরুষ মানুষ!

গেলার-এর নেশা ছুটে গেল। সে ধরা পড়ে গেছে দেখে প্রতিবাদ করলো না। বরং রাগে চীৎকার করে উঠল। বলল বেশ করেছি। আরো করবো। ডুবে ডুবে জল খাও, ভাবো তোমার মত কেউ টের পায় না। দ্যাখা কথাটা অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম তোমার মত মেয়েছেলের আমার আর দরকার নেই। জেগে যখন ছিলে, নিশ্চয়ই দেখেছো, ওই মেয়েটার গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, অনেক টাকাও আছে। এরকম একটা দুটো নয় গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ে আমাকে পারার জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। আমি চললাম। আমাকে আর পাবে না।

গেলার বেরিয়ে গেল। স্থির ভাবে মেগ দাঁড়িয়ে রইল। এরকম পরিণতির কথা সে ভাবেনি। এর জন্য সে তৈরীও ছিল না। দুঃখে-অভিমানে তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল। গেলার-এর প্রতি অভিমানে তার বুকটা ফেটে গেল।

মেগ আর কদিন বেরোল না। সে ভেবেছিল গেলার হয়তো ফিরে আসবে। মুহূর্তের উত্তেজনায় সে যা বলেছে, তার জন্য ক্ষমা চেয়ে আবার মেগ-এর সঙ্গে থাকবে, তার হৃদয় ভালবাসার রঙে পূর্ণ করে রাখবে।

কিন্তু না গেলার ফিরলো না, হতাশায় বেদনায় অপমানে অভিমানে মেগ মরমে মরে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, সে আর জীবনে গেলার-এর কাছে ফিরে যাবে না। সে নিজেকে তিলে তিলে শেষ করবে।

সাতদিন পরে চোখের জল মুছে মেগ উঠল। সস্তা পাউডারে চোখের কালিটালি ঢাকলো। সস্তা ফিনফিনে পোষাক পরলো। তারপর হাত ব্যাগ নিয়ে সে পথে বেরোল।

এক টেলিফোন বুথে ঢুকে সে এক মক্কেলকে ফোন করল। সেই মক্কেলটা এক মধ্যবয়স্ক বিগতদার ব্যবসায়ী। সে এর আগে দুবার মেগ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। দুবারই গেলার এর তাড়নায় প্রচুর অর্থ খেসারত দিয়ে সে হতোদ্যম হয়ে ফিরে এসেছে। এবার মেগ নিজেই ফোন করে গেলার যে নেই একথা জানাতে সে নিশ্চিন্ত হল। বললো মেগ যেন অবিলম্বে তার হোটেলের নির্দিষ্ট কামরাটিতে চলে আসে।

হোটেলে পৌঁছে তার কামরায় যাবার আগে মেগ ঢুকলো মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট বাথরুমে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পাউডারের তুলিটা বোলাতে বোলাতে হঠাৎ তার দৃষ্টি স্থির হল। সামনের টেবিলে একটা সুন্দর চামড়ার ব্যাগ। কে যেন ভুল করে ওখানে ফেলে রেখে গেছে।

মেগ ব্যাগটা তুলে নিলো। বোম টিপে খুললল। মুহূর্তে রুদ্ধ-বিস্ময়ে সে থরথর করে কাঁপতে লাগল। ব্যাগের মধ্যে এক তাড়া পঞ্চাশ ডলারের নোট। সব মিলিয়ে কম করে হাজার পাঁচেক তো হবেই।

ব্যাগটা বন্ধ করে সে ব্যাগটা নিজের হাতেই রাখলো। নিজের ব্যাগ রাখলো আয়নার সামনে। একটা শিহরণ তার শরীরে খেলে গেল। এবার এত টাকা দেখলে নিশ্চয়ই গেলার আর তাকে অপমান করতে পারবে না। সে তার সঙ্গে আবার এসে থাকবে।

সে দ্রুত পদক্ষেপে তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোল। হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। এক সুবেশ মহিলা ও পাশে দাঁড়িয়ে। মেগ-এর হাতে ব্যাগটি দেখেই তিনি হাউমাউ করে চেঁচামেচি শুরু করলেন।

ব্যস তারপর যা হবার তাই হলো। লোকজন, হোটেলের ম্যানেজার, থানা পুলিস, বিচারে তিনশো ডলার জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের জেল হল মেগ-এর। আদালতের ভিড়ের মধ্যে সে বারবার একটা চেনা মুখ খুঁজলো। তার গেলার, কিন্তু না গেলার এল না। এ সময় তিনশো ডলার হাতে থাকলেও জেলটা এড়ানো যেত। কিন্তু সঞ্চয় হিসাবে গেলার তাকে একটা টাকাও রাখতে দেয়নি। সব কিছু উড়িয়ে দিয়ে গেছে দু-হাতে।

তিনমাস পর জেল থেকে বেরিয়ে সামান্য কিছু সম্বল করে সে লস এঞ্জেলস ছাড়লো। সোজা এল স্যান ফ্রান্সসিসকোর প্রু টাউনে। লস এঞ্জেলস-এ থাকতে সে শুনেছিল প্রু টাউন শহরটি বেশ বর্ধিষ্ণু। এখানে পয়সা নাকি উড়ে বেড়ায়।

মেগ অফিস পাড়ায় তিনতলার ওপর ছোট একখানা ঘর ভাড়া নিল। কিন্তু পর দিন থেকেই তার ভাগ্য খারাপ। শীত পড়লো সে বছর সবচেয়ে বেশি। খবরের কাগজে লিখলো, এমন শীত নাকি গত পঞ্চাশ বছরেও পড়েনি।

সুতরাং কাজকর্ম যথারীতি প্রায় বন্ধই রাখতে হলো। শীতে রাস্তার লোক পর্যন্ত বেরোয় না, খদ্দের জুটবে কোত্থেকে। সঞ্চয় প্রায় নিঃশেষ হয়ে এলো।

কিন্তু না, এভাবে তো পারা যায় না। শীত আছে, বরফ আছে, সব সত্যি। কিন্তু ক্ষিধেও তো আছে। আধপেটা খেয়ে কাহাতক আর থাকা যায়। একদিন তো তাই মরীয়া হয়ে সবকিছু অগ্রাহ্য করে মেগ বেরিয়ে পড়লো।

পথ জনমানবহীন। গুড়ো গুড়ো বরফ পড়ছে একটানা, উত্তরে বাতাস যেন মেরুদণ্ড অবধি হিম করে দিচ্ছে, রাস্তার বাতিগুলো ম্লান, নিষ্প্রভ, তেমন কিছু শীতের পোষাক মেগ পরেনি। সব শরীরটা তার মুহুর্মুহু কাঁপছে। এগোতে কষ্ট হচ্ছে।

সে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। একজন লোক এদিকে আসছে। মাথায় কান অবধি ঢাকা কালো টুপি, পরনে কালো ওভারকোট। পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে সে বড় বড় পা ফেলে এদিকে হেঁটে আসছে।

মেগ দাঁড়িয়ে পড়লো। বাতি স্তম্ভে হেলান দিয়ে দেহের প্রতিটা প্রত্যঙ্গে কামনার জোয়ার তুলে মনোহারী ভঙ্গিতে দাঁড়ালো। শীত, তুষার উত্তুরে হাওয়া সব সে মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল।

লোকটা তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। চোখ তুলে তাকাল। মেগ মৃদু হেসে ফিসফিস করে বললো কি চাই নাকি?

একমুহূর্ত নীরব। লোকটা ভ্রু কোঁচকালো। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল চাই, চলো।

মেগ শিউরে উঠল। লোকটার চোখ দুটো যেন কেমন। কি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ঐ ছোট দুটো চোখে। পাগল-টাগল নয়তো।

কিন্তু না এখন ওসব চিন্তা করার সময় নেই। একজন খদ্দের পাওয়া গেল। এই যথেষ্ঠ। দুজনে পাশাপাশি এগোতে লাগলো। নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো মেগ। মনোহারী ভঙ্গিতে আহ্বান জানাল এসো।

লোকটা নড়ল না। একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। গায়ের কোটটাও খুললো না। স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল মেগ-এর চোখে।

কই, এসো। মেগ চঞ্চল হলো, দাঁড়িয়ে কেন? দাঁড়িয়েই ভালো। আমি চলে যাব। তবে যাবার আগে তোমার সঙ্গে কটা কথা বলে যেতে চাই।

কথা!

হা। কথা বলার মতো আমার কেউ নেই।

কিন্তু কথাই বলো আর যাই করো, টাকা না দিয়ে কিন্তু যেতে পারবে না।

সে কোটের পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করলো। তিনখানা করকরে দশ ডলারের নোট বিছানার উপর ছুঁড়ে দিল এই নাও তোমার টাকা আগামই দিলাম।

মেগ যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। তিরিশ ডলার! নোট কখানা কুড়িয়ে সে পকেটে রাখলো। বললো বলো। কি বলবে?

কাঠের অভাবে ঘরের কোণে একটা তেলের স্টোভ জ্বলছে। দরজা-জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ঘর বেশ ঠাণ্ডা। বিবর্ণ ময়লা কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিলো মেগ। তারপর বালিশে কনুই রেখে অর্ধেক শুয়ে তার কথা শুনতে লাগল।

সে অনেক কথাই বললো। তার নাম নাকি ফিলিপ বারলো। এই পৃথিবীতে আপনার বলতে কেউ নেই। মা কদিন আগে মারা গেছে। সে নিঃসঙ্গ একলা। তার বাড়ি আছে। বাগান আছে। ছোট পুকুর আছে। সে ফ্রামলের দোকানে চাকরি করে, ইত্যাদি অজস্র কথা।

শুনতে শুনতে মেগ-এর চোখে তার ঘোর এল। বারলো আরো কি বললো, সে কিছু শুনলো, কিছু শুনলো না। কম্বলের গরমে আরামে আয়েশে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলল। মেগ ধড়মড় করে উঠে বসলো। স্টোভটা কখন যেন নিভে গেছে। ঘরে কুয়াশার মতো মান নিষ্প্রভ ভোরের আলো। বারলোকে সে দেখতে পেল না। তবে কি সেনা, পকেটে হাত দিয়ে মেগ নিশ্চিন্ত হল। তিরিশ ডলার পকেটে ঠিকই আছে। বারলো নিয়ে যায়নি।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। কপালের শিরা দুটো দপদপ করছে। গরম নিঃশাস পড়ছে নাক দিয়ে। জ্বর হল নাকি।কনকনে অমন ঠাণ্ডায় বাইরে বেরোনোটা ঠিক হয়নি। সমস্ত শরীর যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। উঃ কি যন্ত্রণা। মেগ চোখ বুঝল।

সে একই ভাবে বিছানায় শুয়ে রইল। বেলা গড়িয়ে বিকেল হলো। সন্ধ্যা নামলো। উঠে আলো জ্বালবে, এমন ক্ষমতাও তার নেই। সে বেহুঁশের মতো বিছানায় পড়ে রইল।

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলো মেগ, পারলোনা। কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাবতার শরীরে। সামান্য শক্তিও অবশিষ্ট নেই।

কে যেন তার মুখের ওপর ধুকে পড়ল। তার চেহারা ধোঁয়ার মত। এ তো বারলো। সে কি যেন বললো। মেগও কিছু বলতে গেল। তার ঠোঁট নড়ল কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। বারলোর শীতল একখানা হাত তার শরীরের ওপর এসে পড়ল। সে অবসাদে চোখ বুজল।

স্ট্রেচারে করে কে বা কারা যেন তাকে নিয়ে যাচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে নামছে, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, মেগ জ্ঞান হারাল।

দুদিন পর জ্ঞান ফিরল। সে শুয়ে আছে হাসপাতালের এক বিছানায়। নার্সকে জিজ্ঞেস করে জানলোবারলো তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। তিনি রোজ একবার করে এসে নিয়মিত খবর নিয়ে যান।

হাসপাতালে তার দশদিনকাটল।নানারকম ওষুধ, ইনজেকশন কত কি।বারলো রোজ নিয়মিত আসতেন। কোন কথা বলতেন না। বিছানার পাশের টুলটাতে বসে স্থির-অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকনে। তারপরে একসময় উঠে চলে যেতেন।

মেগ ভাবতো লোকটা যেন কেমন। আসলে যেচে দয়া দেখানো অনেকের স্বভাব থাকে, এরও বোধহয় তাই। তবে এটা ঠিক হাসপাতালে এনে সে মেগ-এর খুবই উপকার করেছে। এজন্য মেগ তার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু ওটুকুই। তার পক্ষে ওকে ভালবাসা আদৌ সম্ভব নয়। একবার যে হৃদয়ের অর্ঘ্য সে গেলার-এর পদমূলে সমর্পণ করেছে, সে হৃদয়ে আর অন্য পুরুষের স্থান নেই। আচ্ছা গেলার এখন কোথায় আছে। কেমন আছে। যেখানেই সে থাকুক ভাল থাকুক। তাহলেই মেগ খুশি।

দশ দিনের দিন ঘুম ভেঙে উঠেই মেগ বুঝলো, তার রোগ মুক্তি হয়েছে, সে সুস্থ। খুশিতে উঠে বসলো সে বিছানার ওপর। সে সুস্থ সবল, আবার বাড়িতে ফিরে যাবে। কিন্তু বাড়ি বাড়ি মানে তো সেই অন্ধকুপ, আলো বাতাসহীন দমবন্ধ পরিবেশ, না, না এর চেয়ে সারাজীবন রোগী হয়ে এখানে পড়ে থাকা অনেক ভালো। সে বিষণ্নমনে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো।

দিনের আলো নিভে এলো, সন্ধ্যে হয় হয়, এমন সময় বারলো এলো। মেগ-এর আরোগ্যের খবর তিনি আগেই ডাক্তারের মুখে শুনে এসেছেন। মুখে তার আত্মপ্রসাদের হাসি, হাতে একগুচ্ছ জিনিয়া ফুল।

তিনি বিছানার পাশের টুলটাতে এসে বসলেন। মেগ-এর হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিলেন।

মেগ মাথা নীচু করল, ফুলের একটা পাপড়ি দু-আঙ্গুলে ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললো আপনি যা করলেন আমার জন্য, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনার ঋণ আমি...।

হাত তুলে তাকে থামালেন বারলো। দাঁড়াও দাঁড়াও ওসব ঋণ টিনের কথা তুলছো কেন। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে, দেখার কেউ নেই। এনে তুললাম হাসপাতালে। কৃতজ্ঞতা দেখাতে হলে ডাক্তারকে দেখাও কারণ আমি তোমাকে সারিয়ে তুলিনি, যা করেছেন ডাক্তার করেছেন। একটু ইতস্ততঃ করে বললেন দেখো মেগ এই বিরাট পৃথিবীতে আমি একলা, তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই, আমরা দুজন নিঃসঙ্গ মানুষ এবার থেকে একসঙ্গেও তো থাকতে পারি, বিয়ে করে সংসার পাততে পারি। কথাটা একটু ভেবে দেখো।

মনের এই অবস্থায় বারলোর এই অদ্ভুত প্রস্তাবটি মেগকে বড় বিচলিত করলো। একমুহূর্ত, সে ভাবলো, তারপর মুখ তুলে বলল আমি রাজি, চলো আমাকে নিয়ে চলল।

ফেরার পথে সেদিন আরও অনেক কথাই মেগ ভাবলো যে মুহূর্তের বিবেচনায় সে রাজি হয়েছে ঠিকই, তবু একেবারে অন্যায় কিছু একটা করেনি। কারণ সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাপনের জন্য বিয়ে অতি আবশ্যক। বিয়ের পর যদি মতের মিল না হয় তাহলে দরজা তো ভোলাই আছে। ভাবনা কিসের। বিবাহ-বিচ্ছেদ করাটা আজকালকার দিনে এমন কিছু একটা কঠিন ব্যাপার নয়।

বারলো মাত্র সাতদিনের বিজ্ঞপ্তিতে বিয়ের এক বিশেষ অনুমতি পত্র জোগাড় করল। বিয়ে হয়ে গেলো, আড়ম্বর বা অনুষ্ঠান কিছুই হল না। মেগ খানিকটা নিশ্চিন্ত হল, সুখী হল।

বারলোর বাড়িটা প্রথম কদিন খুবই ভালো লাগলো মেগ-এর। অমন সুন্দর বাগান, শহরের এক প্রান্তে নির্জন-নিরালা পরিবেশে ছোট্ট দোতলা বাড়ি। সব মিলিয়ে তার বেশ ভালোই লাগল।

কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে যেতে খুব একটা দেরী হল না। তার স্বপ্নের প্রাসাদ যেন একটা দমকা বাতাস এসে ভেঙে দিয়ে গেলো। বিয়ের পঞ্চম রাতেই ঘটনাটা ঘটলো। মেগ বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো।

পঞ্চম রাতটি তাদের প্রথম মিলনের রাত। স্বপ্ন..না, স্বপ্ন তেমন কিছু নেই। মিলনের সব রকম আনন্দের সঙ্গেই মেগ পরিচিত। তাও বারলোকে নিবিড় করে জানার, পাবার কৌতূহল তো একটা আছেই।

মেগ সেকথা ভাবলে আজও শিউরে ওঠে। উঃ সে কি বীভৎস, কি ভয়াল-ভয়ঙ্কর। বারলো যেন একটা পশু, একটা দানব,....

মিলনের প্রথম রাত সেই পশুর হাতে সপে দিয়েই কাটলো। প্রথম দিকে যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে রইল মেগ। তারপর একসময় বারলোর অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে তার কবল থেকে কোনোক্রমে নিজেকে মুক্ত করে পাশের ঘরে গেল। ভয়ে সে সারা রাত ঘুমাতে পারলো না।

শুরুতেই শেষ, সেই থেকেই এই ব্যবস্থা, দুজনের ঘর আলাদা, আলাদা। কেউ কারোর ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেউ কারোর দিকে চোখ তুলে তাকায় না অবধি। দু-একটা কথাবার্তা বলার দরকার হলে আকারে ইঙ্গিতেই সারে।

কয়েকমাস এমনভাবেই কেটে গেলো। মেগ মনে মনে অধৈর্য্য হয়ে উঠল। একলা বাড়িতে বন্দী না থেকে মাঝে মাঝে বেরোতে শুরু করল।

এমনই একদিন সে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনতে ব্রেন্ট-এ গেছে। কেনাকাটা শেষে দোকান থেকে বেরিয়ে সে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে এসে দাঁড়াল গেলার হেগান।

গেলারকে দেখেই মেগ-এর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। একরাশ কান্না এসে গলার কাছে দলা পাকিয়ে রইল। মেগ-এর চোখ ফেটে জল এল। সে চোখ তুলে তাকাল।

এই তো পুরুষ। অটুট স্বাস্থ্য। দেহের আনাচে-কানাচে যৌবন টগবগ করে ফুটছে। এই গেলার-এর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে কত না শান্তি পেয়েছে মেগ। গেলার তার প্রেমের পুরুষ।

একঘণ্টা পরে। দুজনে গেলার-এর খাটে পাশাপাশি শুয়ে আছে। গেলার তাকে এক হাতে জড়িয়ে আছে। সে গেলার-এর প্রশস্ত বুকে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পরম শান্তিতে চোখ বুজে রয়েছে।

মেগ জেলে যাবার অভিজ্ঞতা থেকে বারলোর সঙ্গে প্রথম রাতের অভিজ্ঞতা সব কথাই গেলারকে বলেছে। কিছু গোপন করেনি, একটুও বাড়িয়ে বলেনি। এখন সে আর বারলো কিভাবে থাকে তাও বলেছে।

সেদিন আরো অনেকক্ষণ পর আবার দেখা করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে মেগ বিদায় নিল।

সেই শুরু। দুজনে আবার ঘনিষ্ঠ হলো। মনের কাছাকাছি এলো। মেগ গেলারকে পেয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভয়। প্রায় রোজ দুজনের দেখা হতে লাগলো।

একদিন দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছে। মেগ আরামে-আয়েসে চোখ বুজে শুয়ে আছে। এমন সময় গেলারই কথাটা তুললো।

বারলোর জীবনের বিনিময়ে এক বীমা কোম্পানির সেলসম্যানকে দাবার খুঁটির মতো চালিয়ে কিভাবে অনেক টাকা রোজগার করা যেতে পারে, সে কথা সে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলো। মেগ মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনলো। বারলোর প্রতি এখন তার দয়া মায়া চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। সুতরাং, রাজি হতে অসুবিধে কি? সে রাজি হল।

হুইস্কিটা এখনও জলন্ত আগুনের মতো শরীরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাতের ওপর থুতনি রেখে মেগ ভাবলো, একটা কিছু এখন অবশ্যই করা দরকার। আবার যদি গেলারকে হারাই তাহলে আমি বাঁচবোনা। গেলার ছাড়া আমার জীবনের কোনো মানেই হয়না। অমন উদ্দাম প্রেম, না না একটা কিছু ফন্দী বের করতেই হবে। আমি গেলার-এর জন্য সব করতে পারি। হ্যাঁ দরকার হলে মরতেও পারি।

বারলো ঝোঁপের আড়ালে আড়ালে হেঁটে এগোলেন। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশ জরীপ করতে করতে এগোচ্ছেন। হঠাৎ তার চোখ উজ্জ্বল হল। তিনি চমকে দাঁড়ালেন ঐ তো

গাছের নীচে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় কোনো গাড়ি বা জনমানসের চিহ্নমাত্র নেই।

রাত সোয়া দশটা। ভিড়টা এখনো তেমন জমেনি। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গাড়ির পর গাড়ি আসতে শুরু করবে। প্রতিটা ঝোঁপের আড়ালে থাকবে একটা করে গাড়ি। আর একজোড়া তরুণ তরুণী। আর তারা চমকে উঠবে উল্লাসে। আমি তাদের উল্লাসের বারোটা বাজাবো।

গাড়িটা থেকে রেডিওর গান ভেসে আসছে। বারলো চারপাশে আর একবার সতর্ক দৃষ্টি ফেরালেন। নিঃশব্দে স্নানের টুপি মাথায় পরলেন, গালে রবারের গোলক দুটো চালান করে দিলেন, তারপর রিভলভারের ট্রিগারে হাত রেখে নিঃশব্দে এগোলেন।কাকড়ার মতো সতর্ক অথচ ভয়াল ভঙ্গিতে।

হাপরের মত বুকটা উঠানামা করছে। বারলো পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন। আজ একটা ফয়সালা অর্থাৎ হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

৬.

শোবার ঘরের দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলো বারলো। ঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত সাড়ে নটা। রবিবার। মেগ নীচের তলায় বসে টেলিভিশন দেখছে। এতক্ষণ ছিলেন নীচে। শরীর খারাপের অজুহাত দিয়ে চলে এসেছেন। মেগ নিস্পৃহভাবে একবার ঘাড় তুলে তাকিয়ে আবার টেলিভিশনের দিকে মন দিয়েছে।

যাক ভালোই হল। টেলিভিশন দেখুক না দেখুক ভারি বয়ে গেলো। আসলে ও নীচের তলায় রয়েছে এটাই শান্তি । এখন বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাজ করা যাবে।

বারলো দেয়াল আলমারী খুললেন। স্নানের সাদা টুপি,রবারের দুটো গোলক, এবং রিভলভারটি নিয়ে পকেটে পুরলেন। ঠোঁটের কোণে তার ক্রুর হাসি ফুটে উঠল। আলমারির ডালা বন্ধ করে তিনি চাবি আটকালেন।

বারলো চোরের মতো চুপিচুপি ঘরের বাইরে এলেন। দরজার গায়ে তালা আটকালেন। তারপর নিঃশব্দে মৃদু পদ-সঞ্চারে ধাপে ধাপে চোরের মত চুপিচুপি ঘরের বাইরে এলেন নিঃশব্দে মৃদু পদ-সঞ্চারে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে নামলেন। বসবার ঘরের দরজায় কান পাতলেন। সেই পপ গায়কটা এখনও সরু গলায় ইনিয়ে-বিনিয়ে চলেছে। তিনি ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ির বাইরে এলেন।

বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। বারলো গাড়ি নিলেন না। গাড়ির শব্দ শুনলে মেগ হয়তো বুঝতে পারবে। বরং এই ভালো, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় হেঁটে গ্লিন হিলে পৌঁছতে তার কতটুকু

সময়ই বা লাগবে। আজ আর জেসনস্ গ্লেন নয়, আজ গ্লিন হিল...পাহাড়ের আড়ালে ছোট্ট এক ফালি উপত্যকা। তরুণ-তরুণীদের আর এক রমণীয় লীলাক্ষেত্র, আঃ দারুণ হবে।

বারলো অন্ধকারে গা মিশিয়ে এগিয়ে চললেন। প্রায় চল্লিশ মিনিট একনাগাড়ে হেঁটে পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলো। তারপর সামনের চড়াইটা পেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন ঘন গাছপালা ঝোঁপঝাড় ঘেরা সুন্দর উপত্যকাটিতে।

.

আজ সোমবার। অ্যানসন সকাল থেকেই প্রু টাউনে যাবার তোড়জোড় করছে। দুপুর নাগাদ ফোন এলো।

অ্যানা ফোন তুলল, কাকে চাই? হ্যাঁ উনি এখানেই আছেন ওনাকে দিচ্ছি। অ্যানসনের দিকে তাকালো আনা, আপনার ফোম, মিসেস টমসন না কি যেন একটা নাম বললেন।

অ্যানসন এগিয়ে এসে রিসিভার তুললো বলুন।

জন আমি মেগ বলছি।

আনসন চমকে উঠল, মেগ! ভয়ার্ত চোখে অ্যানার দিকে তাকাল, অ্যানা মাথা নীচু করে মেসিনে কাগজ পরাচ্ছে। দেখো কাণ্ড। সেদিন বারণ করা সত্ত্বেও আফিসেই আবার

ফোন। রিসিভারটা শক্ত হাতে চের্গে ধরলো অ্যানসন কানের সঙ্গে, হ্যাঁ বলুন বুঝেছি, আপনার জন্য কি করতে পারি মিসেস টমসন।

আজ রাতে অতি অবশ্য একবার বাড়িতে এসো ভীষণ দরকার।

আচ্ছা যাবো খন, আচ্ছা ছাড়ছিধন্যবাদ, অ্যানসন ফোন নামিয়ে রাখলেন।

টেবিলে ফিরে কাগজপত্র গুছিয়ে তৈরী হল সে। আনাকে বলল যে রাতে ফেরা আর সম্ভব হবে না। সে পরদিন সকালে ফিরবে।

অ্যানসন অ্যাটাচিটা নিয়ে অফিস থেকে বেরোল। গাড়িতে বসে ইঞ্জিন চালু করলো। গাড়ি ছুটে চললো চওড়া রাস্তা ধরে।

মার্লবোরো হোটেলে খেতে ঢোকার আগে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিষ কেনার জন্য রাস্তার পাশের এক দোকানের সামনে অ্যানসন গাড়ি থামাল। কেনাকাটা হয়ে গেলে দাম মেটানোর সময় কে যেন পেছন থেকে তার নাম ধরে ডাকল।

অ্যানসন ফিরে তাকাল। ললির সঙ্গে চোখাচুখি হল। তার চোয়াল শক্ত হল। মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হল।

এই সেই ললি। আমি একদিন এর প্রেমেই হাবুডুবু খেতাম। ওঃ দিনের আলোয় কি বিশ্রীই না দেখাচ্ছে।

ও অসহ্য। কাউন্টারে দাম মিটিয়ে জিনিষের ছোট প্যাকেট সে পকেটে পুরলো। তারপর পেছন ফিরে বলল ললি কি খবর কেমন আছো?

ভালো, তুমি কেমন?

ঐ একরকম। আচ্ছা চলি, আমার একটু তাড়া আছে বলে আনসন পা বাড়ালো।

বাড়িতে থাকবে তো? আজ রাতে যাবো নাকি?

না আজ থাকছি না। কদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে তোমাকে ফোন করব। চলি।

ললি এগিয়ে এসেঅ্যামের হাত চেপে ধরলো, তোমার কি হয়েছে জন আমাকে দেখলেই এড়িয়ে যাও কি ব্যাপার? অথচ আগে সপ্তাহে একবার আমাকে না পেলে...

হা পাগল হয়ে যেতাম এই তো? অ্যানসন হাত ছাড়িয়ে বলল, আজকাল কাজের চাপ বড় ললি। তাই দেখা সাক্ষাৎ করার আর সময় হয় না।

সে আর দাঁড়ালো না। ললির ছোঁয়া বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠল। তারপর ইঞ্জিন চালু করে গাড়ি ছাড়লো।

মার্লবোরা হোটেলের সামনে গাড়ি...।

সে সোজা গিয়ে ঢুকলো রেস্তোরাঁয়। হ্যারী ডেভিস তাকে দেখে হাত তুললো। সে এগিয়ে গিয়ে হ্যারীর টেবিলে ওয়েটারকে খাবারের অর্ডার দিলো।

ছোটখাটো চেহারার মধ্যবয়সী এই হ্যারী ডেভিস বেশ আমুদে প্রকৃতির লোক। কোন এক তেল কোম্পানীর সে সেলম্যান। পথেঘাটে তার সঙ্গে অ্যানসনের প্রায়ই দেখা হয়ে যায়। দেখা হলেই এটা-ওটা নিয়ে বেশ জমজমাট গল্প ফেঁদে বসে। সময় যে কোথা দিয়ে চলে যায় কেউ বুঝতেও পারে না।

হ্যারী আজও যথারীতি গল্প করতে থাকলো। উত্তরে অ্যানসন শুধু হু হু করলো। তার এখন গল্পে মন নেই। মেগ-এর ফোনের কথাগুলো এখনও তার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যারীর সঙ্গে আজ দেখা না হলেই মনে হয় ভাল হত।

খাবার এল। অ্যানসন মাথা নীচু করে খেতে লাগল। মুরগীর মাংসের একটা বড় টুকরো মুখে পুরে বলল দিনকাল বড় খারাপ হে অ্যানসন। এতদিন-এ শহরটা নির্ঞ্ঝার্ট ছিল এখন দেখছি এখানেও নিশ্চিন্তে থাকা যাবে না।

অ্যানসন মুখ তুলে বললো কেন কি হলো?

কি হলো মানে? কি হলোনা তাই বল। দশ দিনের মধ্যে দু-দুটো খুন। পুলিস বিভাগের একটা বড়রকম রদবদল হওয়া দরকার। দিনের পর দিন খুন খারাপ বেড়ে যাবেঅথচ পুলিসনাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে, এটা তো আর বরদাস্ত করা যায় না।

কে আবার খুন হল?

দেখো কাণ্ড! তুমি কি কাগজ-টাগজ পড়াও আজকাল ছেড়ে দিলে নাকি? আজ সকালের কাগজ পড়নি?

তাহলে আর কোথা থেকে জানবে। কাল রাতে গিন হিলে এক ছোকরা গুলি খেয়ে মরেছে। বান্ধবীকে নিয়ে সে বেড়াতে গিয়েছিল সেখানে। গাড়িতেই বসেছিল। এমন সময় গাড়ির খোলা দরজা পথে হঠাৎ করে আততায়ী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলি করে ছেলেটিকে মেরে ফেলে। তারপর মেয়েটাকে টেনে নামিয়ে ধর্ষণ করে। ওঃ মেয়েটাকে যা অত্যাচার করেছেনা, বেচারীকে হাসপাতালে দিতে হয়েছে। ছেলেটাকে আমি চিনতাম জানো।

ওদের তিন বছরের প্রেম, আর কদিন বাদেই ওরা বিয়ে করতো। পুলিস যথারীতি একটা সূত্রও আবিস্কার করতে পারেনি। আততায়ীর চেহারার একটা বর্ণনা অবশ্য তারা মেয়েটির কাছ থেকে পেয়েছে। আমার মনে হয় পেট্রোল পাম্পের সেই খুন এবং এই খুন এ দুটো একই লোকের কাজ। পুলিসের বড়কর্তা জেনসন তো একেবারে আদা জল খেয়ে লেগেছেন এ দুটো রহস্যের কিনারা করার জন্য।

অ্যানসন আড়চোখে হ্যারীর দিকে তাকিয়ে বলল পেট্রল পাম্পের সেই খুনেটার তো কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি এখনো তাই না?

হ্যারী বলল না এখনও কিছু করা যায়নি। কেউ কেউ বলছে দুজন খুনী আলাদা লোক। আবার কেউ কেউ বলছে ওরা একই লোক। আমি নিজেও বড় ভাবনায় পড়েছি ভাই। ব্যাপারটা কি জানো, হ্যারীশূন্য চোখে কড়িকাঠের দিকে তাকাল, আসল ব্যাপার হল

আমারও বাড়িতে উঠতি বয়েসের মেয়ে, কপালে তার কি আছে ভগবান জানেন। এই বিকৃত কাম পুরুষ গুলোর এক অদ্ভুত মনস্তত্ব। একজনকে ধর্ষণ করে এদের চাহিদা মেটে না। এদের দরকার হয় নিত্য নিত্য নতুন খোরাক।

— হু, তা তো ঠিকই বলে অ্যানসন উঠে দাঁড়াল তারপর বিল মিটিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলো। হ্যারীর দুশ্চিন্তার কারণ থাকতে পারে, বাড়িতে তার উঠতি বয়েসের মেয়ে কিন্তু অ্যানসনের ওসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই, তার মনে এখন অন্য চিন্তা, এক মাত্র চিন্তা মেগের সেই টেলিফোন বার্তা আজ রাতে অবশ্য একবার এসো, ভীষণ দরকার। তা সেই ভীষণ দরকারটা কি?

ওঃ আমায় কি ভীষণ ভাবনায় না ফেলেছিলে মেগ দরজা খুলতে অ্যানসন বলল, আমি তো ভেবে ভেবে অস্থির। তা সেই ভীষণ দরকারটা কি?

বলছি, আগে ভেতরে এসো।

দুজনে বসবার ঘরে এলো! সোফায় বসলো পাশাপাশি।

এবার বলো কি সংবাদ?

জন, মেগ অসহিষ্ণু চোখে অ্যানসনের দিকে তাকাল, আমাদের এতো ভাবনা চিন্তা পরিশ্রম সব বোধহয় নিরর্থক হতে চললো। আমরা শিগগিরই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

সেকি চলে যাবে কেন?

যেতে হবে তাই যাবো। কাল রাতেই ফিল আমাকে কথাটা বললো। আমরা এ বাড়ি ছেড়ে ফ্লোরিডায় গিয়ে উঠব।

অ্যানসন অধৈর্য হয়ে বললো ফ্লোরিডা, তুমি একি বলছো মেগ?

যা সত্যি তাই বলছি। মেগ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো হাডসন না কে যেন একজন তার নাকি ফ্লোরিডায় বিরাট ফুলের বাগান পরশু না কবে সে ফ্রামলের দোকানে এসেছিল। সেখানেই তার ফিল-এর সঙ্গে আলাপ ফিলকে পার্টনার করে বিরাট এক ব্যবসা কাঁদতে সে নাকি খুব ইচ্ছুক। ফিলের টাকা পয়সা কিছুই লাগবেনা। ওতো উত্তেজনায় একেবারে ছটপট করতে শুরু করেছে। এমন সুযোগ নাকি লাখে একটা মেলে না। ব্যবসায় ব্যবসা হবে, অথচ ঝুঁকি কিছু নেই। তাই আমরা চলে যাবো।

কবে?

এ মাসের শেষাশেষি। ফ্রামলের দোকানেও ইতিমধ্যেই চাকরি ছাড়ার নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ আর একটা কথা আমাকে ফিল বলছিল যে ইনসিওরটা নাকি ও বাতিল করে দেবে। যখন ব্যবসার জন্য আর টাকাই লাগছে না তখন অনর্থক আর বোঝা টেনে লাভ কি?

ওর সঙ্গে তুমিও যাবে তাই না?

মেগ ম্লান হেসে বললো, যাবো নাতে কি করবো, তোমাকে পেয়ে আমার সব চিন্তা ঘুচে গিয়েছিলো জন, কিন্তু না, দেখছি আমার কপালটাই খারাপ, যাহা চাই তা ভুল করে চাই।

অ্যানসন দু-হাতে তাকে বুকে টেনে নিলো। তপ্ত চুম্বন এঁকে দিলো তার ভেজা দুই চোখের পাতায়। না না মেগ তাকে ছেড়ে ফ্লোরিডায় চলে যাবে এ অসম্ভব, ভাবাই যায় না। যে কোন উপায়ে তাকে রাখতেই হবে। তাছাড়া তারা চলে যাবার সাথে সাথে পঞ্চাশ হাজার ডলারের আশাও নিশ্চিহ্ন হবে। না ওদের যাওয়া বন্ধ করতেই হবে। যে কোনও মূল্যে।

মেগ ধীরে ধীরে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। অস্থির ভাবে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো ঘরের এদিক থেকে ওদিক। তার চোখের দৃষ্টিতে চাঞ্চল্য, মুখে দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মেগ, তাহলেই দেখো বিনা কারণে আমি তোমাকে ফোন করিনি।

কি করবো কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিলামনা। আচ্ছা জন এখানে থাকতে থাকতেই ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় না। দেখো না। একটু ভেবে চিন্তে এ মাসের শেষাশেষি যদি কিছু একটা করা যায়।

দাঁড়াও দাঁড়াও। আমাকে ভাবতে দাও। আচ্ছা-এ মাস শেষ হতে এখনও কতদিন বাকি আছে?

আঠারো দিন।

অ্যানসন ঘাড় নাড়লো তাহলে অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব। মাত্র এই কটা দিনে কিছু করার উপায় নেই। ম্যাডক্স।

সবসময় শুধু ম্যাডক্স ম্যাডক্স! আচ্ছা ম্যাডক্স ছাড়া তোমার কি আর কোন কথা নেই।

মেগ উপায় নেই কারণ যা কিছু করি না কেন, ম্যাডক্স সব কিছুর মধ্যেই থাকছে।

কিন্তু, কিন্তু এ ছাড়া যে আর কোন উপায় নেই জন। এ মাসের মধ্যে যদি কিছু করতে পারা যায় তাহলে ভালো না হলে তো আশা আমাদের ছাড়তে হবে। তুমি বিশ্বাস করো জন, পঞ্চাশ হাজার ডলারের জন্য যে কোনও ঝুঁকি নিতে আমি তৈরী।

কিন্তু ঝুঁকি নিয়ে কি হবে? কোথায় পাঁচ মাস আর কোথায় আঠারো দিন,নানা-এ একেবারেই অসম্ভব। আমি তো কোন কিনারাই পাচ্ছি না।

মেগ বুক ভরে শ্বাস নিলো। যাক এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল,চলে যাবার গল্পটা সত্যি সত্যিই অ্যানসন বিশ্বাস করেছে। ওঃ এতদিন ধরে তাকে কম ভাবতে হয়েছে। ভেবে ভেবে তবে না এরকম একটা গল্প খাড়া করা গেছে। মেগ গেলারকে বেঁধে রাখার জন্য সবকিছু করতে পারে। গেলার তার জীবন, তার স্বপ্ন, আশা, ভবিষ্যত।

মেগ ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে ধীরে সুস্থে ভাবতে হবে। আজ রাতটা যদি এখানে থাকি তাহলে তোমারকি কোনও অসুবিধে হবে?

না না অসুবিধে আর কি? তুমি থাকবে এতে আর বলার কি আছে। মেগ বিলোল কটাক্ষে অ্যানমনের দিকে তাকিয়ে বলল, এগিয়ে এসে দুহাতে অ্যানসনের গলা জড়িয়ে ধরল। অ্যানসনের হাত তার শরীরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘৃণায় বিরক্তিতে মেগ বারবার শিউরে শিউরে উঠল।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। খোলা জানলা দিয়ে ঘরের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন জ্যোৎস্নার আলো। মেগ নিঃসাড়ে উপুড় হয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। রাত প্রায় শেষ হয়ে গেল। তিনটে বাজে। অ্যানসন-এর চোখে ঘুম নেই। একের পর এক চিন্তা তার মনে এসে ভিড় করছে।– হঠাৎ তার মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো কথাটা খেলে গেলো। তাইতো হ্যারী ডেভিস যে কি বলেছিল, হ্যাঁ মনে পড়েছে হ্যারী বলেছিল ব্যাপারটা কি আমার বাড়িতেও উঠতি বয়েসের মেয়ে আছে। তার কপালে কি আছে ভগবান জানেন। এই বিকৃত কাম মানুষগুলোর এক অদ্ভুত মনস্তত্ব, একজনকে ধর্ষণ করে এদের আশা মেটে না। এদের দরকার এখন আরো খোরাক নিত্যনতুন নতুন মেয়ে।

তা এ মতলবটা ত খারাপ না।

অ্যানসন ধড়মড় করে উঠে বসল, মেগকে ঠেলা দিলো, এই মেগ ওঠো ওঠো।

মেগ চোখ মেলে আড়মোড়া ভেঙে অ্যানসন-এর দিকে তাকাল। ওঠো ওঠো, হয়ে গেছে সব ঠিক হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি ওঠো।

মেগ উঠে বসল, বলল কি, কি হয়ে গেছে। অ্যানসন-এর চোখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

কালকের খবরের কাগজটা কোথায়?

আছে নীচের তলায়, কেন, কি দরকার?

সেটা ঝটপট নিয়ে এসো, আর একটু কড়া করে কফি করো। হয়ে গেছে আর চিন্তার কোন কারণ নেই।

মেগ-এর বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। সে উঠে গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দরজার দিকে এগোল।

তাড়াতাড়ি যাও। অতো ভেবে চিন্তে হাঁটার সময় এটা না। যাও পরে অনেক ভাবনা চিন্তার সময় পাবে, অ্যানসন বিছানায় উঠে বসল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টান দিতে লাগল।

মেগকয়েক মিনিট পরে এলো। তার হাতে কফির ট্রে। ট্রের ওপরে খবরের কাগজখানা ভজ করা। হে মেরে অ্যানসন কাগজটা তুলে নিল। চোখের সামনে মেলে ধরে জোরে জোরে প্রথম পৃষ্ঠার বিশেষ খবরটা পড়তে লাগল।

কাপে পট থেকে কফি ঢালতে ঢালতে মেগ চোখ তুলে বলল কি ব্যাপার কি পড়ছে?

আনসন হাত তুলে তাকেকথা বলতে বারণ করল। তারপর আগাগোড়া সংবাদটি পড়ে কাগজ ভাঁজ করে রেখে সে মুখ তুললল। ব্যস আর কোনো চিন্তা নেই। সব ঝামেলা

ঢুকে গেল। এই দেখো। কাগজটা সে মেগ-এর দিকে বাড়িয়ে দিলো। মেগ হাতে নিয়ে কাগজ মেলে ধরলো তার চোখের সামনে। বললো, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

কি আশ্চর্য্য বুঝতে না পারার কি আছে। অ্যানসন কফির কাপ তুলে নিল। ওই যে, সেই বিকৃতকাম আততায়ী কর্তৃক যুবক নিহত, যুবতী ধর্ষিত, ওইটা আগাগোড়া পড়।

সংবাদটা মেগ আগাগোড়া পড়লো। শেষ চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রেখে অ্যানসন একটা সিগারেট ধরালো। মুখে ফুটে উঠলো আত্মপ্রসাদের হাসি।

মেগ পড়া শেষ করে চোখ তুলতে অ্যানসন বলল, একে বলে মাথা, বুঝলে?

ভেবে ভেবে কেমন একখানা বের করেছি। বিকৃতকাম ধর্ষণকারী পুরুষ, সহজে ওদের আশ মেটেনা। দিনের পর দিন লোভ ওদের বেড়েই চলে। এই আততায়ীটিই হবে আমাদের দাবার বোড়ে। বারলোকে খুন করে সে তোমাকে ধর্ষণ করবে। ম্যাডক্স তো কোন ছার। স্বয়ং ভগবান। এলেও এবার আর অবিশ্বাস করতে পারবে না।

আমাকে ধর্ষণ করবে, আমি তো ছাই কিছু বুঝতেই পারছি না। প্লিজ জন, একটু ভেঙে বলল।

ভেঙে বলার আর আছেটা কি। সবই তো খবরে পরিস্কার বলে দেওয়া হয়েছে। অ্যানসন সিগারটে এক দীর্ঘ টান দিলো একমুখ ধোয়া ছাড়লো, পলিস গুলো সব তরুণ-তরুণীদের এখন থেকে সাবধানে থাকতে বলেছে। তাদের ধারণা এই যৌন বিকারগ্রস্ত আততায়ী হয়তো আবার কাউকে আক্রমণ করতে পারে। এর মানে হল এই, পুলিস

আর একটা আক্রমণের আশায় আছে। আমাদের পক্ষেও এটুকুই যথেষ্ট। উত্তেজনায় বিছানার উপর পা মুড়ে বসলো অ্যানসন, মেয়েটা পুলিসের কাছে আততায়ীর যে বর্ণনা দিয়েছে তার থেকে আমরা জানতে পারি আততায়ী বেঁটে, মুখ চ্যাপ্টা, চোখের দৃষ্টি ক্রুর। পরনে ছিল তার কালো ওভারকোট কান অবধি নামানো কালো টুপি। মেয়েটির সঙ্গে হাতাহাতি করতে গিয়ে মাথার টুপি খসে পড়ে এবং তার মাথাজোড়া টাক প্রকাশ হয়ে পড়ে। একেবারে ছবির মতো বর্ণনা। তোমাকে-এর প্রতিটা শব্দ বহু মুখস্থ করে ফেলতে হবে। এই লোকই তোমার স্বামীকে গুলি করবে এবং তোমাকে ধর্ষণ করবে। পুলিস যখন আততায়ীর চেহারা জানতে চাইবে তুমি তাদের হুবহু এই বর্ণনা দিয়ে দেবে। ব্যস ঝামেলা চুকে গেল। পুলিসের মনে আর সন্দেহের চিহ্নমাত্র থাকবে না। আমরা বিনা ঝামেলায় পঞ্চাশ হাজার ডলারের মালিক হয়ে যাবো।

মেগ অবাক চোখে অ্যানসনের দিকে তাকিয়ে থাকলো। তার মুখে কথা বেরোল না।

অ্যানসন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, সেদিন তুমি না বলেছিলে, এ মাসের শেষাশেষি তোমাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী। তারিখটা কতো? কি বার?

আর তিনদিন পর শুক্রবার। মেগ বিমুখের মতো বললো কেন এটা জেনে কি হবে?

অ্যানসন বিড়বিড় করে বলল মোটে চারদিন। চারদিন মাত্র সময়, ঠিক আছে ওতেই হবে।

ওইদিন তোমাকে নিয়ে বাইরে ডিনার খেতে যেতে তুমি বারলোকে বাধ্য করবে। ডিনারের পর বায়না ধরবে। দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য কোন নির্জন স্থানে

তোমাকে নিয়ে যেতে। হ্যাঁ ঠিক। গ্রিন হিল নয় তুমি ওকে জেসনস্ প্লেনে যাবার কথা বলবে। আমি ওখানে থাকবো। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবো।

তারপর, মেগ জানতে চাইল। যেন বহুদূর থেকে তার গলার স্বর ভেসে এলো।

তারপর আর কি। অ্যানসন আঙুল দিয়ে খবরের কাগজ দেখালো এই ঘটনাই ঘটবে।

তার মানে ফিলকে তুমিই গুলি করবে?

আলবাত। আমি ছাড়া আর কে করবে, শুধু তাই নয় গুলি করার পর তোমাকে আমি আক্রমণ করবো, ধর্ষণ করবে। মেগ দ্যাখো, সত্যি কথা বলতে পঞ্চাশ হাজার ডলার–তা অমনি অমনি আকাশ থেকে টুপকরে তোমার কোলের ওপর পড়বেনা।এরজন্য তোমাকেকসরত করতে হবে। তোমার অবস্থা এমন হওয়া দরকার, যাতে পুলিশবা ম্যাডকারুর মনেই তিলমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাদের যেন বুঝতে অসুবিধা না হয় যে সেই বিকৃতকাম কোন বিকারগ্রস্ত আততায়ীই তোমাকে আক্রমণ করেছে। তারপর আততায়ীর চেহারা সম্পর্কে তোমার নিখুঁত বর্ণনা, ব্যস, কেল্লাফতে সুড়সুড় করে পঞ্চাশ হাজার ডলার গড়িয়ে আসবে।

কিন্তু আমি বলছিলাম।

এর মধ্যে আর কোন কিন্তুর স্থান নেই মেগ। অ্যানসন ঘাড় নাড়লো, ফ্লোরিডায় চলে যাবার আগে একমাত্র এভাবেই আমাদের কাজ হাসিল করা সম্ভব। এছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। অন্ততঃ ম্যাডক্সকে এই একটা মাত্র উপায়েই বোকা বানানো যেতে পারে।

অন্য যেভাবেই করিনা কেন, তাকে ফাঁকি দেওয়া যাবেনা। আমাদের এই পরিকল্পনার একটা চালাকি আছে। পুলিস যা আশা করে আমরা তেমনই করছি নতুন কিছু না।

মেগ অধৈর্য হয়ে,.বলল জন তোমার পরিকল্পনা সম্পর্কে আমার কিছুই বলার নেই। কিন্তু অন্য কয়েকটা খুঁটিনাটি বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে। ধরো যদি সেদিন বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির মধ্যে ফিল মোটেই জেসনস্ প্লেনে যেতে রাজি হবে না।

কথাটা অবশ্য মিথ্যে বলোনি।তবে আমরা আশা করবো, বৃষ্টি হবেনা।হলে তখন আর উপায় নেই। এখানে এই বাড়িতেই তখন যা করার করতে হবে।

তখন তোমাকে অন্য গল্প করতে হবে। বলবে, কে যেন দরজায় কড়া নাড়লো। তোমার স্বামী দেখতে গেল, তুমি ওপর থেকে একটা গুলির শব্দ শুনতে পেলে। তারপর সেই উন্মাদ তোমার ঘরে এসে ঢুকলল, তোমাকে আক্রমণ করলে, এই হবে তখনকার গল্প। অবশ্য জেসনস্ প্লেনে হলেই সুবিধে হয়, এখানে হলে একটু বেশি ঝুঁকি নেওয়া হবে।

আর একটা কথা ধরো সেই লোক শুক্রবার রাতের আগেই ধরা পড়লো। এদিকে আমরা কিছু জানতেও পারলাম না। সেরকম অবস্থায় পুলিসের কাছে কাগজের মতো বর্ণনা দিতে গিয়ে তো বোকা বনতে হবে।

ঠিক, এটা মাথায় আসেনি। বেশ ভালকথা মনে করিয়ে দিয়েছে। এসব খুটিনাটি বিষয় নিয়ে আমাকে আরো ভাবতে হবে। মোটামুটি খসড়া পরিকল্পনা তোমাকে আমি জানিয়ে রাখলাম। যেটুকু পাল্টাবো, তোমাকে পরে জানাবো। আহা বেশ তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর পুলিসের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষমতাও তোমার থাকবে না। এর

মধ্যে আমি খোঁজখবর নিয়ে জানবো সেই লোক ধরা পড়েছে কিনা। যদি ধরা পড়ে, আমি তোমাকে লাল ফুলের গুচ্ছ পাঠাবে। যদি ধরা না পড়ে থাকে, তবে পাঠাবো গোলাপের তোড়া।

যদি লাল ফুল পাঠাও, অর্থাৎ সে যদি ধরা পড়ে, তাহলে কি বলবো?

কি আর বলবে, যে কোন একটা লোকের বর্ণনা দিয়ে দেবে। এরকম তো প্রায়ই দেখা যায় একজন দুবৃত্ত একটা কাজ করার পর অন্য দুবৃত্তিরাও সেই কাজ করতে উৎসাহিত হয়। সুতরাং অন্য লোকের বর্ণনা দিলে পুলিসের মনে করার কিছু নেই।তবে ধরা না পড়লে ভালো। তাহলে সব একেবারে নিঝঞ্ঝাট হয়ে যায়।

মেগ অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। আনসন বলল কি ভাবছো তুমি?

না তেমন কিছু নয়। মেগ অ্যানসনের চোখে চোখ রাখলো। ঐ যে তুমি বললে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর আমার কথা বলার মতো শক্তি থাকবে না। ওকথা কেন বললে?

বাঃ সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ, আরে বাবা এতক্ষণ ধরে তাহলে কি বললাম। কাগজেই বা কি পড়লে তুমি। বদমাইশটা মেয়েটাকে তাড়া করতে করতে অনেক দূর নিয়ে গেছে, তাকে পিটিয়ে প্রায় আধমরা করেছে, তারপর তাকে ধর্ষণ করেছে।

মেয়েটির অবস্থা এখন সাংঘাতিক, এসব তো কাগজেরই খবর। তোমারও তো এরকমই হবে। অভিনয় বা ভান করার আর দরকার হবেনা। আর তাছাড়া অভিনয় করলেই তো আর পার পাওয়া যাবেনা, ম্যাডক্স তো ডাক্তারের রিপোর্ট দেখতে চাইবে। যখন দেখবে, সত্যিই তুমি ধর্ষিত হয়েছ তখনই সে স্থির নিশ্চিত হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছে আগাগোড়া ব্যাপারটা তোমারই হাতে। তুমি যদি রাজি হও সবকিছু সামলাতে পারবে বলে ভরসা দাও তবেই হবে। তা না হলে সব মাটি।

মেগ উঠে জানলার কাছে গেল। মাঠের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মনের গোপনে একটা ভয়, একটা আতঙ্ক এসে তিলে তিলে দানা বাঁধতে লাগলো। দূর থেকে যেন ভেসে এলো গেলার এর কণ্ঠস্বর... ।

এ মাসের মধ্যেই আমার টাকা চাই। তোমার কাজ হবে, অ্যানসনকে এর মধ্যেই যা কিছু করার করতে বাধ্য করা। যদি তা করতে পার তাহলে তোমার আমার সম্পর্ক বজায় থাকবে। নাহলে ব্যস, পায়ে মাথা খুড়ে মরলেও আমাকে আর তুমি পাবে না।

তার চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। গেলার জেরী প্রিয়তমা আমার, তোমাকে আমি হারাতে পারবো না, কিছুতেই পারবো না। তোমার জন্য আমি যে কোন দুঃখ কষ্ট মাথা পেতে নেবো। তুমি আমার, আমারই।

হাতের পিঠে চোখের জল মুছে ঘুরে দাঁড়াল মেগ। ম্লান হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে, ঠিক আছে জন, ঠিক আছে, তোমার জন্য আমি সব করবো। সব...

বুক থেকে যেন একটা বিরাট বোঝা নেমে গেলো অ্যানসন-এর। সে আরামে বালিশে মাথা রাখলো। কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বললো পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতিবার আমি এখানে আসবো। খুঁটিনাটি সবকিছু নিয়ে সেদিন বিশদ আলোচনা হবে, তাহলে তুমি কথা দিচ্ছ। তোমার স্বামীকে নিয়ে তুমি শুক্রবার বেরোচ্ছো, জেসনস্ প্লেনে যাচ্ছে।

হ্যাঁ যাবো, ওকে রাজি করানোর ভার আমার।

অ্যানসন নাটকীয় ভঙ্গিতে দুহাত বাড়িয়ে দিলো, তাহলে এসো দেবী আমার, পঞ্চাশ হাজারী দেবী, আমার হৃদয়ে এসো অধিষ্ঠিত হও।

মেগ অনিচ্ছা সত্বেও এগোলো। অ্যানসনের আলিঙ্গনে ধরা দিলো।

.

অ্যানসনকে লিফট থেকে বেরোতে দেখে জাড় জোন্স উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে অভিবাদন। করলো। জোন্স অ্যানসনের অফিস বাড়ির নৈশ প্রহরী। গাট্টাগোট্টা শক্ত সবল চেহারার পুরুষ।

জাড মাথা তুলে বললল গুড ইভনিং মিঃ অ্যানসন। আপনার কি আজ বেশি রাত হবে কাজ সারতে?

কাজের চাপ কদিন হল বেড়েছে। দেরী হতে পারে। চট করে যা হোক দুটো খেয়ে আসি। ফিরে এসে আবার কাগজপত্র নিয়ে বসবো। বড়জোর এগারোটা অবধি থাকবো। আলো জ্বলতে

দেখে তুমি আবার ভেবো না যে আমার ঘরে চোরটোর ঢুকে পড়েছে।

না, না, মিঃ অ্যানসন কি যে বলেন, তা কেন ভাবতে যাবো। জোন্স-এর মুখে বিগলিত হাসি ফুটে উঠল। আপনি বললেন ব্যস, আপনাকে আর বিরক্ত করতে যাবো না।

জোন্সকে অ্যানসনের হাতে রাখতে হয়েছে। সে এখন না হয় নিপাট ভালোমানুষ, আগে কোনো কোনো দিন টাকা পয়সার ঘাটতি পড়লে রাস্তা থেকে সস্তা মেয়েদের অফিসেই নিয়ে আসতো অ্যানসন। জোন্স দেখেও দেখত না। বড়দিনে বা অন্যান্য বিশেষ উৎসবের দিনে সে জোন্সকে দুহাত ভরে বকশিস দিতো। ওতেই জোন্স সন্তুষ্ট।

অ্যানসন চোখ তুলে তাকাল, পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে পাঁচ ডলারের একখানানোট তুলে বললো নাও এটা ধরো জোন্স, কদিন ধরেই দেখছি রোজ তুমি একই শার্ট পরে অফিসে আসছ। একটা নতুন শার্ট কিনে নিও।

জোন্স নোটটা নিয়ে হেসে একটা বিরাট সেলাম ঠুকলো। অ্যানসন বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসে গাড়ি ছাড়লো।

লুইসির ছোট রেস্তোরাঁর এক কোণে বসে খাবার খেতে খেতে আগাগোড়া পরিকল্পনাটা মনে মনে অ্যানসন পর্যালোচনা করলো। বারবার নিজের বুদ্ধিকে তারিফ করলো। মেগ-

এর ঝাটের কিছু নেই। তাকে কেউ সন্দেহ করবে না। তবে হ্যাঁ, আমারও যথেষ্ট সাবধানে থাকতে হবে। সন্দেহের ছোঁয়াচ যেন আমার গায়েও না লাগে।

অ্যানসন খাওয়া শেষ করে তাড়াতাড়ি অফিসে ফিরে এলো। নিজের ঘরে ঢুকে একটা সিগারেট ধরালো। চেয়ারে শরীর এলিয়ে একমুহূর্ত চিন্তা করে স্থির করলো তার পরের কার্যপদ্ধতি।

জোন্স-এর রুটিন তার মুখস্থ। রাত দশটার প্রথম চক্করে বেরোয় সে। লিফটে উঠে একেক তলা ঘুরে ঘুরে দেখে। তারপর সাড়ে এগারোটা নাগাদ নিজের ঘরে ফিরে আসে। দ্বিতীয়বার বেরোয় সোয়া একটার।

অ্যানসন অ্যাসট্রেতে সিগারেট নিভিয়ে সোজা হয়ে বসলো। টেপ রেকর্ডারে নতুন এক রীল ফিতে লাগাল। মাইক্রোফোন এনে রাখলো টাইপ মেসিনের সামনে। তারপর সুইচ টিপে চালু করে টাইপ করা শুরু করল। প্রায় একঘণ্টা ধরে অ্যানসন এলোপাথাড়ি হাত চালাল। কতগুলো। অর্থহীন খটখট শব্দ ধরা পড়লো টেপ রেকর্ডারের ফিতেয়।

দশটা বাজার কিছুক্ষণ পর লিফটের শব্দ শোনা গেলো। জোন্স বেরিয়েছে তার পরিক্রমায়। এবার আরো তাড়াতাড়ি হাত চালান অ্যানসন। কিছু সময় পর আবার লিফটের শব্দ হতে সে বুঝলো, জোন্স ওপর তলায় গেলো। টাইপ করা বন্ধ করে সে টেপ বন্ধ করলো। সযত্নে রীলটা খুলে রেখে দিলো ড্রয়ারে। তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করলো। সোজা সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে এসে গাড়িতে উঠে গাড়ি ছাড়ল।

.

ললি চা চা ক্লাবের বারে এক গ্লাস হুইস্কি নিয়ে কোণের এক টেবিলে একলা বসে আছে। বসে বসে পায়ে খিল ধরে গেছে। ওঃ একটা ঘন্টা পার হয়ে গেল, খদের এখনো জুটলো না। হঠাৎ ঘৃণায় চোখ ঘোট ঘোট করে সে দরজার দিকে তাকাল। বেরিল হরসি এসে গটমট করে ঢুকলো। বেরিল কি জোই না দিয়েছে। লাল রঙের কোট, কানে বড় বড় কানপাশা, জো ডানকানকে একেবারে হাতের পুতুল করে রেখেছে। তার দু-চক্ষের বিষ এই বেরিল হরসি। খদ্দের ভাগানো এই হতচ্ছাড়িটাকে দেখলেই ঈর্ষায় তার শরীর রি রি করে ওঠে।

বেরিল কিন্তু এসব দেখেও দেখে না। সে একটু বেপরোয়া ধরনের, এই মেয়েটার সঙ্গে কারোর অসদ্ভাব নেই। সে ললিকে দেখে যথারীতি হাত তুলল। এগিয়ে এসে বসলো তার মুখোমুখি চেয়ারে।

তারপর? সে বললো একেবারে একলা কি ব্যাপার?

একজনের আসার কথা বসে আছি। ও হ্যাঁ, তারপর তোমার কেমন চলছে বলো।

ভালো, এখন জোর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ও হ্যাঁ ভালোকথা, তোমাকে আজকাল অ্যানসনের সঙ্গে দেখি না। ঝগড়া ঝাটি হয়েছে নাকি? না, ঝগড়া ঝাটির কি? আমিই আর যাই না। যার পকেটে দু-পয়সা নেই যে এক গ্লাস হুইস্কি অবধি কিনে খাওয়াতে পারে না, তার সঙ্গে আবার সম্পর্ক কিসের? ওকে আমিই ভাগিয়ে দিয়েছি।

আবোল-তাবোল কি বকছু, বাঁকা তুলে বেরিল বলল অ্যানসনের টাকা নেই, টাকা না থাকলে জোর হাজার ডলার সে সুদ সমেত ফেরৎ দেয় কিভাবে? তুমি জানো না অ্যানসন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে। পেয়ে তোমাকে ভাগিয়ে আর কাউকে নিয়ে আটকে পড়েছে। পতঙ্গে র পাখা গজিয়েছে।

বেরিল নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল।

বেরিল-এর হাসির শব্দটা যেন ললির মস্তিষ্কের কোষে কোষে আগুন ছড়ালো। তাইতো, অ্যানসন হাজার ডলার শোধ করলো কোত্থেকে। টাকানা থাকলে কেউ হাজার ডলার বের করতে পারে। ও টাকা পেল কোত্থেকে, কত পেলো।

ললি গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে উঠল। হ্যালো কে কথা বলছেন?

জেরী...আমি মেগ।

বলল, কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে তো।

অ্যানসন রাজি হয়েছে, সব ঠিকঠাক। এই সময় তোমার সঙ্গে একবার দেখা হলে ভাল হত।

গেলার নড়েচড়ে বসল। সব ঠিকঠাক? কাজটা কবে হচ্ছে?

শুক্রবার, ও বৃহস্পতিবার এখানে আসছে। তার আগেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ঠিক আছে কাল আমি যাবো। ছাড়ছি। গেলার ফোন নামিয়ে রাখল।

পাশের মেয়েটা পাশ ফিরে বলল, মনে হল যেন মেয়েছেলের গলা, কে কথা বলছিল?

গেলার বিছানায় শুয়ে তাকে দুহাতে বুকের কাছে টেনে নিল। তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল আমার মাগো মা, মার সঙ্গে কাল একবার দেখা করতে যাবো। কতদিন মাকে দেখিনি।

মা? তোমার আবার মা আছে নাকি? বাঃ আছে না। সে তাকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলল, মা না থাকলে আমি হলাম কোত্থেকে। দুষ্টু কোথাকার তুমি কিছু জানো না, গেলার তার থুতনি ধরে নেড়ে দিল। বুকের ওপর উঠে বসল।

.

দরজা খুলে ম্যাডক্স-এর কামরায় ঢুকে প্যাটি দেখলো ম্যাডক্স অভিনিবেশ সহকারে একখানা পলিসির ওপর ঝুঁকে রয়েছেন।

সে একটু ইতস্ততঃ করলো, বললো ঠিক আছে, আপনি এখন ব্যস্ত আমি বরং পরে আসবো।

ম্যাডক্স মুখ তুলে বললো কেন? কি দরকার বলে।

বারলোর ব্যাপারে সেই ডিটেকটিভ এজেন্সি রিপোর্ট পাঠিয়েছে। আপনি কি রিপোর্টটা এখন দেখবেন?

বারলো...তিনি কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে একমুহূর্ত কি যেন ভাবলেন, ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, সেঁই মালী থুড়ি বাগান ব্যবসায়ী, হ্যাঁ নিশ্চয়, এখনই দেখবোর তুমি দেখেছ নাকি।

দেখেছি। সংবাদগুলো বেশ চমকপ্রদ। আপনার ভাল লাগবে। সে হাতের ফাইলটা তার দিকে এগিয়ে দিলো। স্বামীটির বিষয়ে তেমন কিছু নেই। যা কিছু খবর সব ওর স্ত্রীর সম্বন্ধে, আহা কি একখানা জিনিস!

জিনিস! সে আবার কি?

দেখুন পড়লেই সব বুঝতে পারবেন। মৃদু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে প্যাটি।

ম্যাডক্স একটা সিগারেট ধরালেন। পর পর কয়েকটা টান দিয়ে একমুখ ধোয়া ছাড়লেন।তারপর ফাইল খুলে চেয়ারে হেলান দিয়ে সেই আশ্চর্য রিপোর্ট পড়তে লাগলেন।

৭.

অ্যানসন বৃহস্পতিবার সকালে ল্যামবসভিলের এক বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম বিক্রীর দোকানে গেল। অনেক দেখেশুনে একটা ছোট্ট বৈদ্যুতিক ঘড়ি সে কিনল।

কাউন্টারের বিক্রেতাটি এরকার্যকারিতা সম্বন্ধে এক ছোটখাটো বক্তৃতাই দিয়ে বসল। ঘড়িটা এক অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন ঘড়ি। যে কোনো বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র আপনার প্রয়োজনীয় সময়ে চালু করা বা বন্ধ করা এর কাজ। ধরুনরাত দশটায় আপনি রেডিওর কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান শুনতে চান। ঘড়ির কাটা দশটার ঘরে রেখে ঘড়িটা রেডিওর প্লাগে আটকে দিন।ব্যস, আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। দশটা বাজলে রেডিও আপনা-আপনি চালু হবে। আপনি অনুষ্ঠান শুনতে পাবেন।

সকালে যদি কফির জল গরম করতে হিটার চালাতে চাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ স্বচ্ছন্দে। ঘাড় নাড়লো বিক্রেতাটি, আমি নিজেও ঐ কাজের জন্যই একটা ঘড়ি বাড়িতে নিয়ে গেছি।

দুপুরে মার্লবোরো হোটেলে লাঞ্চ সারতে গিয়ে দেখা জেফ ফ্রিসবির সঙ্গে। ফ্রিসবি টাউন গেজেট-এর একজন সাংবাদিক।

দু-গ্লাস হুইস্কির অর্ডার দিয়ে অ্যানসন তার মুখোমুখি বসল।বলল, তারপর কেমন আছো বলো। কাজকর্ম কেমন চলছে?

আর বোলোনা। ফ্রিসবি ঘাড় নাড়লল,দু-দুটো খুন নিয়ে চারদিক তোলপাড়।সম্পাদক জোর তাগাদা মারছে, রোজই-এ সম্বন্ধে দুকলম লেখা চাই। দেখো কাণ্ড! একদিন দুদিন না হয় একটা বিষয় নিয়ে দু-চার কলম লেখা যায়। রোজ রোজ লেখার মতো এত মাল-মসলা কোথায় পাবো বলতো?

ওয়েটার পানীয় দিয়ে যেতে গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে অ্যানসন চুমুক দিলো। পুলিস তো এখনও কিছুই করে উঠতে পারলো না। উন্মাদটা বেশ খোশমেজাজেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বলো?

কি জানি পুলিসের খবর পুলিসই জানে। বড়কর্তা জেনসন একটা আস্ত পাকা মাল। ভেতরে– ভেতরে কি করছে কাউকে তা আগে থাকতে জানতে দেবে না। আমার সঙ্গে এ বিষয়ে একদিন তার কথা হচ্ছিলো। আমাকে বললো, পেট্রোল পাম্পের ডাকাত নির্ঘাত বাইরের কোনো লোক, কিন্তু এই উন্মাদটা এখানকারই কেউ। তার ধারণা সেরকমই।

এরকম অদ্ভুত ধারণার কারণ?

কারণ এই যে, বাইরের কোনো লোকের পক্ষেই গ্লিন হিল সম্বন্ধে খবরাখবর জানা অসম্ভব।

তা বেশ তো, খুঁজে খুঁজে শহরের টাকমাথা লোকগুলোকে একদিন ধরে আনলেই হয়।

তা অবশ্য হয়, তবে জেনসন-এর ধারণা মেয়েটা আততায়ী সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছে, সেটা পুরোপুরি ঠিক নেই। ভয়ে-আতঙ্কে কি দেখেছে। এমনও হতে পারে, আততায়ীর মাথায় হয়তো লালচে কিংবা সাদা ধবধবে চুল ছিলো এবং জ্যোৎস্নার আলোয় তা দেখেই টাক বলে মনে হয়েছে।

তা বেশ তো, তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। লালচে আর ধবধবে সাদা চুলের লোকগুলোকে ধরে এনে জিজ্ঞাসা করলেই হয়। ঐদিন ঐসময় তাদের মধ্যে কে কি করছিলো। তার কি প্রমাণ আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যস, ঝামেলা মিটে গেলো।

তা তোমার মাথার চুলও তো লালচে, ফ্রিসবি চোখ টিপে হাসল, তুমি ঐদিন ঐসময় কোথায় ছিলে?

অ্যানসন হো হো করে হেসে উঠল বলল আমার ওসব করার সময় কোথায়? যা কাজের চাপ আজকাল, দশটা কোন কোন দিন রাত এগারোটা বেজে যায়।

তাছাড়া তোমার বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছিনয় মুচকি হেসে বলল ফ্রিসবি, অতএব তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম।

অ্যানসন তার বলার ধরন দেখে আবার হেসে উঠলো।

ফ্রিসবি শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসসরিয়ে রেখে বললো মেয়েটা বেঁচে ফিরেছে এই যা রক্ষে। আচ্ছা আজ উঠি। আমার আবার দুকলমের মসলা জোগাড় করতে হবে। চলি আজ।

অ্যানসন-ফ্রিসবি চলে যেতে রেস্তোরাঁয় গেল। খাবারের টেবিলে বসে খাবার খেতে খেতে সে ভাবলো যাক বাবা, উন্মাদটা এখনো তাহলে ধরা পড়েনি। তবে হ্যাঁ শুক্রবার রাত আসতে এখনও অনেক বাকি। তার মধ্যে যদি ধরা পড়ে। যাক গে যা হবার হবে, যদির কথা ভেবে এখনই মন খারাপ করার কিছু নেই।

অ্যানসন রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে হোটলের টেলিফোন বুথে ঢুকলো। কয়েকটা জরুরী টেলিফোন সারল। তারপর বেরিয়ে ধীরে-সুস্থে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে সময় কাটিয়ে সে গাড়ি ঘোরালো বারলোর বাড়ির দিকে।

নুড়ি বিছানো পথ বেয়ে গাড়ি এনে সোজা গ্যারেজে তুলল আনন। কড়া নাড়তে না নাড়তেই দরজা খুলে গেলো। মেগ ম্লান হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানালো।

বসবার ঘরে এসে দুজনে সোফায় বসল।

অ্যানসন ঘরের মৃদু আলোয় লক্ষ্য করলে মেগ-এর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে, বিবর্ণ। চোখের কোলে কালির ছাপ। কি ব্যপার!

মেগ-এর একটা হাত অ্যানসন তার হাতে তুলে নিল বলল মেগ কি হয়েছে। তোমার কি শরীর খারাপ, নাকি কিছু গণ্ডগোল হয়েছে।

মেগ এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলো বলল গণ্ডগোল, তার চোখের দৃষ্টিতে আগুন ঝরে পড়লো। এখন আবার আমাকে ভালো মানুষের মতো জিজ্ঞেস করছে গণ্ডগোল হয়েছে নাকি। ন্যাকা, সারাদিন কি দুশ্চিন্তা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, তা তুমি কেন বোঝ না।

ঘুমুতে পারি না, শান্তি মতো খেতে পারি না একমিনিট একজায়গায় বসতে পর্য্যন্ত পারি না। আজ বাদে কাল যাকে খুন করবে তার সঙ্গে এক বাড়িতে এক ছাদের নীচে আছি. ওঃ, এ যে কি যন্ত্রণা এ তুমি বুঝবে না, কোনোদিন বুঝবে না।

মেগ, সবই আমি বুঝলাম। কিন্তু এখন তো আর ফেরার পথ নেই। সে মেগ-এর পিঠে হাত বোলাল, এখন তোমাকে মন থেকে ওসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে হবে। মন শক্ত করতে হবে।

আমি এখনও ভাবতে পারছি না যে কাল রাতে ফিল মরবে।

ভাবতে না পারার কি আছে মেগ! জেসন গ্লেন অবধি ওকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তোমার। একবার যদি ওখানে ওকে নিয়ে যেতে পারো, তাহলে ব্যস, আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। তারপর যা করার আমিই করবো।

আমি পারবো নিয়ে যেতে পারবো। মেগ টলতে টলতে উঠে জানালার কাছে গেল, ডিনারের পর ওকে নিয়ে জেসন গ্লেনে যাবোই।

আচ্ছা এবার একটা দরকারী কথা বলি মন দিয়ে শোনো। কাল আমি জেসন গ্লেনে গিয়েছিলাম। ঢোকার মুখে আধ মাইলটাক আগে রাস্তার পাশে এক টেলিফোন বুথ আছে। ঐ বুথে আমি অপেক্ষা করবো। তুমি আমাকে ফোন করে আগেই জানিয়ে দেবে যে তোমরা যাচ্ছো কিনা। যদি কোনো গণ্ডগোল হয়, যদি বারলো ডিনার খেয়ে সোজা বাড়ি চলে আসতে চায়, তাও আমাকে জানিয়ে দেবে। মানিব্যাগ খুলে এক টুকরো কাগজ

বের করে সে মেগ-এর দিকে এগিয়ে ধরলো। এটা সেই বুথের টেলিফোন নম্বর। নাও এটা কাছে রেখে দাও।

কাগজটা ভাজ করে মেগ তার হাত ব্যাগে রাখলো।

আর হ্যাঁ অ্যানসন বললো, ওখানে গিয়ে গাড়ি থেকে বেরিও না কিন্তু। শুধু দরজার কাঁচ নামিয়ে রেখো। সে একটা সিগারেট ধরালো তারপর বলল ওকে কায়দা করার পরে পড়তে হবে তোমাকে নিয়ে। উপায় নেই। মেগ একটু কষ্ট সহ্য করতে হবে, কাজে কোনরকম ত্রুটি আমি রাখতে চাইনা। দাঁতে দাঁত চেপে সবকিছু মানিয়ে নিতে হবে। আমাকে দোষ দিও না ম্যাডক্সকে স্থির নিশ্চিত করার জন্যই এ কাজ করতে হবে। এটা যে কোনোরকম ভান-ভনিতা নয়, ডাক্তারের রিপোর্টে সেটা পরিস্কার লেখা থাকা দরকার।

মেগের মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। সে কোনোক্রমে ঘাড় নেড়ে বললো হ্যাঁ বুঝেছি, তারপর?

তারপর কষ্টেসৃষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তোমাকে আসতে হবে আধমাইল, বড় রাস্তা অবধি। সেখানে অজ্ঞানের মতো চুপচাপ পড়ে থাকবে। কারুর না কারুর নজরে ঠিক পড়ে যাবেই। গাড়ি থামিয়ে তারাই তোমাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছে দেবে। অজ্ঞানের মতো পড়ে থেকো। আমি ফুল পাঠাবো তারপর মুখ খুলবে। যদি দেখো লাল ফুল তাহলে বুঝবেউম্মাদটা ধরা পড়েছে, আর যদি দেখো গোলাপ তাহলে নিশ্চিন্তে কাগজের সেই লোকটার বর্ণনা গড়গড় করে মুখস্থ বলে যাবে। মেগ-এর হাতে

একটুকরো কাগজ বের করে সে দিল বলল এতে আমাদের কল্পিত উন্মাদের বর্ণনা আছে। পড়ে আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেলল।কাগজের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে এটাকে যেন গুলিয়ে ফেল না।

তারপর?

তারপর আর কি? আপাততঃ তোমাকে এটুকুই করতে হবে। খবরদার, ফুল না দেখে কিন্তু ভুলেও মুখ খুলোনা। ডাক্তার অবশ্য তুমি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত পুলিসকে তোমার কাছে ঘেঁষতে দেবে না। সুতরাং সেদিক থেকে খানিকটা নিশ্চিন্ত।

মেগ অ্যানসনের দিকে তাকিয়ে বলল তুমি বলছ যে কোন ভয় নেই। সব ঠিকঠাক হবে আমরা টাকা পাবো।

অ্যানসন সোফায় চাপড় মেরে বললো আলবাত পাবো। একেবারে ছবির মতো নিখুঁত পরিকল্পনা। কোথাও এতটুকু ভুল নেই।

কাগজে তোমাদের খবর ছাপা হবে। দেশের সমস্ত লোক তোমার দুঃখে সমবেদনা জানাবে। ম্যাডক্স এরকম অবস্থায় আর বেগড়বাই করতে পারবেনা। করলে ওরই ক্ষতি। ওরই কোম্পানির দুর্নাম রটবে। সংবাদ প্রকাশের দিকটা আমি দেখবো।ও ব্যাপারে আর তোমাকে ভাবতে হবেনা।

কিন্তু আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।

আর বিশ্বাস করার দরকার নেই। দিন পনেরো পরে যখন তুমি পঞ্চাশ হাজার ডলারের মালিক হবে, তখন একেবারে বিশ্বাস করে ফেলবে। আঃ ভাবতেও ভাল লাগছে, পনেরো দিন পরে পঞ্চাশ হাজার তুমি আর আমি, আমি আর তুমি, মেগ আকাশের চাঁদ আমি তোমার পায়ে এনে দেবো, নাটকীয় ভঙ্গিতে অ্যানসন বলে উঠল।

সে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটলো। মেগ ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করে অগ্নিকুণ্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অ্যানসন এগিয়ে গেলে আলমারীর কাছে বলল দেখো কাণ্ড, এক্ষুণি ভুলতে বসেছিলাম আর কি। রিভলভারটা নেবার কথা একেবারে ভুলে গেছিলাম। ওটা না নিলে তো কাজই হবেনা। ড্রয়ার খুলে কাঠের বাক্সটা থেকে সে রিভলভার এবং কার্তুজ বের করলো। পকেটে পুরলো। তারপর মেগ-এর দিকে ফিরলো।

মেগ স্থির দৃষ্টিতে অ্যানসনের-চোখে তাকাল। এবার তুমি যাও, জন। ফিল আজ বাড়িতে থাকবে। বলে গেছে, নটা নাগাদ ফিরবে।

অ্যানসনের দু-চোখে আগুন ঝরে পড়ল। সে বলল ফিরবে কেন আজ তো বৃহস্পতিবার।

ফ্লোরিডায় যাবে বলে স্কুল ও ছেড়ে দিয়েছে। দোকান থেকে বেরিয়ে ও যাবে সেই ব্যবসায়ীর কাছে। তারপর বাড়িতে আসবে। তুমি আর দেরী কোরো না জন যাও প্লিজ। আর দেরী করলে হয়তো পথেই তোমাদের দেখা হয়ে যেতে পারে।

অ্যানসন ছোট ছোট চোখে মেগ-এর দিকে তাকাল বলল টাকা পাওয়ার আগে থেকেই গড়বড় শুরু করলে মেগ। আমাকে বোকা বানাচ্ছে।

ছিঃ ছিঃ জন এ তুমি কি বলছো। তোমাকে বোকা বানিয়ে আমার কি লাভ? সত্যি বলছি বিশ্বাস করো, ফিল একটু পরেই ফিরে আসবে।

ফিল...ফিল...ফিল...! এ ছাড়া কি তোমার অন্য কোনও কথা নেই। যে লোকটা আজ বাদে কাল আর...

প্লিজ জন, তুমি এখন যাও।

আচ্ছা বেশ, চললাম। ফোনের কথাটা যেন মনে থাকে। আমি বুথে বসে থাকবো। কোন ভয় নেই, মাথা ঠাণ্ডা রেখে যা করার করবে।

মেগ তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলো। কঠিন গলায় বললো জন আর দেরী করো না।

অ্যানসন স্থির দৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। একটু পরে তার গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল।

শব্দ মিলিয়ে যেতে গেলার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো। এতক্ষণ যেসব কথাবার্তা হলো, তার একটিও তার কান এড়ায়নি।

মেগ গেলারকে দেখে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। গাল বেয়ে তার জলের ধারা নামলো।

গেলার থুতনি ধরে নাড়া দিয়ে বলল, মেগ আবার কি রঙ্গ শুরু করলে বলোত, কোথায় অ্যানসনকে একটু ভালোবাসবে, গরম করবে তা না, এখন ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে। কত ভালো ছেলে, এতো ভালোবাসা, আর তাকে তুমি ওভাবে তাড়িয়ে দিলে।

উত্তরে মেগ আরও শক্ত হাতে তার শরীর জড়িয়ে ধরলো।

.

শুক্রবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা। অ্যানা গারভিল টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে ড্রয়ার তুলে টাইপ মেশিনে ঢাকনা পরালো। তারপর চেয়ার ঠেলে উঠে অ্যানসনের দিকে তাকাল। চলি মিঃ অ্যানসন গুডনাইট।

নাইট। আমার আজ আরো কিছুক্ষণ থাকতে হবে। কটা জরুরী চিঠি লেখার আছে।

তাহলে তো আমাকেও থাকতে হয় আপনার কখন কি দরকার হয়।

না না, সেজন্য তোমার থাকার দরকার নেই, আমি নিজেই করে নেবো সব। তেমন কিছু একটা জরুরী কাজ নয়।

অ্যানসন চোখ টিপে মুচকি হাসল, আসলে বাড়িতে ভাববার তেমন কেউ তো নেই, বাড়ির টানও তাই কম।

অ্যানা মৃদু হেসে বেরিয়ে গেলো। তার জুতোর শব্দ টানা বারান্দার প্রান্তে মিলিয়ে যেতেই অ্যানসন টেবিলের কাগজপত্র গুছিয়ে ড্রয়ারে তুললো। পকেট থেকে স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক

ঘড়ি বের করে চোখ বুজে ঘড়ি চালু করার নিয়মটা একবার মনে মনে পর্যালোচনা করলো তারপর উঠে গিয়ে সে দেয়ালের প্লাগে ঘড়িটা লাগিয়ে দিল।

ঘড়ির দু-পাশে দুটো লম্বা তার। তারের জন্য একটা করে প্লাগ। একটা প্লাগ টেপ রেকর্ডারে আটকে আর একটা প্লাগ সে টেবিল ল্যাম্পের সুইচ বোর্ডে আটকে দিলো। তারপর ঘড়ির কাঁটা দুটো ঘুরিয়ে পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটে এনে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো।

হাত ঘড়িতে ঠিক পাঁচটা পঞ্চাশ বাজতেই টেবিল ল্যাম্প দপ করে জ্বলে উঠলো। টেবিল ল্যাম্প, টেপ রেকর্ডারটা আপনা আপনি ঘুরতে শুরু করলো। টাইপে খটখট শব্দ শোনা গেল। কালকের সেই শব্দ।

হঠাৎ শুনলে মনে হয় কেউ যেন খুব মন দিয়ে পাতার পর পাতা টাইপ করে চলেছে। বিরাম বিহীন অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ তার গতি। বাঃ চমৎকার! আসল নকলের ফারাক বোঝার জো নেই। একেবারে নিখুঁত, নিপুণ কাজ। সুইচ টিপে অ্যানসন টেপ বন্ধ করলো।

এবার কাঁটা ঘুরিয়ে সে ঘড়িতে সাড়ে নটা করলো। টেপের রীল উলটো দিকে ঘুরিয়ে আবার শুরুর মুখে আনলো। তারপর উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে একতলায় এলো।

বেরোবার মুখে জাড় জোন্স-এর সঙ্গে দেখা। জোল কাগজ পড়ছিল। অ্যানসনকে দেখে কাগজ ভাঁজ করে জিজ্ঞাসু নেত্রে সে মুখ তুলে তাকাল।

অ্যানসন বললো, আজ আবার আমার একটু বেশি রাত অবধি কাজ করতে হবে জোন্স। তোমাকে আগে থেকেই জানিয়ে রাখলাম।

ঠিক আছে মিঃ অ্যানসন। মুচকি হাসলো জোন্স, জানিয়ে ভালোই করলেন। নয়তো দরজায় ধাক্কা দিয়ে আপনাকে শুধু শুধু অনর্থক বিরক্ত করতাম।

তুমি যা ভাবছে তা নয় হে জোন্স। অ্যানসন হাসলো। আজকাল একেবারে পাকা সন্ন্যাসী হয়ে গেছি। ওসব পাট আজকাল প্রায় তুলেই দিয়েছি। মাইরি বলছি, আজ কাজই করব। যাই চটপট ডিনারটা সেরে আসি।

ঘরের চাবিটা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন তো। না ভুল করে দরজাতেই আটকে রেখে যাচ্ছেন?

না, না, ভুল করিনি, চাবি সঙ্গেই আছে।

অ্যানসন নামমাত্র খাবার খেলো। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সে সোজা নিজের ফ্ল্যাটে এলো। বারলোর রিভলভাবে ছটা কার্তুজ ভরলো। তারপর প্যান্টের পকেটে রিভলভার নিয়ে সে ফিরে এলো অফিসে।

অ্যানসন গাড়ি ভেতরে ঢোকাল না। রাস্তার পাশে এক গাছের নীচে দাঁড় করিয়ে রাখল। ঢোকার মুখে জোন্স-এর সঙ্গে দেখা। তার ঘরের বড় দেয়াল ঘড়িটায় তখন আটটা বেজে কুড়ি।

জোন্সকে সে বললো, এলাম। বড়জোর এগারটা অবধি থাকবে। তারপরই সোজা বাড়ি চলে যাবো।

জোন্স-এর স্বরে উদ্বেগ ঝরে পড়লো, এই কদিনেই যা শরীরের হাল করেছেন, এতো খাটকেন না মিঃ অ্যানসন, শেষে বড় অসুখ-বিসুখ একটা আবার না হয়ে বসে।

আরে না না, অসুখ হওয়া অতো সোজা নয়। চলি, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এগিয়ে গিয়ে অ্যানসন লিফটে উঠলো।

যথারীতি সে চারতলায় নামলো। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে পা ফেলে চোরের মতো চুপিচুপি নেমে এল সিঁড়ি পথে একতলায়। জোল-এর অফিস ঘরটা ওদিকে লিফটের মুখোমুখি। সিঁড়িটা বাড়ির একবারে ডানদিক ঘেঁষে। খিড়কি দরজার মতো একটা দরজা আছে সিঁড়ির সোজাসুজি। সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে আনসন রাস্তায় উঠে এল।

গাড়িতে বসে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ইঞ্জিন চালু করলো।

গাড়ি ছুটে চললো ঝড়ের বেগে।

অ্যানসন জেসন গ্লেন-এর আধ মাইল আগে টেলিফোন বুথের পাশে গাড়ি থামাল।

ইঞ্জিন বন্ধ করে হেডলাইট নেভালো। তারপর সীটে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরালো। হাতে এখনও অনেক সময়।

পকেটের কাপড় ভেদ করে রিভলভারের স্টীলের চোঙটা শরীরে এক শীতল অনুভূতি জাগাচ্ছে। একটু পরেই এই রিভলভার উষ্ণ ক্রোধে ফেটে পড়বে। আঃ তারপরেই শান্তি। সেই দিনের প্রতীক্ষা টাকা, মেগ, সুখ।

দশটা বাজতে এখনও কুড়ি মিনিট বাকি। আর একটা সিগারেট ধরালো অ্যানসন। গাড়ি থেকে নামলো। বুথে ঢুকে ছোট্ট পাথরের চেয়ারটিতে বসলো।

সময় সেকেন্ড মিনিট ধরে এগিয়ে চললো। বসে বসে একের পর এক সিগারেট শেষ করলো। তাইতো এখনো ফোন আসছে না কেন। তাহলে কি বারলোকে এখানে আনা সম্ভব হল না। দশটা প্রায় বাজে।

ক্রি-রি রিং-ক্রি রি-রিং

অ্যানসন এক লাফে উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল। সজোরে কানের সঙ্গে চেপে বলল হ্যালো।

.

বারলো এরকম অনুরোধের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। মেগ একেবারেনাছোড়বান্দা, তাকে নিয়ে আজ বেরোতেই হবে। প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর এই দিনটা নাকি মেগ চিরস্মরণীয় করে রাখতে চায়।

বারলো সকালে একা একা বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছেন এমন সময় মেগ এসে উপস্থিত। তার হাতে ধূমায়িত কফির ট্রে। মুখে মৃদু হাসির ঝিলিক।

বারলো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। দীর্ঘদিন হলো তিনি একা একাই ব্রেকফাস্ট সারেন। মেগ ভুলেও তাকে সঙ্গ দিতে আসে না। আজ শুধু সঙ্গ নয়। একেবারে দু কাপ ধূমায়িত কফির সঙ্গে মিষ্টি-মধুর হাসি, কি ব্যাপার!

একটা কাপ বারলোর দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজের কাপে ছোট করে চুমুক দিল মেগ। এগিয়ে এসে গা ঘেষে দাঁড়ালো, আদুরে গলায় বললো, কতদিন আমরা একসঙ্গে বেরোইনি। বাড়িতে সারাদিন একা একা থাকি। তুমি একদিনও জানতে চাও না, যে মরে গেছি না বেঁচে আছি। আজ আমি কোনো ওজর শুনবো না আমাকে নিয়ে বেরোতেই হবে।

আজ হঠাৎ! বারলো একটু সরে বসলেন। মাথা নীচু করে কফির কাপে চুমুক দিলেন।

বাঃ এর মধ্যেই ভুলে গেলে। আজ যে আমাদের বিয়ের তারিখ। মেগ সোফায় বসে পড়লো, ঘনিষ্ঠ হয়ে বারলোর পায়ে নিজের পা ঘষলো।

বেরোলেই তো গাদা গুচ্ছের পয়সা নষ্ট। মুখ না তুলে মাথা নীচু করে বললেন, টাকাকড়ি টানাটানি, মাসের শেষ।

হোক গে মাসের শেষ। আজ কোন অজুহাতই আমি শুনব না। আজ রাতে আমি তোমার সঙ্গে বেরোবো, ঘুরব। ডিনার খাবো, মদ খেয়ে মাতাল হবে, তারপর শেষ রাতে বাড়িতে

ফিরবো। এই আমার আজ রাতের রুটিন। বিকেলে একেবারে সেজেগুজে নামবো। তুমি তৈরী থেকো। মেগ উঠে দাঁড়াল। এখন যাই। অনেক কাজকর্ম পড়ে আছে।

বারলোর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে হিল্লোল তুলে সিঁড়ির দিকে এগোল মেগ, বারলো একই ভাবে বসে রইলেন।

অনেকক্ষণ পরে তার স্তম্বিৎ ফিরে এলো।

চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়ে তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটের ধোঁয়াতে একের পর এক চিন্তার জাল রচনা করে চললেন।

না মেগ-এর সম্বন্ধে আমার আর কোন মোহই নেই। আমার কাছে ও এখন মৃত একটা অচল মাংসের তাল। ও আর আমাকে কি সুখই বা দেবে। বরং সেই মেয়েটা, তার ভয় চকিত, করুন আর্তনাদ অতুলনীয়, অমন সুখ আমি কোনোদিনও পাইনি।

তবে হ্যাঁ বেরোতে যখন চাইছে, মুখ ফুটে যখন একবার বলেইছে কথাটা, তখন আপত্তি করা আর ঠিক হবে না। কে জানে বাবা, কি ভাবতে শেষে কি ভেবে বসবে। আচ্ছা খুনটা যে আমিই করেছি সেকথা আবার মেগ জানতে পারেনি তো।

অবশ্য জানার কোনও উপায়ও নেই। ছদ্মবেশটা দারুণ, কাগজের বর্ণনার সঙ্গে আমার কোন জায়গায় এতটুকু মিল নেই। তাছাড়া, রিভলভার টুপি এবং সেই রবারের পিণ্ড দুটো, বই মোক্ষম জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি খাটের নীচে মেঝের কাঠ সরিয়ে সেই গোপন কুঠুরিতে। কারোর বাবার সাধ্য নেই সে জায়গা থেকে পায়। ইচ্ছে করেই ওগুলো

নষ্ট করিনি কারণ আবার দরকার হবে, হয়তো কোনোদিন ঐ টুপি, ঐ পোষাক, ঐ রিভলভারের সাহায্য আমাকে নিতে হবে। লুকিয়ে লুকিয়ে যে ভীরু কাপুরুষরা প্রেম প্রেম খেলে তাদের আমি বারোটা বাজাবো।

নাঃ মেগই আজ সবকিছু গোলমাল করে দিল। কোথায় ভেবে রেখেছিলাম আজ একটু জেসন গ্লেনটা টহল মেরে আসবো, তা না ওকে নিয়ে বেরোতে হবে। বিবাহ বার্ষিকী স্মরণীয় করতে হবে। নিকুচি করেছে বিবাহ বার্ষিকীর।

বারলো উঠে দাঁড়ালেন। ঘৃণায়-বিরক্তিতে তার মুখের রেখা পাল্টালো। নিঃশব্দে তিনি নিজের ঘরের দিকে এগোলেন।

প্রায় একরকম জোর করেই মেগ তাকে কোর্ট রোডহাউস রেস্তোরাঁয় নিয়ে এসেছে। এখানে খাবারের দাম এমনিতেই বেশি।

খাবারও এমন কিছু ভাল নয়। তবু কেন যে মেগ এখানে এল, শুধু শুধু কতগুলো টাকা দণ্ড যাবে, আর কিছুই না।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলো। দুজনে এসে বসল রেস্তোরাঁর গায়ে লাগানো ছোট্ট পানশালায়। মেগ একাই প্রায় এক বোতল হুইস্কি খেল।

সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার পা টলছে। চোখ আরক্ত, শরীরে একটা আলগা ভাব। এক পা এগিয়ে এসে সে বারলোর হাত ধরল। চলো, এখানে আর না এখন জেসনস্ গ্লেনে যাবো, ওঠো, না বলো না।

বারলোর মন ঘৃণায় ভরে গেলো। রস একেবারে উথলে উঠেছে। রাগ সামলে বারলো তাকে বলল না এখন আর কোথাও না, বাড়ি চলে আমার ঘুম পাচ্ছে।

মেগ মায়া-মদির চোখে বারলোর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি যেন একটা কি, আজকের দিনে কোথায় একটু রোমান্টিক হবে, আমাকে আদর করবে তা না কেবল বাড়ি যাবো আর বাড়ি যাবো, না এখন আমি বাড়ি যাবো না।

বারলো দৃঢ়স্বরে বললো আমি যাবো, তোমার সঙ্গে রোমান্টিক হবার চেয়ে। যাকগে বাড়ি চলো। মদ খেয়ে মাতলামি করার জায়গা এটা নয়।

মেগ জড়ানো স্বরে বললো মাতলামি করছি নাকি? বেশ তাহলে তাই,আমি মাতাল তোমার মতো সাধু নই, হল তো, এখন চলল আর দেরী কোরো না, আমার আর এখানে ভাল লাগছে না।

না, বাড়ি ছাড়া আমি আর কোথাও যাবে না। তিনি ইতস্ততঃ করে বললেন যে, এছাড়া ওখানে তো সবাই লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রেম করতে যায়। ওখানে আমরা গিয়ে কি করবো?

আমরাও প্রেম করবো, মজা লুটবো প্লিজ চলো, বেশ তুমি না যাও আমি একলাই যাবো। রাস্তা থেকে যাকে লোক একজনকে গাড়িতে তুলে নেবো, তার সঙ্গে মজা লুটবো। বলতে বলতে মেগ খিলখিল করে হেসে উঠল।

বারলোর শরীর ঘৃণায় রি রি করে উঠল।

তার চোয়াল শক্ত হল, বেশ তোমার যা করার করো, আমি চললাম।

মেগ উঠে দাঁড়ালো, আমিও চললাম। তবে তুমি যাবে হেঁটে, আমি যাবো গাড়িতে।

বারলো অনিচ্ছায় বসে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন যখন নাছোড়বান্দা, তখন আর আপত্তি করে লাভ নেই। যাওয়া যাক ওর সঙ্গে। বরং জায়গাটা এই তালে দেখে আসা যাবে যে ক-খানা গাড়ি আসে, লোকজন কেমন হয়, মন্দ কি?

তিনি মেগ-এর চোখ এড়িয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন বেশ চলো তবে বেশিক্ষণ কিন্তু ওখানে থাকা যাবেনা।

মেগ খুশীতে ঝলমল করে উঠল, বলল একটু বোসো, আমি চট করে বাথরুম থেকে একটু ঘুরে আসি। সে আর দাঁড়ালো না বাথরুমের দিকে ছুটে গেল।

বাথরুমটা ভেতরে। রেস্তোরাঁ এবং পানশালা দুটোর জন্য এই একটাই বাথরুম। দুদিক থেকেই ঢোকার দরজা আছে।

পানশালার দিকের দরজা দিয়ে ঢুকে মেগ রেস্তোরাঁর দিকের দরজা খুলে বেরলো। দু-পা এগিয়ে গিয়ে টেলিফোন বুথে ঢুকলো।

হ্যালো, অ্যানসন-এর স্বরে একরাশ উকণ্ঠা ঝরে পড়লো কে, মেগ?

হ্যাঁ, শোন, আমরা যাচ্ছি, এক্ষুনি রওনা দিচ্ছি।

ঠিক আছে। এসো আমি আছি। ফোন নামিয়ে রাখলো অ্যানসন।

সে বুথ থেকে বেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। ইঞ্জিন চালু করে পাকা রাস্তা ছেড়ে গ্লেন-এর কঁচা রাস্তায় উঠতে লাগল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।মনে নিদারুণ উৎকণ্ঠা। আরো খানিকটা উঠে বিস্তৃত উপত্যকাটিতে পৌঁছল সে। দুটো উঁচু ঝোঁপের আড়ালে গাড়ি থামালো। ইঞ্জিন বন্ধ করে আলো নিভিয়ে গাড়ি থেকে নামলো, তারপর বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপে এগোল উপত্যকটা ঘুরে ফিরে জরীপ করতে।

নীচে, অনেক দূরে শহর। আলোর মালায় যেন তার অন্ধকারের ঘোমটা খসে পড়েছে। সলজ্জ বিনম্র মুখে সে যেন তাকিয়ে আছে চোখ মেলে। গাড়ির হেডলাইটের তীব্র-আলোয় মাঝে মাঝে সেই লাজরক্ত রূপটি চঞ্চল হয়ে উঠছে। পরমুহূর্তেই অন্ধকার এসে তার চোখ ঢাকছে।

একদিকে যখন এই চাঞ্চল্য, আর একদিকে তখন স্থির নির্জনতা। জেসন গ্লেন আজ অন্ধকার। একটা গাড়ি নেই, একটা মানুষ নেই, নেই এতোটুকু ফিসফিসানি। সব যেন কেমন শান্ত, স্তব্ধ। সাধারণতঃ কোনদিনই এরকম হয় না অন্ততঃ পনের কুড়িখানা গাড়ি প্রত্যেকদিনই আসে। কিন্তু আজ অন্য রকম, পুলিসের ফরমান শোনার পর কেউই আর সাহস করে এদিকে আসেনি। তা, না এসে একপক্ষে ভালই করেছে, অ্যানসন বেঁচে গেছে। যোগাযযাগটা যাকে বলে একেবারে মনিকাঞ্চন যোগ।

অ্যানসন একচক্কর ঘুরে এসে এক ঝোঁপের আড়ালে উবু হয়ে বসলো। পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে প্রস্তুত হয়ে রইল।

সে হঠাৎ আপন মনেই হেসে উঠলো। আঃ জব্বর একখানা অ্যালিবাই তৈরী করে অফিসে রেখে এসেছি। আমার অনুপস্থিতিতেই সেখানে আমার কাজের শব্দ হচ্ছে। ব্যস্ত অ্যানসন সেখানে পাতার পর পাতা টাইপ করেই চলেছে। দরজার ফাঁকে টেবিল ল্যাম্পের আলো পড়ায় জাড় জোন্সও ধোকা খাবে। ভুলেও ভেবে উঠতে পারবে না, শব্দটা টাইপের না টেপ রেকর্ডারের।

কোর্ট রোডহাউস রেস্তোরাঁ থেকে এখানে আসতে মিনিট তিরিশেক তো লাগবেই। সাড়ে আটটার আগে কিছুতেই ওদের পক্ষে এখানে আসা সম্ভব নয়। তা ঠিক আছে, আসুক ওরা ধীরে সুস্থে, আমি এখানে একই ভাবে বসে থাকবো। ওরা না এসে পৌঁছান অবধি এক পাও নড়ছি না।

আঃ, সেই দৃশ্যটা কি দারুণই না হবে। ট্রিগারে একটু চাপ,বুম, একটা আগুনের হলকা, বারলো লুটিয়ে পড়বে গাড়ির মেঝেয়। ওঃ অতুলনীয়, জীন এবং মৃত্যু জীবিত এবং মৃত, এক মুহূর্ত আগেকার জীবিত বারলো এক মুহূর্ত পরে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়বে, পৃথিবীর সমস্ত পাখি একসঙ্গে তাদের স্বরে কিচির-মিচির করেও তার ঘুম ভাঙ্গাতে পারবে না। বারলো আর জাগবে না।

কি অদ্ভুত! এত কথা ভাবছি, বারলোকে খুন করার কথা ভাবছি, তবু আমার এতটুকু ভাববৈষম্য হচ্ছে না। ঠিক সেই পুলিসটার মতো, ওকে মারতেও আমার এতটুকু হাত কাঁপেনি। রিভলভার তুলেছি, ট্রিগার টিপেছি, ব্যস্ অতবড় জোয়ানটা মুখ থুবড়ে পড়লো। অত তেজ, অত হম্বিতম্বি, সব একেবারে গলে জল হয়ে গেল।

অ্যানসন হঠাৎ চমকে উঠল। কান খাড়া করল। দূরে গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে, গাড়িটা এদিকেই আসছে...ওরা আসছে...।

অ্যানসন শক্ত হাতে রিভলভার চেপে ধরলো। দাঁতে দাঁত ঘষলো। কপালে তার জমে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম। একটা বাঁক পেরোতেই গাড়ির আলোটা অন্ধকার কেটে এগোল।

ভাগ্য, একেই বলে ভাগ্য। তার থেকে মাত্র কুড়ি হাত দূরেই গাড়িটা এসে থামলো। পুরনো আমলের রংচটা একখানা বুইক। তার আরোহী মাত্র দুজন, ফিলিপ বারলো এবং মেগ।

বারলো বলল দ্যাখ চারিদিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখ, আমরা ছাড়া এখানে আর জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

গাড়ির কাঁচ নামানো। মৃদু বাতাসে ভর করে বারলোর প্রতিটি কথা অ্যানসনের কানে ভেসে এলো।

চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বারলো মেগ-এর চোখে তাকাল। দেখো চারদিক কেমন নিরব শুনসান, তার কথা শেষ না করেই তিনি একদৃষ্টে মেগ-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভাবলেন কি আশ্চর্য, এতক্ষণে এই সহজ-সরল কথাটাই আমার মাথায় ঢোকেনি। মেগকে তো আমি এখন নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারি। কেউ জানবে না, কাকপক্ষীটিও টের পাবে না। এমন সুবর্ণ সুযোগ কি আর কোনোদিন আসবে।

কিন্তু আমি ওর সঙ্গে আছি। সেক্ষেত্রে আমার কিছু হবে না অথচ ও মরবে, এটাই বা কেমন দেখায়। সবাই ভাববেন বা কি? মেগের মৃত্যুতেই তারা বুঝে নেবে যে আরেকটা খুন কে করেছে? না, বরং এখন থাক।

অ্যানসন মাটির সঙ্গে মিশে বুকে হেঁটে এগিয়ে গেলো। গাড়ির কাছে এসে থামল। ঘাড় তুলে উঁকি মেরে দেখলো। হ্যাঁ এখান থেকে বারলোর মাথাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

মেগ-এর গলা শোনা গেল কই আমাকে আদর করো। বারলোর কাঁধে মাথা রেখে সে তাকালো জানালার দিকে, হঠাৎ গলা চিরে এক তীক্ষ্ণ চীৎকার বেরিয়ে এল তার, না মেরো না প্লিজ মেরো না।

বারলো চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো, অ্যানসন ট্রিগারে চাপ দিল।

বারলো হুমড়ি খেয়ে পড়লো, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। দু-হাতে মুখ ঢেকে মেগ চীৎকার করে উঠল না-না-না–

অ্যানসন রিভলভার পকেটে রেখে এক পা এগোল, এক টানে গাড়ির দরজা খুলে ফেললো। মেগ দু হাতে বাধা দেবার চেষ্টা করলো।

অ্যানসন তার চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে গাড়ি থেকে নামালো। তারপর...

রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো মেগ-এর আর্তনাদে। কটা নিশাচর প্রাণী ডানা ঝাঁপটালো। একটা শকুন কাঁদতে লাগল।

৮.

বড় বড় পা ফেলে তার কামরায় ঢুকলেন স্টিভ হারমাস। দরজার পাশের পেরেকে টুপিটা রাখলেন, তারপর চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কাল রাতে তিনি এবং তার স্ত্রী হেলেন এক পার্টিতে গিয়েছিলেন। পান-ভোজন একটু বেশীই হয়েছে, শরীরটা আজ তাই তেমন জুতসই নয়।

হারমাস গালে হাত ঘষলেন। একটা হাই তুললেন, তাকালেন টেবিলের দিকে। যথারীতি একগাদা ফাইলপত্র এসে জমা হয়েছে।

নাঃ এই বুড়োটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। কি চোখেই সে আমাকে দেখেছে। রাজ্যের ফাইল রোজ নিয়মিত পাঠিয়ে দেবে। সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে সুচিন্তিত অভিমত দিতে হবে। শালার অভিমতের নিকুচি করেছে।

টেবিলের স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের সবুজ বাতিটা হঠাৎ জ্বলে উঠল। চাবি টিপতেই ভেসে এলো ম্যাডক্স-এর সেই কণ্ঠস্বর–একবার এখনি আমার ঘরে এসো।

আলো নিভে গেল। হারমাস বিরক্তির দৃষ্টিতে যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে একটা অশ্রাব্য গালাগালি দিলেন। তারপর চেয়ার ঠেলে উঠে অলস-মন্থর পায়ে এগোলেন দরজা পেরিয়ে ম্যাডক্স-এর ঘরের দিকে।

প্যাটির সঙ্গে ঢোকবার মুখে চোখাচুখি হতে প্যাটি হেসে জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার মিঃ হারমাস? অমন পাচার মত মুখ করে আছেন কফির সঙ্গে মাছি গিলে ফেলেছেন নাকি?

হারমাস হেসে বললেন, আর বোলল না, চেয়ারে এসে বসতে না বসতেই, একবার এসো আমার ঘরে এখুনি, কি ব্যাপার বলো তো?

ঠিক বলতে পারলাম না। এইতো, মিনিট পাঁচেক আগে সকালের খবরের কাগজ দিয়ে এলাম ওঁর টেবিলে, কি জানি আবার কি হলো?

যাই দেখি গিয়ে। গলার স্বর শুনে মনে হল, ব্যাপার গুরুতর। কপালে আজ আমার অনেক ভোগান্তি আছে। এগিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলে ম্যাডক্স-এর কামরায় হারমাস ঢুকলেন।

ম্যাডক্স ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন। কপালে তার চিন্তার বলিরেখা, দু-আঙ্গুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট, চারপাশে ফাইলের স্তূপ। সবে সকাল সোয়া নটা, অথচ দেখে মনে হয় যেন কতকাল ধরে একনাগাড়ে ম্যাডক্স কাজ করে চলেছেন।

হারমাসকে একনজর দেখে তিনি খবরের কাগজটা হারমাসের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। নাও এটা বসে বসে দ্যাখ।

বিপরীত দিকের একখানা চেয়ারে বসে হারমাস চোখের সামনে কাগজখানা মেলে ধরলো। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে লেখা সংবাদ শিরোনামটি সহজেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

উন্মাদের নতুন আক্রমন, আবার খুন, আবার শ্লীলতাহানি, আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

হারমাস চোখ তুলে একনজর ম্যাডক্স-এর দিকে তাকালেন। তারপর মাথা নীচু করে পড়ায় মনোনিবেশ করলেন।

পড়া শেষ করে তিনি অবাক চোখে তাকালেন, ফিলিপ বারলো তার মানে আমাদের প্রু টাউনের সেই মক্কেল।

হ্যাঁ সবেমাত্র দশ দিন হল পঞ্চাশ হাজার ডলারের বীমা করিয়েছে। আর এখন ভগবানের ক্ষেতে পটলের চাষ করতে চলে গেলো।

স্থ, তাই তো দেখছি, এখানে আর ক্ষেত খুঁজে পেলো না। গুলি একেবারে মাথার খুলি এফেঁড় ওফোড় করে দিয়েছে। বউকে ধর্ষণ করেছে, ছিঃ ছিঃ পুলিসগুলো এত দিনেও একটা সুরাহা কিছু করতে পারলো না। বউয়ের অবস্থা ভাল না, বাঁচবে কিনা সন্দেহ।

ম্যাডক্স খেঁকিয়ে উঠে বললেন থাক থাক ওগুলো আর আমাকে পড়ে শোনাতে হবে না। পড়াশুনা আমারও কম জানা নেই, ওই খবরগুলো আমি ভাল করেই পড়েছি। এখন যা বলি শোনো।

দশদিন আগে বীমা করিয়ে যে লোকটা এমন হুট করে মারা যায়, তার মৃত্যুতে স্বভাবতঃই আমার সন্দেহ জাগে। আমার কাছে ব্যাপারটা আদৌ সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

আপনার কাছে সুবিধের না মনে হলেও করার কিছু নেই। একথা নিশ্চয়ই আপনি বলতে পারেন না যে লোকটা ইনসুরেন্সের টাকার লোভে বেঘোরে প্রাণ দিয়েছে।

কি জানি, আমার কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। লোকটার সই-এর কালি এখনও ভালভাবে শুকলো না, না হারমাস গতিক সুবিধের ঠেকছে না।

অসুবিধের বা কি? এই তো দেখুন না, খবরে পরিষ্কার লিখেছে যে ওর স্ত্রীর চোয়ালের হাড় সরে গেছে। এমন অবস্থায়

গুলি মারো তোমার অবস্থায়। অমন করে পঞ্চাশ হাজার ডলার পাইয়ে দেবার আশ্বাস কেউ আমাকে দিক না। আমিও নিঃশব্দে দশবার ধর্ষিত হয়ে দু-চোয়ালের হাড় সরিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে শুয়ে থাকবোখন। সুতরাং ওসব গাল-গল্প আমাকে শুনোতে এস না। আমি গত বিশ বছর ধরে এমন ঘটনা কম দেখিনি। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে একটা সিগারেট ধরালেন ম্যাডক্স, ঘন ঘন কয়েকটা টানে ধোয়ার জাল রচনা করলেন। তারপর ছাইদানে আধ খাওয়া সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে তাকালেন হারমাস-এর চোখে, তুমি বোধহয় জানোনা, সেই ডিটেকটিভ এজেন্সী কি একখানা রিপোর্ট পাঠিয়েছে বারসোর স্ত্রী সম্বন্ধে। পড়লে বুঝতে পারবে, অমন মেয়েমানুষের পক্ষে টাকার জন্য কোনো কিছু করাই অসম্ভব নয়। তদন্তে নামার আগে, হ্যাঁ ভালো। কথা, এই খুনের ব্যাপারে আমাদের কোম্পানীর হয়ে তদন্ত তোমাকেই করতে হবে।

মুখ ব্যাজার করে হারমাস অন্যদিকে তাকালেন, কই রিপোর্টটা কোথায় দিন।

দিচ্ছি। তার আগে কয়েকটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনন। আমাদের যা কিছু করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। যদি সম্ভব হয় তাহলে আজই ব্রেন্ট-এ চলে যাও। সেখানে গিয়ে পুলিসের বড়কর্তা জেনস-এর সঙ্গে দেখা করো। তাকে বলল আমার এই ব্যাপারটায় সন্দেহ আছে। তোমার কাজে সে যেন সবরকম সাহায্য করে এই আমি চাই। জেনস লোক ভালো। তোমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হবে না। সে তোমাকে খুশী মনেই মেনে নেবে। জেনস হাসপাতালে গিয়ে যখন মেয়েটার সঙ্গে দেখা করবে তুমি তখন থেকো। সব সময় চোখ কান খোলা রাখবে। অ্যানসনের সঙ্গে দেখা করে বলবে বারলোর স্ত্রী দাবী পূরণের দরখাস্ত করলে আমি লড়ে যাবো। সহজে ছাড়বো না। খবরদার খবরের কাগজওলারা যেন কিছু জানতে না পারে। জেসন গ্লেন এ গিয়ে ঘটনাস্থলে একবার চোখ বুলিয়ে এসো। আর হ্যাঁ, স্ত্রীটি হাসপাতালে থাকাকালীন ওদের বাড়িটা এক ফাঁকে গিয়ে দেখে এসো, তুমি যে বাড়িতে যাবে সেটা যেন জেনস না জানতে পারে।

এতক্ষণ বেশ তো হচ্ছিল। আবার বাড়ির ব্যাপারটা আনলেন কেন?

কেন আনলাম ঠিক বলতে পারি না। তবে একটা জিনিস বুঝি, পাত্র-পাত্রীর বাড়ির চেহারা দেখলে অনেক কিছু বোঝা যায়। তুমিও হয়তো অস্বাভাবিক কিছু না কিছু একটার সন্ধান সেখানে পেতে পারো।

ঠিক আছে, উঠে দাঁড়ালেন হারমাস, তাহলে আজই আমি রওনা হই। গিয়ে জেনস-এর সঙ্গে দেখা করি।

হ্যাঁ তাই যাও আর ডাক্তার-এর রিপোর্টটাও সংগ্রহ করো। সত্যি সত্যিই মেয়েটা ধর্ষিত হয়েছে নাকি সেটা আগে জানা দরকার।

ডাক্তারের রিপোর্টে আর নতুন কি বলবে। খবরের কাগজে এক জায়গায় হাত দেখিয়ে হারমা বললো এই তো এখানেই তো সব ছবির মতো পরিষ্কার।

ম্যাডক্স তাকে হাত তুলে থামালেন আর তার চোখের দৃষ্টিতে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। খবরের কাগজে তো রোজ কত খবরই বেরোয়। সব খবর কি সত্যি হয়, বিশ্বাস করার মতো হয়? সুতরাং ওসব বাজে ওজর ছাড়ো। ডাক্তারের রিপোর্ট আমার চাই-চাই।

.

সকাল নটা বেজে পাঁচ। অ্যানা গারভিন অফিসঘরে ঢুকে রীতিমত অবাক হল অ্যানসনকে দেখে। একি আমি কি দেরী করে ফেললাম না আপনি বেশী সকাল সকাল এসে গেছেন।

অ্যানসন আজ সকাল সকালই চলে এসেছে। অ্যানা আসার আগে স্বয়ংক্রিয় ঘড়িটা খুলে টেপটা সরিয়ে রেখেছে।

অ্যানার কথায় মৃদু হাসলো সে, না না তুমি ঠিক সময় এসেছে। আমিই আজ একটু আগে আগে চলে এলাম। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলো অ্যানসন, সকালের কাগজ দেখে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। বেচারা বারলো, এই সেদিন তার ইনসিওর করালাম। বড় দুঃখের সংবাদ।

হ্যাঁ, কাগজে দেখলাম। সত্যি, ভাবতেও খারাপ লাগে। আমার তো রীতিমত ভয় ধরে গেছে। রাত্রে আর বাড়ির বাইরে আমি এক পাও বাড়াচ্ছি না। মাথা নীচু করে ড্রয়ার থেকে অ্যানা কাগজপত্র বের করলো।

অ্যানসন এগিয়ে এসে ফোন করলো প্রু টাউন গেজেট-এর অফিসে। ওপাশ থেকে সাড়া আসতেই সে লাইনটা সাংবাদিক জেফ ফ্রিসবির টেবিলে দিতে বলল।

কয়েক মুহূর্ত পর ফ্রিসবির গলা শোনা গেল হ্যালো কে বলছেন?

আমি অ্যানসন বলছি। শোনো জেফ, মৃত ফিলিপ বারলো সম্বন্ধে তুমি আজ কাগজে যতটুকু লিখেছে, সেটুকুই সব নয়। আরও আছে আমি বলি শোন, তেমন দরকারী মনে হলে খবরটা ছাপিয়ে দিতে পারো, বারলোকে দিয়ে এই দিন দশেক আগে হলো আমি এক জীবনবীমা করিয়েছিলাম। টাকার অঙ্কটা নেহাৎ কম নয়, পঞ্চাশ হাজার ডলার। খবরটা কালকের কাগজে ছেপে দিও।

ছাপবো নিশ্চয়ই, এত বড় একটা খবর না ছেপে পারি। পঞ্চাশ হাজার, বাপরে বাপ, এত একেবারে এককাড়ি টাকা। মিসেস বারলো দেখছি রাতারাতি লাখপতি হয়ে যাবেন। খুব ভালো করলে খবরটা দিয়ে, ধন্যবাদ।

পুলিস এখনও কাউকে ধরতে পারেনি, তাই তো?

হ্যাঁ, জেনস একেবারে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে। এখনও পর্যন্ত কোনো সূত্রই আবিষ্কার করতে পারেনি।

মিসেস বারলো কেমন আছেন?

ভালো না। ডাক্তার এখনও কাউকে তাকে দেখতে দিচ্ছে না। নতুন কিছু খবর পেলে জানিও। শত হলেও বারলো আমার মকেল। তার সম্বন্ধে তোমাদের পাঁচজনের চেয়ে আমি একটু বেশি রকমই আগ্রহী।

খুবই স্বাভাবিক। মক্কেল বলে কথা। তা মিসেস বারলোকে কবে নাগাদ টাকা দিচ্ছ। দাঁড়াও, আগে সুস্থ হোক। দাবী পূরণের দরখাস্ত করুক তারপর তো টাকা দেওয়ার প্রশ্ন আসছে। তবে আমাদের তরফ থেকে খুব একটা দেরী হবে না।

সে যাই হোক, সব খবরই আমাকে জানিও। তবে ওগুলো তো কম দরকারীনয়। বারলোদের, সম্পর্কে লোকেরা এখন উৎসাহী। যা ছাড়বো, তাই একেবারে চেটেপুটে নেবে। আমিও তেমন কিছু খবর পেলে তোমাকে জানাবো।

অ্যানসন বলল ঠিক আছে ছাড়ছি, তারপর ফোন রেখে দিল।

অ্যানা ঘাড় তুলে বললো মিসেস বারলো কেমন আছেন?

অ্যানসন গম্ভীর মুখে ঘাড় নেড়ে বলল ভালো না।

কি সাংঘাতিক। মক্কেলের স্ত্রী হিসাবে ওকে এ সময় আমার সাহায্য করা উচিৎ। কিন্তু কিই বা করবো। কি ভাবতে কে কি ভাববে কে জানে। যাকগে আগ বাড়িয়ে কিছু করার দরকার নেই। বরং আমার তরফ থেকে ওকে কিছু ফুল পাঠিয়ে দিই। তুমি এক কাজ করো অ্যানা, ডিভ এর দোকানে একটা ফোন করে বলে দাও, ওরা যেন একডজন গোলাপ হাসপাতালে মিসেস বারলোর কাছে পাঠিয়ে দেয়। বাড়ি যাবার সময় আমি দাম মিটিয়ে দেবোখন।

.

ব্রেন্ট হোমিসাইড বিভাগের কর্মকর্তা লেফটেনান্ট ফ্রড জেনসনকে ঠিক পুরোপুরি পুলিশ বলা যায় না। একটু ঢিলেঢালা স্বভাবের আমুদে প্রকৃতির এই লোকটা ব্যবহারে অতি সজ্জন। তার চোখের দৃষ্টিতে অন্যায় বা অপরাধ ততটা চট করে ধরা পড়ে না সত্যি কিন্তু তা বলে চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন না।

সেদিন সবে নিজের কামরায় একখানা ফাইল খুলে বসেছেন তিনি, এমন সময় দরজা ঠেলে স্টিভ হারমাস ঘরে ঢুকলো।

ফাইল থেকে চোখ তুলে একবার হারমাসকে দেখলেন জেনসন্। তার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল বললো, বলল হারমাস তোমার জন্য কি করতে পারি?

হারমাস-এর সঙ্গে আগেও দু-একটা কাজ তিনি করেছেন। দুজনেই তাই দুজনের পরিচিত, বন্ধুত্বের একটা ক্ষীন সূত্রও কাজের ফাঁকে দুজনের মধ্যে গড়ে উঠেছে।

হারমাস একখানা চেয়ার টেনে বসলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোয়া ছাড়লেন। তারপর তাকালেন জেনসন-এর চোখে। ম্যাডক্স আমাকে পাঠিয়েছেন। ফিলিপ বারলো আমাদের মকেল। পঞ্চাশ হাজার ডলারের বীমা করিয়েছে সে আমাদের কোম্পানির কাছে। আর ম্যাডক্স যথারীতি সরষের মধ্যে ভূত খুঁজে পেয়েছেন।

ম্যাডক্সকে জেনস ভালোভাবেই চিনতেন। মৃদু হাসলেন তিনি হারমাস-এর কথায়, এখানে আর ম্যাডজকে খাপ খুলতে হবে না। বন্ধু, একেবারে জলের মতো স্বচ্ছ। পাঁচদিন আগে ঘটেছে প্রথম ঘটনা, পাঁচদিন পর হল তার পুনরাবৃত্তি। ব্যস, চুকে গেল ঝামেলা। আমাদের মধ্যে এক উন্মাদ এসে ঢুকেছে। সেই এসব করছে। আমরা তাকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আজ না হয় কালকে ধরা পড়বেই। ম্যাডমকে গিয়ে সব কথা বোলো।

হারমাস ভ্রূ নাচিয়ে বললেন, বললেই তো আর হবে না বন্ধু ঘটনাটির মধ্যে ম্যাডা অনেক জটিল বিষয়ের সন্ধান পেয়েছেন। এমন কি একথাও তিনি বলেছেন, পঞ্চাশ হাজার ডলারের জন্য মিসেস বারলো নাকি তার স্বামীকে মেরে কাউকে দিয়ে নিজেকে ধর্ষণ করিয়েছে। সুতরাং.

নাঃ বুড়োর মাথাটা দেখছি একেবারেই গেছে। দুহাত তুলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করলেন জেনস, এক কাজ করা ওকে যত তাড়াতাড়ি পারো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। নইলে...

মিসেস বারলোর সঙ্গে তোমাদের কিছু কথা হয়েছে নাকি। হারমাস প্রসঙ্গ পাল্টালেন।

না, হলো আর কোথায়। হাসপাতালের ডাক্তার মিঃ হেনরীকে ফোন করেছিলাম, উনি আমাকে সন্ধে ছটার পর যেতে বললেন।

বেশ আমাকে ঐ সময় সঙ্গে নিয়ে যেও। ম্যাডক্স সব সময় চোখ কান ভোলা রাখতে বলেছেন, দেখি মিসেস বারলোর কথাবার্তা থেকে কিছু সূত্র পাওয়া যায় কিনা। যাই বলল বাবা পঞ্চাশ হাজার ডলার কিছু কম টাকা নয়।

না, না, তা তো ঠিকই। তবে এক্ষেত্রে ম্যাডক্স মিথ্যে জল ঘোলা করছেন। আরে ভাই, সব কিছুই যদি হিসেবে মিলতো, তাহলে তো আর কথাই থাকতো না।

ঠিক, তুমি খাঁটি কথা বলেছে। একটুও মিথ্যে বলেনি। আমিও ম্যাডক্সকে বারবার বলেছি, কেন অনর্থক হিসেব মেলাতে চাইছেন, কিন্তু বলেও নিজেই আবার তদন্তে ছুটে এসেছি। কি জানি অন্যান্য বারের মতো এবারও যদি ওর হিসেব মিলে যায়।

জেনসন চকিতে চোখ মেলে হারমাস-এর দিকে তাকালেন। হারমাস মৃদু হেসে ঘাড় নাড়লেন। জেনস বললেন তার মানে তুমি বলতে চাইছে, এই খুনের ব্যাপারে মিসেস বারলোর হাত আছে।

হাত আছে না পা আছে জানি না, আগে তার সঙ্গে কথা বলি, ডাক্তারের রিপোর্টটা দেখি, তবে আমার মতামত বলবো।

ছাই বলবে, অনর্থক সময় নষ্টই সার হবে। একটা জিনিস কেন তোমার মাথায় ঢুকছে না হারমাস, খুনীর প্রচণ্ড আঘাতে তার চোয়ালের হাড় সরে গেছে, এর মধ্যে কোন ভান-ভনিতা নেই। এছাড়া...

এছাড়াও তিনি ভীষণভাবে ধর্ষিত হয়েছেন। এই তো? হারমাস হাসল, জানো ম্যাডক্স কি বলেছেন, তিনি বলেছেন পঞ্চাশ হাজার ডলারের জন্য তিনি নিজে অমন দশবার ধর্ষিত হতে বা দু-চোয়ালেরই হাড় সরাতে রাজি।

একটু ইতস্ততঃ করে হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে চেপে নিভিয়ে দিলেন জেনস। আসলে তোমার ম্যাডক্স চাননা, টাকাটা কোম্পানির হাত ছাড়া হোক, তাই এত বায়নাক্কা। মিসেস বারলো একবার বলে দিন, উনি টাকা চান না, ব্যস দেখবে এই ঘটনা সম্বন্ধে রাজ্যের গাল গল্প উনি নির্বিচারে মেনে নেবেন।

উত্তরে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালেন হারমাস, এবার আমাকে যেতে হচ্ছে। তাহলে ঐ কথাই রইলো, ছটার একটু আগে আমি এখানে আসবো, তারপর দুজনে মিলে হাসপাতালে যাবো, চলি।

হারমাস পুলিস হেডকোয়াটার্স থেকে বেরিয়ে সোজা গেলেন অ্যানসন-এর অফিসে।

অ্যানসন ঘরেই ছিল। এগিয়ে গিয়ে করমর্দন করলেন তার সঙ্গে।মৃদু হেসে বললেন কি চিনতে পারছেন তো?

অ্যানসন বিপরীত দিকের চেয়ার দেখিয়ে বলল, কেন পারবো না মিঃ স্টিভ হারমাসকে ভোলা কি এত সহজ। বারলোর মৃত্যু সত্যিই মর্মন্তুদ।

হারমাস ঘাড় ফেরালেন। চোখাচোখি হলো তার অ্যানার সঙ্গে। অ্যানা তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে নিল।

হারমাস একটু নড়েচড়ে বসলেন। হ্যাঁ মৃত্যুটা খুব দুঃখজনক তো বটেই তবে বলছিলাম কি, যদি নিরিবিলিতে কোথাও গিয়ে কফি খাওয়া যেত।

হা হা নিশ্চয়ই, অ্যানসন উঠে দাঁড়ালো, এ বাড়ির উল্টো দিকেই একটা ভালো কাফে আছে, চলুন। অ্যানার দিকে তাকালো সে, অ্যানা আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি। কেউ এলে একটু অপেক্ষা করতে বোলো।

কিছুক্ষণ পর কাফের একটি নিভৃত কোণে মুখোমুখি বসে কফির কাপে এক দীর্ঘ চুমুক দিয়ে অ্যানসন মুখ তুললল, ম্যাডক্স তাহলে যুদ্ধই ঘোষণা করলেন।

মিঃ অ্যানসন, যুদ্ধ তিনি তাদের সঙ্গেই করেন, যারা তার সঙ্গে বুদ্ধির শক্তিতে সমান পাল্লা দিতে পারে। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে হারমাস তার দিকে তাকালেন, এটা অনুমান মাত্র। তার ধারণা, মিসেস বারলো নিজেই স্বামীকে খুন করে কারো সাহায্যে ধর্ষিতা হয়েছেন।

আপনি অবিলম্বে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন, নিশ্চয় ওর পেটের ব্যামো হয়েছে মিঃ হারমাস। অ্যানসনের ঠোঁটের কোনে শ্লেষের হাসি খেলে গেল। টাকা ওকে দিতেই হবে।

না দিয়ে এবার কিছুতেই পার পাবেন না। আর দিতে আপত্তিই বা কিসের? আমাদের এত বড় কোম্পানি, আমাদের কাছে পঞ্চাশ হাজার ডলার তো নস্যি। এদিকে টাকা না দিলে খবরের কাগজওয়ালারা, দারুণ তোলপাড় কাণ্ড করবে। কোম্পানীর বদনাম হবে, সব দিক দিয়েই ক্ষতি, কি দরকার বাবা ঝামেলা না করে টাকাটা দিয়ে দিলেই তো হয়।

তা অবশ্য যায়। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি ঠিক বুঝলাম না মিঃ অ্যানসন, খবরের কাগজওয়ালারা আমাদের এত ভিতরের খবর কি করে জানলেন। আপনি কি ওদের কিছু বলেছেন?

বলবো না কেন? অ্যানসন বলল এটা কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার একখানা জবরদস্ত খবর। এ শহরের সবাই মোটামুটি আমাকে চেনে। বারলোকে দিয়ে যে আমি বীমা করিয়েছি, একথাও কারোর অজানা নেই। সুতরাং এ অবস্থায় আপনি নিজেই ভেবে দেখুন। আমার বদনাম তো হবেই, কোম্পানিরও সমুহ বিপদের আশঙ্কা। টাকাটা দিলে লোকে নিশ্চিন্ত হবে, বলবে না এরা টাকা ঠিক ঠিক দেয়, মিঃ অ্যানসনের কাছে বীমা করিয়ে সুবিধে আছে। ব্যবসা আমাদের বেড়ে যাবে।

কিন্তু..একাজটা আপনি ভালো করেননি মিঃ অ্যানসন। খবরের কাগজের হাতে খবর তুলে দেওয়া, এটা ম্যাডক্স একেবারেই সুনজরে দেখবেন না।

কেন? না দেখার কি?

কারণটা তো আপনাকে বললাম, তিনি মনে করেন, আগাগোড়া ব্যাপারটাই একটা সাজানো, ছকে ফেলা ঘটনা। তাই...।

অ্যানসন হাত তুলে থামালোতাকে, মৃদু হেসে একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো, আসলে তফাৎটা কোথায় জানেন মিঃ হারমাস, আপনি কাজ করেন ম্যাডক্স-এর হয়ে, আর আমি কাজ করি এ অঞ্চলের তিনটে শহরের সমস্ত অধিবাসীদের হয়ে। ওঁর মতলব মতো আমাকে যদি চলতে হতো, তাহলে বহুদিন আগেই এখানকার অফিসে লালবাতি জ্বালতে হতো। বলুন ঠিক কি না? ওঃ অসহ্য। বয়েস হয়ে গেলো, তবু বুড়ো হাবড়াটার চাকরী ছাড়ার নাম নেই। আর কতদিন যে ওঁর জ্বালায় এভাবে প্রতি পদে পদে আমাদের জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে, কে জানে।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটল। হারমাস কাপেনতুন করে কফি ঢাললো। দুচামচ চিনি মেশাল। তারপর দীর্ঘ এক চুমুক দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। গোড়া থেকেই বারলোর পলিসিটা নিয়ে ওঁর মনে খুঁতখুতুনি। উনি এক ডিটেকটিভ এজেন্সিকে লাগিয়ে দিলেন মিসেস বারলোর সম্বন্ধে খোঁজখবর করার জন্য। তারা দশ পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ রিপোর্ট পাঠিয়েছে। তারা জানিয়েছে যে মেয়েটা নাকি এক নম্বরের জাহাবাজ। টাকার জন্য সে না করতে পারে এমন কাজ নাকি ভূ ভারতে নেই।

অ্যানসন চকিতে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলো। কাশতে কাশতে কাপ নামিয়ে রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে তাকালে হারমাস-এর চোখে, রিপোর্টে কি আছে?

জানি না, কেন না এখনও দেখার সুযোগ হয় নি। তবে মনে হয় পুরো রিপোর্টটাই খুব একটা সুবিধের নয়।

আপনার এই ম্যাডক্স উন্মাদ, বদ্ধ উন্মাদ, বিরক্তির চিহ্ন অ্যানসনের মুখে সুস্পষ্ট হল। একটা মেয়ে সে আক্রান্ত হয়েছে, ধর্ষিতা হয়েছে, তার স্বামীকে হারিয়েছে, কোথায় তার জন্য সহানুভূতি হবে তা না উনি রিপোর্ট খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

জেনসন আর আপনার বক্তব্য মোটামুটি একই ধাচের,কথা কি জানেন মিঃ অ্যানসন, হারমাস, তার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকালেন তবু একটা কথা ম্যাডক্স-এর সঙ্গে দশ বছর হলো কাজ করছি। এতদিন এমন একটা ঘটনাও আমার চোখে পড়লো না, যে ম্যাডক্স কোনো পলিসি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করার পরও সেই পলিসিটা সাচ্চা বলে প্রমাণিত হল।

কোনদিন হয়নি বলে যে আজও হবেনা, এরকম কোন নিয়ম নেই। আসলে ওসব সস্তা চমক, নাম কেনার সস্তা চেষ্টা। অ্যানসন ক্রোধে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল। ঐ ম্যাডক্সই, দিনে দিনে আমাদের কোম্পানিকে লাটে তুলবে। আমি বলে দিলাম পরে মিলিয়ে নেবেন। পঞ্চাশ হাজার ডলার আমাদের কাছে কি? এত বড় কোম্পানি।

আমাদের কাছে একটা পঞ্চাশ হাজার সত্যিই সামান্য মিঃ অ্যানসন কিন্তু যে লোকটার সারা বছরে এরকম হাজার দুয়েক পঞ্চাশ হাজারী ঠেলা সামলাতে হয়, তার কাছে এর গুরুত্ব কিন্তু কম নয়।

অ্যানসন একমুহূর্ত নীরব থেকে কাধ ঝাঁকালো, ঠিক আছে আপনারা যা ভাল বোঝেন মিঃ হারমাস। আমাকে যা বলবেন, আমার আর কি?

হারমাস প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন যে মিঃ বারলোর বাড়িটা কোথায় বলুন তো।

কেন? শহরতলীর এক নির্জন পরিবেশে।

আমাকে যে ওখানে যেতে হবে মিঃ অ্যানসন।

হারমাস উঠে দাঁড়ালেন। চলুন না আপনিও সঙ্গে চলুন। দুজনে বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

কিন্তু ওই বাড়িতে যাবেন কেন? ওখানে কি আছে?

হারমাস স্থির দৃষ্টিতে অ্যানসনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল বলল কি আছে জানি না, ম্যাড আমাকে যেতে বলেছেন যেতে আমাকে হবেই।

যেতে হবে বললেই তো আর হবে না। ওরা কেউ বাড়িতে নেই। চোরের মতো অন্যের বাড়িতে কাউকে কিছু না জানিয়ে, এটা কেমন মিঃ হারমাস?

আরে চলুন চলুন। একা গেলে আমাকে চোর বলা সাজত। আপনাকে তো সাক্ষী হিসাবে নিয়ে যাচ্ছি, আমার চুরির অপরাধ মেটাতে আপনি একাই যথেষ্ট।

অ্যানসন একটু দোনামোনা করে উঠে দাঁড়াল। বিল মিটিয়ে কাফে থেকে দুজনে বেরিয়ে অ্যানসনের গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাড়ি ছুটলো হাওয়ার বেগে।

বাঃ খুব সুন্দর চমৎকার! নুড়ি বিছানো পথের দুদিকে বাগানের দিকে তাকিয়ে হারমাস মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠলেন।

অ্যানসন গিয়ার পালটে গাড়ি থামাল, হ্যাঁ বাগানটা সত্যিই খুব সুন্দর।

মিঃ অ্যানসন শুধু সুন্দর বললেই যথেষ্ট হয় না। আমার জীবনে এমন নিপুন হাতের কাজ আমি কোনোদিনও দেখিনি, লোকটা নিঃসন্দেহে প্রতিভাধর। বাপরে বাপ কি বিরাট এক একখানা গোলাপ। ইস হেলেন যদি সঙ্গে থাকতো।

গাড়ি থেকে নেমে তিনি কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাল নীল মাছের খেলা দেখলেন, বিরাট ডালিয়াগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর ঘন ঘন মাথা নাড়তে নাড়তে অ্যানসনের কাছে ফিরে এলেন। বললেন,না মিঃ অ্যানসন এটা একটা ছবির মতো, না না, ছবিতেও এমন মনোহর দৃশ্য আমি খুব কম দেখেছি। তিনি ঘাড় তুলে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন কিন্তু এটা কেমন হল, এমন সুন্দর বাগানের পাশে একখানা পলেস্তারা ঘসা জরাজীর্ণ বাড়ি। বারলোর বোধহয় বাড়ির প্রতি তেমন টান ছিল না তাই না।

অ্যানসন সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে দরজার দিকে এগোল। আর পেছন পেছন হারমাসও এলেন। পকেট থেকে কি একটা বের করে দরজার চাবির ফুটোয় ঢুকিয়ে একটু চাপ দিলেন। খট করে একটা শব্দ হল। দরজা খুলল।

ভেতরে যাওয়া কিন্তু ঠিক হচ্ছে না মিঃ হারমাস। শেষ বারের মতো অ্যানসন তাকে সাবধান করলেন, এরকম অনুমতি না নিয়ে...

তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, হারমাস ততক্ষণে বড় বড় পা ফেলে দরজা ডিঙ্গিয়ে ঢুকে পড়েছেন হলঘরে, তারপর সেখান থেকে সটান বসবার ঘরে। অ্যানসন তার পিছন পিছন এল।

ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে হারমাস ফিরলো অ্যানসনের দিকে বাঃ এ তো দেখছি বেশ মজার ব্যাপার। বাইরে অমন সুন্দর বাগান আর ভেতরে ঘরের মেঝেয় আধ ইঞ্চি পুরু ধুলো। বারলো কি ঘরেও বাগান করবেন ভেবেছিলেন নাকি। নিজের রসিকতায় নিজেই ঘর ফাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি, নাঃ মেয়েটা দেখছি নোংরার একশেষ! বোধহয় ঝাটা হাতে নিতেও শেখেনি।

অ্যানসন কোন কথা বললো না। হারমাস এগিয়ে গেলেন টেবিলের টাইপ মেশিনটার দিকে, একরাশ টাইপকরা কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়লেন, ই দেখছি লেখাপড়ারও কিছু অভ্যাস ছিল। তা অভ্যাসটা কার স্বামীর না স্ত্রীর?

জানিনা। কিন্তু মিঃ হারমাস, অমনভাবে ওদের ব্যক্তিগত কাগজপত্র দেখাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। আপনি..

হারমাস হঠাৎ একখানা চেয়ার টেনে টেবিলের সামনে বসে পড়লেন। এক একখানা কাগজ উল্টে-পাল্টে দেখলেন। তার চোয়াল শক্ত হল, মুখে দৃঢ়তার চিহ্ন ফুটে উঠল। অ্যানসন একটা ঢোক গিললো, এখানে অনধিকার প্রবেশ, বেশীক্ষণ....

ধীরে বন্ধু ধীরে। হারমাস তার কথা মাঝপথে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন, এখানে আমি তদন্ত করতে এসেছি, আপনার কাছ থেকে উপদেশামৃত নিতে নয়। আপনি বরং

গাড়িতে গিয়ে বসুন বাগানের শোভা দেখুন। আমাকে নিজের মতো কাজ করতে দিন। প্লিজ বিরক্ত করবেন না।

অ্যানসন একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। আরো মিনিট পাঁচেক পর টাইপ করা কাগজগুলো মুড়ে পকেটে রেখে হারমাস উঠে দাঁড়ালেন।

অ্যানসন যেন খুব অবাক হয়েছে এমনভাবে বলল মিঃ হারমাস কাগজগুলো আপনি নিয়ে চললেন?

হারমাস ছোট করে ঘাড় নাড়লেন, বুঝলেন মিঃ অ্যানসন ম্যাডক্সকে কখনো কখনো আমার দেবতা বলে ভাবতে ইচ্ছে করে। সত্যি অদ্ভুত ওর ক্ষমতা! আমাকে যখন এই বাড়িতে এসে ঘুরেফিরে সব দেখে যেতে বললেন আপনার মতো আমিও তখন অবাক হয়েছিলাম, প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু দেখুন এসে কত ভালই না হল। যে কাগজগুলো পকেটে পুরলাম ওতে কি আছে জানেন? ওতে আছে মিসেস বারলোর লেখা একটা গল্প। এক প্রেমিক প্রেমিকার ইনসুরেন্স কোম্পানীকে প্রতারনা করার চমৎকার একটা পরিকল্পনা। প্রেমিকটি বিমানবন্দরের টিকিট ক্লার্ক, বাঃ চমৎকার। ম্যাডক্স এগুলো দেখে ভারী খুশী হবেন। গল্পটা দেখে বোঝা যায় মিসেস বারলোর মনে আগে থেকেই ইনসুরেন্স কোম্পানীকে প্রতারনা করবার একটা মতলব ছিল। আমাদের পক্ষে গল্পটা পেয়ে সুবিধেই হলো, উনি দাবী পূরণের দরখাস্ত করলে এটা দেখিয়ে ওর মনের অবস্থা বুঝিয়ে লড়ে যাবার একটা সুযোগ আমার হবে।

অ্যানসন হঠাৎ হো হো করে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল। এটা আপনি কি রকম বললেন মিঃ হারমাস, আপনার মতো বিচক্ষণ একজন লোক, কতরকম গল্পই তো লোকে লেখে, তাই বলে কিন্তু...হারমাস তার কথা না শুনে ঘরের এক কোণে চলে গেছে, বাধ্য হয়েই তাকে থামতে হলো।

দেয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে একটা বাঁধাই সার্টিফিকেট মনোযোগ সহকারে দেখতে দেখতে হারমাস বললেন, তাহলে বারলো পিস্তল চালাতেও জানতেন। স্মল আর্মস অ্যান্ড টারগেট ক্লাব পিতল চালনায় প্রথম হবার জন্য তাঁকে এই সার্টিফিকেটটা দিয়েছে।

অ্যানসন তাড়া দিলো, বেশ ভালো, এবার চলুন, কেউ দেখে ফেললে আমাদের মুশকিলে পড়তে হবে।

মিঃ অ্যানসন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন এমন নিরিবিলি জায়গা কে এখানে আসবে? হাঁ যে কথা বলছিলাম, যে লোকটা পিস্তল চালনায় এমন দক্ষ, তার নিশ্চয়ই নিজের একটা পিস্তল আছে ঠিক কিনা?

থাকলেই বা তা দিয়ে আমাদের কি দরকার?

দরকার, তা দরকার তো আছেই, ঘুরতে ঘুরতে দেয়াল আলমারীর কাছে গেলেন হারমাস। এক টানে দেরাজ খুলে ফেললেন, এই তত পিস্তলের বাক্স। কাঠের বাক্সটা সমস্ত খুলে তিনি তার ডালা খুলে ফেললেন, কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইলেন, দোয়াত আছে কালি নেই! কার্তুজ আছে, চোঙ পরিষ্কার করবার ব্রাশ আছে, অথচ পিস্তলটা নেই। পিস্তলের খাপও আছে অথচ আসল মালটাই হাওয়া।

আপনি কি প্রশ্নটা আমাকে করছেন না নিজের মনে কথা বলছেন? অ্যানসন অসহিষ্ণু গলায় বলল।

না না আপনাকে নয়, একে বলে স্বগতোক্তি,আত্মকথা। এখানে আরো কিছুক্ষণ আমাকে থাকতে হচ্ছে, বাড়িটা বেশ মজার, আপনি অনর্থক কেন এখানে দাঁড়িয়ে কষ্ট করছেন মিঃ অ্যানসন, যান না গাড়িতে গিয়ে দু-দণ্ড আরাম করে বসুন না।

না, এগিয়ে গিয়ে অগ্নিকুণ্ডের সামনের সোফায় বসে পড়লো অ্যানসন, আমি এখানেই থাকি। আপনার যদি কিছু দরকার হয়

হারমাস ততক্ষণে দেরাজ বন্ধ করে এগিয়ে গেছেন সিঁড়ির দিকে। পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেন।

৯.

আরো দেড় ঘণ্টা পর বারলোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে হারমাস এবং অ্যানসন ফেরার পথ ধরলেন।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটলো। অবশেষে প্রথম কথা বললেন হারমাস, দেখুন মিঃ অ্যানসন ম্যাডক্সকে আপনি বুড়ো হাবড়াই বলুন আর যাই বলুন লোকটার মাথা আছে। একবার ভেবে দেখুন, সাধারণ একটা কেরাণী, ফুলের দোকানের সামান্য মাইনের চাকরী সেই লোকটাই যখন হঠাৎ করে পঞ্চাশ হাজার ডলারের এক জীবনবীমা করিয়ে বসে তখন তো স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে। ম্যাডক্স তো আগেই সন্দেহ করেছিলেন। আজ ওদের বাড়ী দেখে সন্দেহটা আমার মনেও বদ্ধ মূল হল।

অ্যানসন গিয়ার পাল্টে গাড়ির গতিবেগ একটু বাড়ালো, একটা জিনিস আপনি ভুলে যাচ্ছেন মিঃ হারমাস, ওর ইনসিওর করার কারণটা একবার দেখুন। স্বাধীন ব্যবসা করবেন, পলিসি জমা রেখে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা ধার নেবেন, তাই এই বীমা, এসব কথা আমি আগেই মিঃ ম্যাডক্সকে বলেছি। তাছাড়া, আমারই বা কী করার থাকতে পারে বলুন, আমি তো আর যেচে যাইনি ওদের বীমা করতে।

সে ত ঠিকই। একশোবার ঠিক। তবে, হারমাস আড় চোখে অ্যানসনের দিকে তাকিয়ে বললেন এত সাধারণ রোজগারের একটা লোক এত টাকার বীমা করালেন। সইসাবুদ করার আগে একটু ভাল করে ভেবে দেখলে পারনে।

কি আর ভাববো বলুন তো, যাওয়া মাত্রই বাগান দেখিয়ে বলল বীমা করানোর উদ্দেশ্যটা কি। প্রথম প্রিমিয়ামের টাকাটা পর্যন্ত নগদ দিতে রাজী হলো, আমার আর আপত্তি করার কারণ রইল না।

পুরো টাকাটাই নগদে দিল?

হ্যাঁ?

বাড়ী দেখে তো মনে হয় না, অত টাকা নগদ বের করার ক্ষমতা ওর ছিল।

অত জানিনা মশায়, যা ভালো বোঝেন করুন। এই নিয়ে জলঘোলা করুন, ঘোট পাকান, যাঃ খুশি তাই করুন গিয়ে। আমার অষ্টরম্ভা। আমি সাতে পাচে নেই।

না না সে তো ঠিকই থাকতে যাবেনই বা কেন? সে যাকগে এবার মিসেস বারলো সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন। মহিলাটি কেমন?

আমি তার কি জানি? অ্যানসন ঠোঁট উল্টে বললো, দেখতে ভালো, বয়েস অল্প, এছাড়া আর কিছুই আপনাকে বলতে পারবো না।

স্বামী স্ত্রীর বেশ মিল ছিলো, কি বলেন?

হ্যাঁ তা ছিল বৈকি, বেশ মিল ছিল।

তাই নাকি? তা কি দেখে বুঝলেন সদ্ভাব ছিল?

অ্যানসন প্রমাদ গুনলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই প্রশ্ন। ইহঁ বাবা, হতে পারো তুমি ম্যাডক্স এর পেয়ারের লোক, আমিও কমতি যাই না। আমাকে তুমি শত চেষ্টা করেও টুপি পরাতে পারবে না, তুমি যদি থাকো ডালে ডালে, আমি থাকবো পাতায় পাতায়।

অ্যানসন স্থির দৃষ্টিতে সামনের রাস্তা দেখলো। বললো, ঠিক কি দেখে বুঝলাম জানিনা। তবে দেখে মনে হল তাই বললাম। এছাড়া একদিন মিঃ বারলোও কথায় কথায় ওর স্ত্রীর খুব সুখ্যাতি করছিলেন।

মিঃ অ্যানসন আপনি ঠকেছেন। বারলোর কথায় বিশ্বাস করে আপনি আসল রহস্য ধরতে পারেন নি। দোতলায় কোনো দিন গেছেন কি?

না, কেন?

গেলে বুঝতেন বারলো আপনাকে কি ধোঁকাই না দিয়েছে। ওরা দুজন আলাদা ঘরে শুতে।

বারলোর বিছানার চাদরটা বোধহয় বছর খানেক হলো কাঁচা হয়নি। তাছাড়া একটু দোনামনা করে হারমাস বললো, লোকটা ছিল এক নম্বরের বিকৃতকামী। ওর ঘরে আমি কখানা বাজে ধরনের বই পেয়েছি।

কি জানি হতে পারে। আমার তো ধারণা ছিলো, দুজনেই বেশ সুখী।

আপনার ধারণা ভুল মিঃ অ্যানসন। বিয়ে তো এখনও করেননি, করলে বুঝতেন। যে স্ত্রী স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, সহস্র কাজের ফাঁকেও সে ঘর-দোর নিখুঁতভাবে গুছিয়ে রাখে। অমন শুয়োরের খোঁয়াড় করে রাখে না।

হতে পারে, আবার এও হতে পারে যে মিসেস বারলো ঘরদোরের কাজ তেমন জানেন না। সব মেয়েই তো আর একরকম হয় না।

এখনই এত যুক্তিতর্কের অবতারনা আমি করতে চাই না মিঃ অ্যানসন। আগে ডিটেকটিভ এজেন্সির সেই রিপোর্টটা পড়ি, তারপর এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে তর্ক করবো।

তখন থেকে খালি রিপোর্ট রিপোর্ট করছেন, কি আছে রিপোর্টে?

এখনও দেখিনি। ম্যাডক্স দেখেছেন, উনি সব জানেন।

গাড়ি এসে মার্লবোরো হোটেলের সামনে থামলো। হারমাস গাড়ি থেকে নামলো।

অ্যানসন হাসলো, আমার তো আর থাকার উপায় নেই, আধ ঘণ্টা বলে বেরিয়ে কত দেরী হয়ে গেল বলুন। আমি যাই, কাজকর্ম অনেক বাকী পড়ে আছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, আমার জন্য ভাববেন না। খানিকটা বিশ্রাম করে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ যাবো জেনস-এর অফিসে। ওখান থেকে ওর সঙ্গে হাসপাতালে যাব। মিসেস বারলোকে

একটু বাজিয়ে দেখতে হবে, ঠিক আছে আপনি তাহলে আসুন। দুজন করমর্দন করলেন, আচ্ছা আবার দেখা হবে, কতদূর কি এগোল, সময় মতো আপনাকে সব জানাবোখন।

মৃদু হেসে হাত নেড়ে অ্যানসন গাড়ি ছাড়লো। হারমাস একদৃষ্টে তার গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হোটেলের রিসেপশনিষ্ট-এর দিকে এগোলেন।

হোটেলের বিপরীত দিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ফেললি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

অ্যানসন গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেলো। সঙ্গের লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার গমন পথের দিকে, তারপর ধীর পায়ে এগোল। রিসেপশনিষ্ট টম নর্ডলির ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালো, এই যে টম ব্যস্ত নাকি?

টম ঘাড় তুলে একবার ললিকে দেখলো তারপর বলল হ্যাঁ তা একটু ব্যস্ত বইকি, কেন দরকার কি?

দরকার মানে, ব্যাগ খুলে এক ডলারের একখানা নোট বের করে ললি তার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, ঐ রোমিওটি কে, সেটা বলতে পারবে?

টম হাত বাড়িয়ে খপ করে নোটটা চেপে ধরে বলল, উনি স্টিভ হারমাস, ন্যাশনাল ফাইডেলিটি ইনসুরেন্সের তদন্ত বিভাগের বড়কর্তা। ললি, ওদিকে তোমার বিশেষ সুবিধে হবে না বড় শক্ত চাঁই।

তদন্ত বিভাগ? ললি নাচিয়ে বলল, পুলিস-টুলিস নাকি?

না, পুলিস না, তবে পুলিস বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। বারলো হত্যা রহস্যের কিনারা করতে এখানে এসেছেন।

হু, হত্যা রহস্যের তদন্তে যখন এসেছেন তখন তো পুলিসই।

ঐ হলো আর কি যাহা বাহান্ন তাহাই তিপ্পান্ন।

ঠিক আছে, চলি। পরে আবার দেখা হবে। দরজার দিকে এগোল ললি। টম হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রু টাউন হাসপাতালের ডাক্তার হেনরী প্রবীন এবং বিচক্ষণ চিকিৎসক। মাথার চুল তার ধবধবে সাদা, মুখে বয়েসের রেখা সুস্পষ্ট। জেনস এবং হারমাসকে দেখে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বসতে বললেন।

ইনি মিঃ হারমাস, ন্যাশনাল ফাইডেলিটি ইনসুরেন্সের তদন্ত বিভাগের প্রধান। চেয়ারে বসতে বসতে জেনস বললো, বারলো এদের কাছে কোম্পানীর বীমা করিয়েছিলেন। তাই..

হারমাস হাত তুলে বললেন, এক মিনিট, পাছে হেনরী ভুল করে তাকে আবার অন্য কিছু ভেবে বসেন তাই আগেই তিনি সাবধান হলেন বললেন যে, আমি তদন্ত করতে এসেছি ঠিকই তবে একা একা কিছু করবো না যা করার জেনসন্-এর সঙ্গে মিলে মিশেই করবো। কোম্পানীর যাবতীয় দাবী সম্পর্কিত পলিসির তদন্ত করাই আমার কাজ। বারলোর পলিসি সম্পর্কে এখনও কোন দাবী আমাদের দপ্তরে পৌঁছয় নি। তবু আগে

থেকে যতটা সম্ভব সতর্ক হওয়া দরকার। তাছাড়া পলিসির অঙ্কটাও নেহাত কম নয়। পঞ্চাশ হাজার ডলার। মাত্র দশদিন আগে তিনি বীমা করিয়েছিলেন। দশদিন পরেই এই দুর্ঘটনা। তা দুর্ঘটনা হোক আর যাইহোক, টাকা তো আমাদের দিতে হবে। সুতরাং দাবীর যথার্থতা সম্বন্ধে আগে ভাগেই চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে রাখা ভালো। কি বলেন ঠিক কিনা।

হ্যাঁ ঠিকই কিন্তু মুশকিল হল, হেনরী দু-হাত তুলে এক অসহায় ভঙ্গী করলো, আমিতো এর মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে.এত সব বলার কারণই বা কি?

হারমাস বললেন কারণ এই মিঃ হেনরী, দাবী পূরণের আগে আমাদের স্থির নিশ্চিত হতে হবে যে মিসেস বারলো সত্যি সত্যিই ধর্ষিত হয়েছিল কি না এ সম্পর্কে আপনার রিপোর্ট আমাদের কাছে যথেষ্ট মূল্যবান।

হেনরী ব্যস্ত হলেন। ও এই কথা। তা বেশতো রিপোর্ট দেবোখন। মিসেস বারলো যথার্থই আক্রান্ত হয়েছিলেন। চোয়ালের হাড় তার সরে গেছে। তাছাড়া তাকে খুব বাজেভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে, বরং আপনারা যদি বলেন তাহলে ওর কাছ থেকে জেনে ঘটনার যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার বিবরণ আমার রিপোর্টে ঢুকিয়ে দেবো।

না, না, অতো খুঁটিনাটির দরকার নেই। আপনার রিপোর্টটুকুই যথেষ্ট। তা এখন কি আমরা ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি?

হ্যাঁ, পারেন। চলুন আমিই নিয়ে যাই আপনাদের। তবে একটা অনুরোধ, কথা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে সারতে পারেন ততই ভালো। কারণ অবস্থার এখনও তেমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। এছাড়া মানসিক আঘাতওঁ কম নয়।

বুঝেছি, আমাদের অতটা অবিবেচক ভাববেন না মিঃ হেনরী। জেনস উঠে দাঁড়ালো, শুধু কিভাবে কি ঘটেছে, আততায়ীর চেহারার বর্ণনাটুকু জেনেই আমরা চলে যাবো। বেশী প্রশ্ন করে ওকে বিরক্ত করবো না।

ডাক্তারের পেছন পেছন দুজন এসে এক কেবিনে ঢুকলেন। ঘরের এক কোনের টেবিলে ওষুধপত্র এটা সেটা। মাঝখানে একটা দুধ-সাদা শয্যায় শুয়ে আছেন এক মহিলা। তার চোখ দুটো বোজা, বালিশের সাদা ঢাকনা ছাপিয়ে একমাথা পিঙ্গল চুলের রাশ রয়েছে এলিয়ে, সাদা চাদর বুক অবধি ঢাকা।

দরজার কাছে জেনস এবং হারমাসকে দাঁড় করিয়ে রেখে হেনরী বিছানার কাছে এগিয়ে গেলেন। মাথানীচু করে মৃদু স্বরে বললেন, মিসেস বারলো, পুলিস দপ্তরের মিঃ জেনস এসেছেন আপনাকে দু-একটা প্রশ্ন করতে। আমি ওকে বলেছি, আপনাকে ওরা বেশি বিরক্ত করবেন না। আপনি কি এখন কথা বলতে পারবেন?

মেগ ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল। বললো পারবো। এখন একটু সুস্থ বোধ করছি।

জেনসন এক পা এগিয়ে এসে বললো আপনাকে এ সময় বিরক্ত করতে আসার জন্য দুঃখিত মিসেস বারলো, কিন্তু কি করি উপায় নেই। পুলিস হিসাবে যেটুকু করার তা তো আমাকে করতেই হবে। অবশ্য আপনাকে বেশি বিরক্ত করব না। দু-একটা প্রশ্ন করে

চলে যাবো। আমাদের এখন বলুন, যে লোকটা আপনাকে আক্রমণ করেছিল তাকে কেমন দেখতে।

মেগ চোখ বুজলো। তারপর চোখ খুলে সে পাশের টেবিলটার দিকে তাকাল। টেবিলের উপর একগুচ্ছ তাজা গোলাপ।

গোলাপ দেখেই অ্যানসনের কথাগুলো তার মনে পড়ে গেল। যদি গোলাপ পাঠাই, তাহলে বুঝবে উন্মাদটা এখনো ধরা পড়েনি। অতএব মেগ বলল লোকটা বেঁটে, মোটা। মাথায় মস্ত টাক।

হু সবই মিলে যাচ্ছে। এ নির্ঘাত সেই হতভাগাটা। জেনস বললেন, আচ্ছা মিসেস বারলো, কিভাবে আপনি বুঝলেন যে লোকটার মাথায় টাক?

একটু বিরতি। মেগ আবার চোখ বুজল। তারপর যেন স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছে সে এমনভাবে বললো, ধস্তাধস্তির সময় ওর মাথার টুপিটা খুলে গিয়েছিল, তখনই দেখলাম, একেবারে তেল চুকচুকে টাক।

আচ্ছা পরনে কি ছিল?

কালো কোট আর কপাল ঢাকা কালো টুপি। জেনসন্ ঘাড় নাড়লো, আপাততঃ এটুকুই যথেষ্ট মিসেস বারলো। আপনি বিশ্রাম করুন।

হারমাস এতোক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেগকে দেখছিলেন। বাঁ দিকের গালে চোয়ালের কাছে রক্ত জমে আছে। বাঁ চোখটা জখম হয়েছে, ফুলে আছে। নীচের ঠোঁটটা একটু কাটা। দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভদ্রমহিলাকে বেশ শক্ত হাতেই আঘাত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোন ভানভনিতা নেই। তবে হ্যাঁ এসব ত্রুটি সত্ত্বেও ওর সৌন্দর্য কিন্তু এতটুকু নষ্ট হয়নি। মিসেস বারলো অবশ্যই বেশ সুন্দরীর পর্যায়ে পড়েন।

জেনস প্রশ্ন শেষ করতেই হারমাস এগিয়ে গেলেন। মিসেস বারলো আমার একটা প্রশ্ন, আপনি ও আপনার স্বামী সেদিন জেনসন প্লেনে গেলেন কেন?

নীল চাখ দুটো তুলে মেগ হারমাস-এর দিকে তাকালো বললো ফিল ছাড়লোনা, যেতে চাইল, আমাদের বিবাহ বার্ষিকী স্মরণীয় করে রাখতে চাইলো। প্রথমে নিয়ে গেল কোর্ট রোডহাউস রেস্তোরাঁয়, সেখান থেকে জেসনস্ প্লেন-এ, তার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সে চোখ ঢাকল।

হেনরী ব্যস্ত হয়ে বললেন, ব্যস্ ব্যস্ এই অবধি, দয়া করে আর ওকে বিরক্ত করবেন না। ওকে একা থাকতে দিন।

হাত ধরে জেনসন এবং হারমাসকে একরকম জোর করেই তিনি নিয়ে এলেন বাইরে। দরজার এপাশে এসে হারমাস একবার ঘাড় ফেরালেন। মেগ একই ভাবে চোখ ঢেকে শুয়ে আছে।

লম্বা টানা বারান্দা দিয়ে এগোতে এগোতে জেনস বললেন আততায়ী নিঃসন্দেহে সেই লোক। শুয়োরটাকে এখনও ধরা গেলো না। কে জানে, আবার কবে কি করে বসে, চলো বারলোকে গিয়ে একবার দেখে আসি।

কিন্তু বারলোকে দেখে কি হবে হারমাস?

লাভ বইকি, অমন একখানা জিনিসকে পঞ্চশরে গাথলেন যিনি, তাকে তো চোখে দেখাও ভাগ্যের কথা হে জেনসন। চলল চলো দেখেই আসি একঝলক।

মর্গের নিগ্রো ভৃত্যটি সাদা চাদর সরিয়ে তাদের ডাকলো, আসুন দেখে যান, অবশ্য দেখার কিই বা আর আছে?

জেনসন আগেই দেহটি দেখেছিলেন। তিনি আর এগোলেন না। সিগারেটে ঘন ঘন টান দিয়ে তিনি মনের বিরক্তি চাপা দিলেন।

হারমাস পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন মৃতদেহটির দিকে। তারপর ভৃত্যটিকে মৃতদেহ ঢাকতে বলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর তাকালেন জেনস-এর দিকে, বললেন আচ্ছা যে গুলি খেয়ে উনি মরেছেন সেই গুলিটা সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট পেয়েছ?

না, এখনও পাইনি?

পেতে কত দেরী হবে?

ফিরে গিয়েই পেতে পারি।

তাহলে চল, আর দেরী করে লাভ নেই। রিপোর্টটা আমার দরকার।

কারনারের অফিসে ঢুকে ব্যালিস্টিক দপ্তরে ফোন করলেন জেনস। হারমাস চিন্তান্বিত স্বরে বললেন, একটা হিসেব কিছুতেই মেলাতে পারছি না। অমন রূপসী বউ, বারলোর কি দেখে সে মজলো?

এতে আর অবাক হবার কি আছে। কথায় আছে যার যেখানে মজে মন। হা হা, বলছি ঠিক আছে টেড ধন্যবাদ, আমি যাচ্ছি হ্যাঁ এখুনি যাচ্ছি। ফোন নামিয়ে রেখে অবাক চোখে হারমাসের দিকে তাকাল জেনসন। জানো কি বললো? বললো বারলো এবং সেই আগের লোকটি দুজনেই নাকি মরেছে ৩৮ বোরের পিস্তলের গুলিতে। তবে হ্যাঁ দুটো পিস্তল দুরকমের। তাছাড়া গুলি দুটোও আলাদা। তা তুমি এসব আন্দাজ করলে কিভাবে।

কি জানি কেমন যেন মনে হল। ব্যাপার গুরুতর জেনস, ভারী গুরুতর। অবশ্য এটুকু সূত্রই আমাদের রহস্য সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট সহায়। এমনও হতে পারে আমাদের এই টাকমাথা বন্ধুটার দুটো ৩৮ বারের বন্দুক আছে। দুটোই হয়তো সে দুবারে ব্যবহার করেছে, কিন্তু যতদূর মনে হয়...

.

অ্যানসন সন্ধ্যে ছটা অবধি একনাগাড়ে কাজ করল। ছটা বাজতে কাগজপত্র গুটিয়ে উঠে। পড়লো। গাড়ি নিয়ে সোজা গেল মার্লবোনরা হোটেলে। হোটেলের গ্যারেজে গাড়ি তুলে কাঁচ বন্ধ করতে করতে তার মনে হাজার চিন্তা এসে ভিড় করল।

জেনসন আর হারমাস হয়তো এতক্ষণে পৌঁছে গেছেন হাসপাতালে, মেগকে জেরায় জেরায় অস্থির করে তুলেছে। এ সময় হাসপাতালে থাকতে পারলে ভাল হত। মেগ পারবে তো সব গুছিয়ে বলতে। তবে যতদূর মনে হয় পারবে। কারণ মেগ পারে না পৃথিবীতে এমন কাজ নেই।

আর ঐ এক রিপোর্ট। রিপোর্ট রিপোর্ট করে হারমাস একেবারে কানের পোকা বের করে দিলো। কি এমন আছে ঐ রিপোর্টে! মেগ কি তাহলে আমার কাছে কিছু চেপে গেছে। ম্যাডক্স কি জেনে গেছে যে মেগ-এর পিরিতের লোকটা কে?

হু, হতেই হবে। বারলোর সঙ্গে যখন মেগ এক ঘরে থাকতো না তখন নিশ্চয়ই মেগ-এর একজন নাগর আছে, আলবাৎ আছে। মেগ তাকে বরাবর ধোঁকা দিয়েছে। তা বোকামো নিজেও তোকম করেনি, ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিল আছে একথাটা বলে সে ঠিক করেনি। যখন দুজনের আলাদা ঘরে থাকার ব্যাপারটা মনেই ছিল না।

জন...

অ্যানসন চমকে ঘাড় ফেরালো। ললি এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে তার পাশে, তার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

অ্যানসন অন্য দিকে মুখ ফেরালো এই যে ললি, খবরটবর ভালো তো। আমাকে আবার এখুনি বেরোতে হবে। জরুরী কাজ আছে। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে। ঠিক আছে পরে একদিন টেলিফোনে তোমার সঙ্গে কথা বলব। ললি এক পা এগিয়ে এসে খপ করে তার হাত চেপে ধরে বললো ওসব গল্প অনেক শুনিয়েছে অ্যানসন, একই গল্প শুনতে রোজ বিশ্রী লাগে। আজ আমি তোমার কোন আপত্তিই শুনবো না। আজ সারারাত তোমার সঙ্গে থাকবো, নেশা করবো, ফুর্তি করবো, তারপর তোমার ভর্তি মানিব্যাগ বেশ খানিকটা হালকা করে তবে বাড়ি যাবো।– যাও যাও। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল অ্যানসন, রাস্তার মেয়ে, রাস্তায় এসব ন্যাকামি মারাও গিয়ে। এটা তোমার বেশ্যাখানা নয়। বড় বড় পা ফেলে সে হোটেলে ঢুকল। চাবির বোর্ড থেকে চাবি নিয়ে লিফটে উঠলো।

নির্বাক ললি তাকিয়ে রইল একভাবে। চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়লে তার দু-ফোঁটা অশ্রু। ব্যাগ থেকে ছোট রুমালটা বের করে সে চোখের জল মুছলো, তাকালো আবার লিফটের দিকে। ঠোঁটের কোনে এবার তার ফুটে উঠল কুটিল হাসি। ধীর পদক্ষেপে হোটেলের চত্বর ছেড়ে সে বাইরে এল।

.

হাতের ফাইলটা বন্ধ করে ডেস্কের এপ্রান্তে ছুঁড়ে দিলেন ম্যাডক্স। সেটা গিয়ে পড়লো মেঝেয়। সেদিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক মুখভঙ্গি করে তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। গলগল করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন, তারপর টেনে নিলেন আর একটা ফাইল।

ডেস্কের স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের সবুজ বাতিটা জ্বলে উঠলো। বোতাম চেপে ম্যাডক্স বললেন কে?

আমি প্যাটি, স্যার। মিঃ হারমাস এসেছেন।

আচ্ছা ঠিক আছে। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে কথা কটা বলেই তিনি বাস্তবে ফিরে এলেন, আঁ কে এসেছে বললে, হারমাস? এখুনি পাঠিয়ে দাও তাকে...এই মুহূর্তে।

হারমাস দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। সকাল সোয়া নটা। সারা রাত সমানে গাড়ি ছুটিয়ে সবে ভোর রাত নাগাদ এসে পৌঁছেছেন তিনি সানফ্রানসিসকোয়। ঘুম হয়েছে মোটে পাঁচ ঘণ্টা। শরীরটা তাই ম্যাজম্যাজ করছে।

ম্যাডক্স মুখ তুলে বললেন কি চলে এলে যে?

আসতে বাধ্য হলাম। হারমাস বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। তারপর বললেন ওদিকের গতিক সুবিধের নয়। অনেক চমকপ্রদ খবর আছে। আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে এলাম। এক এক করে বলে যাই আপনি শুনুন। বারলো এবং তার স্ত্রী দুজনে আলাদা ঘরে শুতে।বারলো লোকটা খুবঅদ্ভুত প্রকৃতির। ওর ঘরে নানারকম বাজে বই পেয়েছি। মিসেস বারলো সত্যি সত্যিই ধর্ষিত হয়েছে। এই নিন ডাক্তারের রিপোর্ট। পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে হারমাস ম্যাডক্স-এর দিকে এগিয়ে দিলেন। হাসপাতালে যাবার আগে ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। গিয়ে একেবারে গা ঘিনঘিন করে উঠলো। অমন নোংরা পরিবেশে কোন মানুষ থাকতে পারে। মর্গে গিয়ে

বারলোকে দেখে এলাম। অতি কুৎসিত একজন পুরুষ। তাকে কেন যে মিসেস বারলোর মতো সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করতে গেল সেটা একটা রহস্য।

চেয়ারে পিঠ এলিয়ে মৃদু হেসে ম্যাডক্স বললেন থেমো না তারপর...

তারপর মিসেস বারলোর আবার ছোট গল্প লেখার সখ। তার লেখা গল্পের একটা খসড়া আমার হাতে এসেছে। গল্পটা এক ইনসুরেন্স কোম্পানিকে ধোকা দিয়ে বেশ কিছু টাকা হাতাবার কাহিনী। পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বের করে তিনি ম্যাডক্স-এর দিকে এগিয়ে দিলেন। সময় পেলে একবার পড়ে দেখবেন। বেশ মাথা খাটিয়ে বের করেছে একখানা।

ম্যাডক্স কোটের পকেটে কাগজগুলো চালান করে দিয়ে হারমাস-এর দিকে তাকিয়ে বললো তারপর।

বারলো পিস্তল চালনায় ওস্তাদ ছিল। ৩৮ বোরের একটা পিস্তলও ছিলো। কিন্তু সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেটার হদিশ আমি পাইনি। বারলো এবং গ্রিন হিল-এর সেই লোকটা দুজনেই খুন হয়েছে ৩৮ বোরের পিস্তলের গুলিতে। তবে দুটো গুলি আলাদা। মিসেস বারলো আততায়ীর চেহারার এক বর্ণনা দিয়েছেন। সেই আগের খুনের পর খবরের কাগজের বর্ণনার সঙ্গে তার বর্ণনা একদম বহু মিলে গেছে।

উত্তেজনায় ম্যাডক্স-এর চোখ চকচক করে উঠল। নীচু হয়ে ড্রয়ার খুলে একখানা ফাইল বের করে তিনি এগিয়ে দিলেন হারমাস-এর দিকে, এটা নিয়ে যাও। আগাগোড়া পড়ে তারপর আবার এসো তখন আরো কথা হবে।

হারমাস ফাইলটা তুলে নিয়ে বললেন যে আর একটা কথা, ইতিমধ্যেই অ্যানসন খবরের কাগজওলাদের সব জানিয়ে টানিয়ে বসে আছে। এতে আমাদের তরফের অসুবিধে হল এই যে যখনই আমরা মিসেস বারলোর দাবী অস্বীকার করবো সঙ্গে সঙ্গে কাগজগুলো ফলাও করে তা ছেপে দেবে। আমাদের দুর্নাম দশ দিকে একেবারে মুখর হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই ওখানে মহিলাটির পক্ষে জনমত তৈরী হতে শুরু করেছে।

ম্যাডক্স হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন, ঘাবড়াও মৎ। যে সব মূল্যবান বিবরণ ফাইলটাতে আছে তার যে কোন একটা অংশ কাগজে ছেপে দিলে তোমার জনমত লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে। আরে বাবা এ চোখ কখনও ভুল করে না। ভুয়ো ইনসিওরগুলো টেবিলে এলেই কেমন যেন একটা বাজে গন্ধ নাকে এসে লাগে। সুতরাং কোন চিন্তা নেই। আগে বাড়ো, ধীরে ধীরে এগিয়ে যাও। জয় আমাদের হবেই।

.

অতি কষ্টে বাঁদিকে একটু ঘুরে জো ডানকান রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো। ডান হাতের পেনসিলটা দিয়ে ভুড়ি চুলকোতে চুলকোতে সে ঘাড় তুলে তাকালো গেলার-এর চোখে, আজ কত তারিখ খেয়াল আছে তো?

গেলার দুহাতে আড়াল করে দেশলাই জ্বেলে একটা সিগারেট ধরালো, একমুখ ধোয়া ছাড়লো, তারপর তাকাল সিলিংয়ের দিকে খেয়াল রেখে আমার লাভ?

গেলার লাভ-লোকসানের হিসেব দিতে পারবো না, তবে এটুকু বলতে পারি, আগামী পাঁচদিনের মধ্যে পঁচিশ হাজার ডলার দিতে পারলে তোমারই মঙ্গল, নয়তো এই শেষ, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

ও টাকা টাকা করে দেখছি একেবারে জ্বালিয়ে মারলে। বলছি তো দেবো, ধার করে দিতে হলেও দেবো।

ধার? অতো টাকা তোমাকে কে ধার দেবে?

হু হু বাবা, গেলারকে অতো কাঁচা ছেলে ভেবো না। আমার দিনকাল এখন বেশ ভালই যাচ্ছে। একেবারে তুঙ্গে বৃহস্পতি। হাতের কাছে রাখা প্রু টাউন গেজেটখানা তুলে নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠার খবরখানায় টোকা দিয়ে বলল, এই তো তোমার সেই রোজগেরে বউ, দেখছি একেবারে শেষ করে দিয়েছে। তা সে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে কিভাবে তোমাকে টাকা দেবে।

দেবে দেবে। হাসপাতালেই থাকুক, কি চুলোর দোরেই থাকুক, টাকা ও আমাকে দেবেই। স্বামীর পঞ্চাশ হাজার কয়েক দিনের মধ্যেই ওর হাতে আসছে। সে উঠে দাঁড়াল, চলি। আরো দু-একটা ধান্দা আছে, দেরী করলে লোকসান হয়ে যাবে। গেলার বড় বড় পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জো তার গমন পথের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর টেলিফোন তুলে ডায়াল ঘোরাল ৯ ৮ ৬-৭...

১০.

হারমাস সেদিন সন্ধ্যের একটু আগেই প্রু টাউনে ফিরে এলো। সকালে ঘণ্টা দুয়েক ম্যাডক্স এর ঘরে কাটিয়ে এসেছেন। সেই রিপোর্টটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কি করতে হবে, কিভাবে কোন পথে এগোতে হবে, এ বিষয়ে ম্যাডক্স কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন। সুতরাং আর কালক্ষেপ না করে হারমাস ফিরে এসেছে প্রু টাউনে।

হোটেলে তার নির্দিষ্ট কামরায় এসে হাতের ব্যাগটা রেখে তিনি আবার বেরোলেন। সোজা এলেন কোর্ট রোড হাউস রেস্তোরাঁয়।

শহর থেকে মাইল তিনেক দূরের এই রেস্তোরাঁ, আধুনিক সাজ-সজ্জায় কেতাদুরস্ত। শহরের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা এখানে নিয়মিত যাতায়াত করে। খাবার-দাবার খুব একটা আহামরি নয়। বরং খাবার আন্দাজে দাম বেশী।

হারমাস রেস্তোরাঁ সংলগ্ন পানশালায় এসে বসলেন। পানশালাটি প্রায় ফাঁকা তখনও ভিড় জমতে শুরু করেনি। হাতের ইশারায় পানশালার একমাত্র নিগ্রো ওয়েটারকে ডেকে হুইস্কির অর্ডার দিলেন তিনি। বললেন, রেস্তোরাঁয় যেন তারজন্য একটি টেবিল আগে থেকেই সংরক্ষিত করে রাখার ব্যবস্থা হয়।

ওয়েটার চলে যেতে টেবিলের ওপর থেকে সেদিনের প্রু টাউন গেজেটের সান্ধ্য সংস্করণখানি তুলে চোখের সামনে মেলে ধরলেন হারমাস। প্রথম পৃষ্ঠায় বারলো খুন

সম্পর্কিত হাজারো খুঁটিনাটি খবর। পঞ্চাশ হাজার ডলার ইনসুরেন্সের খবরটাও বেশ ফলাও করে ছাপা হয়েছে।

ওয়েটার পানীয় নিয়ে ফিরে এল। হারমাস কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে খানিকটা আত্মগতভাবেই বললেন ওঃ কি সাংঘাতিক। নিশ্চিন্তে কোথাও যে বেড়াতে যাবো আজকাল তারও উপায় নেই।

টেবিলে গেলাস এবং বোতল সাজাতে সাজাতে ওয়েটারটা মাথা নাড়লো, তা যা বলেছেন। ওরা যখন ঘটনার আগে এখানে বসে হুইস্কি খাচ্ছিলেন তখন কি একবারও ভেবেছি...

কারা? তুমি কাদের কথা বলছে?

কাদের আবার, এ বারলো আর তার বউ। দুজন তো ঘটনার রাতে এখানে এসেছিলেন।

তাই নাকি আশ্চর্য! গেলাস তুলে হারমাস ছোট চুমুক দিলেন। কি দুঃখের ব্যাপার। তা যাবি যা, জেসন গ্লেন-এর মতো অমন নির্জন জায়গায় কেন? আরও তো কত ভাল ভাল ঘোরবার জায়গা আছে।

বেচারা স্বামীটি ঠিক এই কথাই সেদিন বলেছিলেন তিনি কিছুতেই যাবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হল। এক নাগাড়ে বিশ মিনিট ধরে তর্ক চলল। তারপর তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হলেন। অমন সুন্দরী বউ একবার বললে হাজার দশেক কানমলা খেতেও আপত্তি হবার কথা না।

তাহলে জেসনস গ্লেন-এ যাবার তেমন কিছু ইচ্ছে বারলোর ছিল না, তাই তো?—

তা কথাবার্তা শুনে তো আমার সেরকমই মনে হলো, রেস্তোরাঁয় ডিনার সেরে দুজনে এখানে এলেন হুইস্কি খেতে। রাত তখন সাড়ে নটার মতো হবে। কথায় কথায় দুজনের শুরু হলো তক্ক। দুজনেই গলা তুলে চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। আমি তো ভয়ে অস্থির, শেষ অবধি হাতাহাতি শুরু হয়। তা ততদূর আর গড়ালো না। বারলো শেষে নিমরাজী গোছের হলেন। মিসেস বারলো তাকে বসিয়ে রেখে গেলেন মেয়েদের বাথরুমে। মিনিট দশেক পর সেখান থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন। তারপর দুজন হাত ধরাধরি করে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

ইস! মিসেস বারলো যদি স্বামীর কথা একবারও শুনতেন। মেয়েদের এই জন্যই লাই দিয়ে মাথায় তুলতে নেই। তুললেই বিপদ, কেউ বাঁচাতে পারবে না। গেলাসের অবশিষ্ট পানীয়টুকু এক চুমুকে শেষ করে হারমাস উঠে বলল যাই, খাওয়ার পাটটা চুকিয়ে আসি। বেশি রাত করে কি লাভ? বিল মিটিয়ে বড় বড় পা ফেলে তিনি রেস্তোরাঁর দিকে গেলেন।

খাবার টেবিলের দিকে না গিয়ে রেস্তোরাঁর দিকের দরজা পথে তিনি মেয়েদের বাথরুমের দিকে এগোলেন। একজন নিগ্রো পাহারাদার তাকে বাধা দিলো।

পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে পাঁচ ডলারের একখানা নোট বের করলেন হারমাস, চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, টেলিফোন বুথটা কোথায়?

সে ছোঁ মেরে নোটখানা নিয়ে পকেটে পুরলো, দাঁত বের করে হেসে বলল পাশেই স্যার।

ডায়াল ঘোরালে লাইন পাওয়া যায় না অপারেটরকে বলতে হয়।

অপারেটরের সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দিতে পারো? হারমাস পকেট থেকে নিজের কার্ড বের করে তার হাতে দিলেন। একখানা পাঁচ ডলারের নোটও সেই সঙ্গে দিলেন, এটা কিন্তু তোমার নয় ওর। ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার খুব দরকার।

ঠিক আছে স্যার। কার্ডখানায় চোখ বুলিয়ে সে মুখ তুললো, আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার সঙ্গে আসুন। একটু এগিয়ে একটি ছোট ঘরের দরজা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকলো। তার পেছনে পেছনে হারমাসও ঢুকলেন।

টাইপ মেসিনের সামনে তন্বী এক যুবতী বসে আছে। হাতের নাগালের মধ্যে তার টেলিফোনের সুইচবোর্ড। চুলের রং তামাটে, নিখুঁত সুন্দর মুখ। ওরা দুজন ঘরে ঢুকতে সে মুখ তুলে তাকাল। নিগ্রোটি এগিয়ে এসে হাতে কার্ড এবং পাঁচ ডলারের নোটখানা দিয়ে কি যেন বলল মিস মে কে। তারপর হারমাসের দিকে তাকিয়ে বলল আমাদের মিস মে খুব ভাল মেয়ে, আপনারা কথা বলুন স্যার, আমার একটু কাজ আছে, আমি যাই। সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এগিয়ে গিয়ে একখানা চেয়ার টেনে বসল হারমাস। একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর চোখ তুলে তাকালেন। মিস মে বিশেষ কিছু নয়, একটা ছোট্ট খবরের জন্য আপনার কাছে এসেছি। আচ্ছা বুথ থেকে যে সব ফোন বোজ বাইরে যায়, তার কোনো বিবরণ কি আপনি রাখেন?

বিবরণ, মানে?

মানে এই ধরুন কি কি নম্বর আপনার কাছে চাওয়া হল, কতক্ষণ কথা বললো, লাইন পেল কিনা ইত্যাদি।

রাখি, কিন্তু ব্যাপারটা কি, পুলিসের ঝঞ্ঝাট নাকি? না না, সে সব কোন ঝামেলা নেই। আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। খবরটা খুবই সাধারণ, গত ত্রিশে সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে নটা নাগাদ এক মহিলা এখান থেকে একটা ফোন করেছিলেন। সেই ফোনের বিবরণটুকু আমার চাই।

হাত বাড়িয়ে সুইচ বোর্ডের পাশের তাক থেকে একটা ছোট্ট নোটবই নিয়ে এলো সে। পাতা উলটে ত্রিশে সেপ্টেম্বরের পৃষ্ঠাটি বের করল। আগাগোড়া পৃষ্ঠাটায় চোখ বুলিয়ে সে মুখ তুললো, ই পেয়েছি মনে হচ্ছে। এটাই সেটা। মেয়েছেলের গলার ফোন বলে এখনো মনে আছে। তাছাড়া সে রাতে তেমন একটা ব্যস্ত ছিলাম না। সন্ধ্যে থেকে মাত্র চারটে লাইন চাওয়া হয়েছিল। প্রথম তিনটে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে, চতুর্থটা নটা চল্লিশ নাগাদ। নম্বরটা হল–কিন্তু পাঁচ ডলারে তো এতো কথা বলা যায় না।

মানি ব্যাগ খুলে আর একখানা পাঁচ ডলারের নোট এগিয়ে দিলেন হারমাস। মে নোটটা নিয়ে ব্যাগে পুরলো। মৃদু হাসল তারপর বলল নম্বরটা হলো, এমউড ৬৮০০৯।

আচ্ছা এক কাজ করুন এটা ছাড়া বাকি নম্বর তিনটেও আমাকে একটা ছোট কাগজে টুকে দিন।

মে টুকে দিলো। কাগজটা নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে হারমাস ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। খাওয়া শেষ হলে রাস্তায় বেরিয়ে একটা ওষুধের দোকান থেকে ফোন করলেন তিনি জেনসনকে।

জেনসন ঘরে নেই ফোন ধরল একজন সার্জেন্ট। নিজের পরিচয় দিয়ে হারমাস তাকে বললো, আচ্ছা এমউড ৬৮০০৯ এই নাম্বারের ফোন যেখানে আছে তার ঠিকানাটা চাই।

সার্জেন্ট বলল এক মিনিট দেখে বলছি।

কিছুক্ষণ পরে ওপাশ থেকে সাড়া মিললো ফোনটা একটা টেলিফোন বুথের। ৫৭ নং হাইওয়ের পাশেই বুথটা।

ঠিক আছে। ধন্যবাদ, রাখছি। হারমাস ফোন নামিয়ে রেখে দিলো।

রাত দশটা নাগাদ হারমাস জেনস-এর অফিসে গেলেন। জেনসন তখন ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন। হারমাসকে দেখে সংক্ষিপ্ত দু-চার কথার কথা শেষ করে ফোন নামিয়ে রেখে তিনি মুখ তুললেন, বলো কি খবর?

ম্যাডক্স-এর সঙ্গে কথা বলে এলাম। আমাকে সহযোগিতার জন্যে তিনি তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এখন বলল এদিকের সমাচার কি?

অত্যাধিক পরিশ্রম আর ক্লান্তির চিহ্ন জেনসনের চোখে মুখে। দু-আঙুলে কপালের শিরা টিপে ধরে বললো–এদিকের সমাচার, কিছুদিন আগে সেই ক্যালটেক্স পেট্রোল পাম্পের

পুলিশ টম স্যাঙ্কয়িস্ট সেই রিভালভারের গুলিতে মরেছিল সেই একই রিভালভারের গুলিতে বারলেও মরেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন হারমাস, তারপর?

তারপর আর কি, আমরা শহরের সব টাকমাথা লোকের খোঁজে উঠে পড়ে লেগেছি, সেই রিভালভারের খোঁজও চালিয়ে যাচ্ছি। আমার দপ্তরের প্রায় সব লোককেই এই কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।

আচ্ছা জেনসন, পেট্রোল পাম্প থেকে কতটাকা ডাকাতি হয়েছিল, বলো তো?

তিন হাজারের কিছু বেশি।

ডাকাতের কোনো বর্ণনা... ।

হা, হা লম্বা, কোট পরা-ও ভালো কথা কদিন আগে মার্লবোরো হোটেলের ম্যানেজার আমায় এক ডায়েরি করে গেছে, তাদের হোটেল থেকে একটা ওভারকোট আর একটা টুপি নাকি চুরি গেছে। টুপিটা পালকের। ডাকাতের মাথাও নাকি পালকের টুপি ছিল। আগে ভেবেছিলাম ডাকাতটা বাইরের লোক। হাইওয়ে ধরে মোটরে যাবার সময় সেটা থামিয়ে ডাকাতি করে চম্পট দেয়। কিন্তু এখন দেখছি সেসব না, ডাকাতটা শহরেরই কেউ।

ডাকাতের বর্ণনাটা তুমি কার কাছে পেয়েছে।

পাম্পের কর্মচারী হ্যারি ওয়েবার-এর কাছ থেকে। এমনও হতে পারে যে চোখের সামনে খুন, লুঠতরাজ দেখে সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। কি বলতে হয়তো তাই কি বলে বসেছে। হয়তো ডাকাত এবং আমাদের সেই টাকমাথা উন্মাদ একই লোক।

হতে পারে। অসম্ভব কিছু নয়।..

শোনো এক কাজ করা যাক। আগামীকাল সকালে আমাকে নিয়ে একবার তুমি জেসনস্ গ্লেন এ চলল। আমার মাথায় একটা মতলব আছে। দেখি, কতদূর কি করতে পারি। না হয় অনর্থক তোমার খানিকটা সময়ই নষ্ট হবে।

না, না, সময় নষ্ট কিসের। ভালোই হল আমার নিজেরও একবার ওখানে যাবার ইচ্ছে ছিল। তা তোমার মতলবটা কি?

ধীরে বন্ধু ধীরে। হারমাস উঠে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে সবই জানতে পারবে, তাহলে ওই কথাই রইলো, কাল সকালে আমরা যাচ্ছি। চলি, মৃদু হেসে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

.

বড় রাস্তা ছেড়ে প্লেন-এর ধুলো মাটির পথের দিকে সবে গাড়ির মোড় ফিরিয়েছেন জেনসন, হারমাস হাত তুললেন থামো থামো।

জেনসন সজোরে ব্রেক চেপে গাড়ি থামালেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন হারমাস-এর দিকে।

হারমাস হেসে বললেন খেলা তো এখান থেকেই শুরু হে? তোমার গাড়ির চাকায় আগেকার পায়ের ছাপ-টাপ মুছে যাবার আগে একবার রাস্তাটা পায়ে হেঁটেই পরখ করে দেখি।

প্রস্তাবটা বেশ যুক্তিযুক্ত। দুজনেমনে। আগাগোড়া মাটির রাস্তা।কাদা তখনো শুকোয়নি। কয়েক পা এগিয়েই নরম মাটিতে চাকার ছাপ দেখা গেলো।

বাঃ বাঃ মেঘ না চাইতেই জল। সোলাসে চেঁচিয়ে উঠলেন হারমাস, এরকম দাগ যদি ঘটনাস্থলের আশেপাশেকোথায় পাওয়া যায় তাহলে বুঝবো, আমাদের সময় শুধু শুধু নষ্ট হচ্ছে না। দাগটা ভালো করে দেখো, চাকার বাঁ দিকটা প্রায় ক্ষয়ে গেছে। সুতরাং এ দাগ আবার দেখলে না চেনার কোন কারণই নেই।

জেনসন ভালো করে দাগটা পরীক্ষা করে মুখ তুললোহ তা অবশ্য নেই কিন্তু....।

এখানে আর কিন্তু নয় চলো এগোই।

দুজনে ফিরে এসে গাড়িতে বসলেন। জেনসন্ গাড়ি ছাড়লেন। ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যাওয়া সরু রাস্তা ধরে উঠতে লাগলো গাড়ি। অবশেষে একসময় উপত্যকায় এষে গাড়ি থামিয়ে দুজনে নামলেন।

প্রায় এক ঘন্টা খোঁজাখুঁজির পর চাকার দাগ নজরে এলো। জেনসনই দাগটা প্রথম দেখলো। হারমাসকে তিনি চীৎকার করে ডাকলেন এদিকে এসো হারমাস, পেয়েছি।

ছুটতে ছুটতে হারমাস এলেন, আলবাত পেতেই হবে, কই দেখি।

হারমাস হমড়ি খেয়ে দাগের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। খুটিয়ে খুটিয়ে ভালো করে দেখে ঘাড় নাড়লেন। বুঝলে জেনস আততায়ী গাড়িটাকে এই ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। এমনভাবে রেখেছিল যাতে চট করে নজরে না পড়ে।

সেটা না হয় বুঝলাম কিন্তু ওটা যে খুনীর চাকার দাগ সেটা বুঝলে কি করে?

কিভাবে বুঝলাম তার ব্যাখ্যা অবশ্য আমি করতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, একটা কাজ করতে পারি আমার যুক্তির পক্ষে আমি আমার এক মাসের মাইনে বাজি রাখতে পারি। তোমার মনে আছে মিসেস বারলোকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন যে তার স্বামীই তাকে এখানে আনতে বাধ্য করেছিল।

হ্যাঁ মনে থাকবে না কেন?

আমি কাল কোর্ট রোড হাউস রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম। পানশালার নিগ্রো ওয়েটারটির সঙ্গে অনেক কথাই হলো। সে বললো বারলো মোটেই গ্লেন-এ আসতে চায়নি, মিসেস বারলেই আগাগোড়া পীড়াপীড়ি করেছিলেন এখানে আসার জন্য এবং স্ত্রীর কথাতেই তিনি,অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখানে আসতে রাজী হন। স্বামীকে রাজী করাতে গিয়ে দুজনের তর্কাতর্কি নাকি একসময় হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছেছিল। সে যা হোক। বারলো রাজী

হতে মিসেস বারলো গিয়ে ঢুকলেন মেয়েদের বাথরুমে এবং মিনিট দশেক পর দুজনে হাত ধরাধরি করে বেরোলেন।

বাথরুমে গিয়ে দশ মিনিট কাটানোর কোন মানেই হয় না। আমার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ হল।

তাহলে কি উনি টেলিফোনে কারো সঙ্গে কথা বলেছিলেন। গেলাম অপারেটরের ঘরে। অপারেটার বলল, রাত নটা চল্লিশ নাগাদ তার কাছে এমউড ৬৮০০৯, এই লাইনটি চাওয়া হয়েছিল। খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম,নম্বরটা এখানে আমার একটু আগে দেখাবড় রাস্তার পাশের টেলিফোন বুথের নম্বর। সুতরাং দুয়ে দুয়ে চার। ম্যাডক্স এক্ষেত্রেও যথারীতি নির্ভুল। যতদুর মনে হয় মিসেস বারলো এবং তার প্রেমিক দুজনে মিলে বারলোকে খুন করেছে। প্রেমিকটি আগে থেকেই এখানে এসে অপেক্ষা করছিল। ফোনে তাকে মিসেস বারলো আসার খবর দেয়। সে ঝোঁপের আড়ালে গাড়ি লুকিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে থাকে। এবং ওরাও যায়, পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সে বারলোকে হত্যা করে।

তারপর সেই প্রেমিকটি প্রেমিকাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে চোয়ালের হাড়ে ঘুষি মেরে সরিয়ে দিয়ে ধর্ষণ করে, এই তো তুমি বলতে চাও?না হারমাস, এটা একেবারে ছেলেমানুষী যুক্তি হয়ে যাচ্ছে।

এক্ষেত্রে আমি তর্ক না করে ম্যাডক্স-এর কথার পুনরাবৃত্তি করবো। তিনি আমাকে বলেছেন, পঞ্চাশ হাজার ডলারের জন্য তিনি অমন ধর্ষিত ও আক্রান্ত হতে রাজী।

সে তোমার ম্যাডক্স রাজী হতে পারেন কিন্তু একজন মহিলার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।

সম্ভব বন্ধু সবই সম্ভব। ডিটেকটিভ এজেন্সির সেই দশ পৃষ্ঠা রিপোর্টটা এখানে আসার আগে আমি পড়ে এসেছি। আচ্ছা, মেয়েতো নয় একখানা চীজ। জেল বললো, বেশ্যাবৃত্তি বলল, সব দিক দিয়েই সমান ওস্তাদ। বারলোকে বিয়ে করার আগে রাভায় রাস্তায় খদ্দেরকুড়িয়ে বেড়াত। ম্যাডক্স ঠিকই বলেছেন ওর মতো মেয়ের পক্ষে টাকা রোজগারের জন্য অসাধ্য কিছুই নেই।

তাহলে তুমি বলছো সেই উন্মাদ যৌনবিকারগ্রস্ত লোকটাই ওর প্রেমিক?

না, আমার মনে হয়, পেট্রোল পাম্পের খুন এবং বারলো খুন এ দুটো সেই প্রেমিকটিরই কাজ। বারলোর খুনের সময় উন্মাদের কাণ্ডকারখানাটাকে সে মূলধন করেছে। এজন্যই পাম্পের সেই পুলিস এবং বারলো, এরা দুজন একই পিস্তলের গুলিতে মারা গেছে।

হারমাস, তবুও একটা কিন্তু থেকে যায়। পঞ্চাশ হাজার ডলার যার হাতের মুঠোয় সে তিন হাজার ডলারের জন্য ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে যাবে কেন?

হ্যাঁ তা ঠিকই। এখনও অনেক জট খোলা বাকি আছে। সব একে একে ছাড়াতে হবে। এক কাজ করা যাক। চলল, আমরা আবার মিসেস বারলোর কাছে যাই। উনি এর মধ্যেই একবার মিথ্যে বলেছেন, আর একবার দেখাই যাক।

বেলাশেষের স্নান রোদ ঘরের দেয়ালে ইড়ি-মিড়ি এঁকেছে, আলোর আলপনা, মেগ জানালায় বসে আছে। তার মুখে রোগভোগের ক্লান্তি, শরীরে অবসাদ। হারমাস এবং জেনসন এসে ঘরে ঢুকলেন।

মিসেস বারলো আপনাকে আর একটু কষ্ট দিতে এলাম। জেনসন্ কোনোরকম ভূমিকা না করে বললো, শুনলাম দু-এক দিনের মধ্যেই নাকি আপনি এখান থেকে ছাড়া পাবেন।

মেগ-এর নীল চোখের তারা একটু কেঁপে উঠল, দুজনের চোখে দৃষ্টি বুলিয়ে সে মাথা নীচু করলো। হ্যাঁ, ডাক্তার আমাকে বলেছেন।

হারমাস এক পা এগিয়ে এলেন, মাথা নীচু করে দু হাতের তালু দেখলেন। বললেন মিসেস বারলো আপনি সেদিন বলেছিলেন আপনি এবং মিঃ বারলো কোর্ট রোডহাউস রেস্তোরাঁয় নৈশভোজ শেষ করে গিয়েছিলেন জেসন গ্লেন-এ। আপনার স্বামীই নাকি আপনাকে যেতে বাধ্য করেন, কি তাই তো?

হ্যা

আপনার কি প্লেনে যাবার তেমন ইচ্ছে ছিল না?

না ছিল না। আমি বারবার তাকে বলেছিলাম, জায়গাটা নিরাপদ না, ভালো না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। হেসেই উড়িয়ে দিলো আমার কথা। নেশা আমরা দুজনেই করেছিলাম। কিন্তু ফিল এর নেশাটা সেদিন বোধহয় একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল।

হারমাস চোখ তুলে তাকালো তাহলে ওর ইচ্ছাতেই আপনারা গিয়েছিলেন। আপনার তেমন কোন ইচ্ছেই ছিল না।

না ছিল না। চোখ তুলেই চোখ নামিয়ে নিলো মেগ।

বেশ, আর একটা প্রশ্ন, জেসন গ্লেন-এ পৌঁছে আপনারা কি কোনো গাড়ি বা অন্য কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন?

না, তখন কেউ ছিল না।

পৌঁছবার কতক্ষণ পর আপনারা আক্রান্ত হন?

মিনিট পাঁচেক কি দু-এক মিনিট বেশীও হতে পারে।

যদি আগাগোড়া ঘটনার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন সুবিধে হয় আমাদের।

আমি আর ফিল কথা বলছিলাম হঠাৎ একঝলক আগুন, শব্দ, ফিল মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। চোখ তুলেই আমি দেখতে পেলাম সেই লোকটাকে। আমার দিকে পিস্তল উচিয়ে আমাকে নেমে আসতে বললো। নেমেই আমি এলোপাথাড়ি ছুটলাম। কিন্তু লোকটা তিন লাফেই পেছন থেকে এসে আমাকে জাপটে ধরলল। বাধা দেবার চেষ্টা করলাম, বেপরোয়া হাত-পা ছুঁড়লাম। ওর টুপিটা মাথা থেকে খসে পড়লো, তখনই মাথা জোড়া টাকটা চোখে পড়ল।

মিসেস বারলো এক মিনিট। জেনস হাত তুললেন, টাকের ব্যাপারটা আচ্ছা এমন তো নয় যে লোকটা খুব ফরসা মাথার চুল ধবধবে সাদা চাঁদের আলোয় আপনার হয়তো টাক বলে মনে হয়েছে।

না, ভুল আমার হয়নি, লোকটার মাথা জোড়া টাক।

আবার তাকে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?

হ্যাঁ কেন পারবো না। পারবো।

বেশ তারপর কি হলো?

কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চললো। পিস্তলের গুতো দিয়ে সে আমার মুখে আঘাত করলো, তারপর ভয়ে উত্তেজনায় দু-হাত মুঠো করলো মেগ, জ্ঞান হতে দেখি, আমার জামা-টামা সব ছেঁড়া। যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। টলতে টলতে উঠে গাড়ির কাছে এলাম, ফিল একই ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তার শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা। কোনোক্রমে এলাম বড় রাস্তায় আমি। তারপর আর পারলাম না, ব্যস্, এটুকু ছাড়া আর কিছুই আমার মনে নেই। পরে জ্ঞান হতে চোখ মেলে দেখি, এই ঘরের বিছানায় আমি শুয়ে। শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা।

মেগ থামতে ঘরে নামলো এক অখণ্ড নীরবতা। হারমাস মাথা নীচু করে কি যেন ভাবলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর মুখ তুলে বললেন মিসেস বারলো, মৃত্যুর দশদিন আগে আপনার স্বামী পঞ্চাশ হাজার ডলারের এক বীমা করিয়েছিলো আমাদের কোম্পানির কাছে। কোম্পানির পক্ষ থেকে এ প্রসঙ্গে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি। তাহলে নিশ্চয়ই অন্যায় কিছু হবে না। জানেনই তো এরকম পরিস্থিতিতে স্বভাবতই মনে কিছু প্রশ্ন আসে, আর প্রশ্ন এলেই তার...

আর প্রশ্ন করে কি হবে। মেগ-এর গলার স্বর করুন শোনল, যে গেলে তাকে তত আর ফেরাতে পারবো না।

সবই বুঝি মিসেস বারলো। তবু তদন্তের খাতিরে আমার এ ধৃষ্টতাটুকু আপনি ক্ষমা করবেন। আচ্ছা মিসেস বারলো আপনি নিশ্চয়ই আপনার স্বামীকে খুব ভালবাসতেন তাই তো?

সে কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে মিঃ হারমাস।

না, তা নয়। তবে আপনারা কি স্বামী স্ত্রীর মতোই বসবাস করতেন?

প্রশ্ন শুনে মেগ-এর চোখে আগুন ঝরে পড়লো। সে বলল মিঃ জেনস প্লীজ আপনার এই চালাক সাথীটি ক্রমশই আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছেন, এসব প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।

ঠিক বলেছেন মিসেস বারলো, একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন। হারমাস বললেন আমি জানি, এসব প্রশ্ন অত্যন্ত ব্যক্তিগত। উত্তর দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তবু, ঐ যে বললাম, তদন্তের খাতিরে এমন দু-একটা অন্যায় প্রশ্ন আমাদের না করে উপায় নেই। সে যাকগে, এখন বলুন, মিঃ বারলোর সঙ্গে কি সেদিন তার পিস্তলটা ছিল?

না, মেগ-এর চোয়াল শক্ত হল, কিন্তু এ প্রশ্ন কেন?

এমনিই, আমার দু-একজন পিস্তল-চালক বন্ধু যখন কোথাও বেড়াতে যান, সঙ্গে সব সময় পিস্তল রাখেন। তা আপনার স্বামীর অমন অভ্যাস ছিল নাকি?

ছিল না বলেই তো জানি, তবে ইদানিং যদি অবশ্য.....

পিস্তলটা কি বাড়িতেই আছে?

জানি না, কিন্তু ফিল-এর কথা এর মধ্যে আসছে কেন?

প্রয়োজন আছে বলেই আসছে, মিসেস বারলো কিনা প্রয়োজনে আপনার মতো অসুস্থ কোন মহিলাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিরক্ত করা যে ঠিক না এটুকু জ্ঞান অন্ততঃ আমার আছে। তাহলে পিতলটা বাড়িতেই পাবো?

না পাবেন না, ফিল অনেকদিন আগেই কাকে দিয়ে দিয়েছে।

দিয়ে দিয়েছেন! কাকে দিয়ে দিয়েছেন?

কাকে জানি না। হয়তো বিক্রী করে দিয়েছে, তিনি কতদিন আগে একথা বলেছিলেন?

ঠিক মনে নেই।

কতদিন? একমাস...ছমাস?

ছ-মাস নয়। একটু ভাবলো নদশ মাস হবে হয়তো।

ঠিক আছে মিসেস বারলো। আপাততঃ এটুকুই। পরে আবার দেখা হবে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে জেন-এর কোমরে কনুই দিয়ে খোঁচা দিলো হারমাস, কি কেমন দিলাম। বাবা, স্টিভ হারমাসের পাল্লায় পড়েছে এত সহজে ছাড়াছাড়ি নেই। আমাদের এখন প্রথম কাজ ওর প্রেমিকটিকে খুঁজে বার করা।

হারমাস পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে ঠেকালেন। হঠাৎ জেনসনের দিকে তাকিয়ে বললেন ওর সেই প্রেমিক যুবক নিশ্চয়ই ওর বাড়িতে যেত। আর বাড়িতে যা ধুলো তাতে নিশ্চয়ই হাতের ছাপ পড়ে থাকবে। তুমি তোক পাঠিয়ে দাও। ওরা গিয়ে যতগুলো হাতের ছাপ পায় তুলে আনুক। পিতলের বাক্সটারও ছাগ নিতে বলল।

জেনসন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। দুজনে মিলে হোটেলে এলো। হারমাস বললো ও ভালো কথা প্রু টাউনে স্মল আর্মস্ ক্লাবটা কে চালায় হে? তাকে পাবোই বা কোথায়?

ক্লাবেই পাবে। সাইকার স্ট্রীটে ক্লাব। হ্যারি সিমুর সম্পাদক।

হারমাস গুডনাইট জানিয়ে হোটেলে ঢুকে গেলেন।

হারমাস নিজের কার্ডখানা এগিয়ে দিলেন। হ্যারি সিমুর চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত মিলিয়ে বললেন, বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?

বিশেষ কিছু নয় মিঃ ফিলিপ বারলোর রিভলভার সম্পর্কে দু-একটা সংবাদ আমাকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে। শুনলাম বারলো নাকি তার রিভলভারটা ন-দশ মাস আগে কাকে দিয়ে দিয়েছেন, আপনি এ বিষয়ে কিছু জানেন?

সিমুর বলল, দিয়ে দিয়েছে! একথা আপনাকে কে বললো, সে তো রিভলভার হাতছাড়া করবার লোক নয়। তারতো একজোড়া রিভলভার ছিল। ৩৮ বোরের অত ভালো রিভলভার সচরাচর দেখা যায় না। একটা রিভলভার আমি ওর কাছ থেকে গত সপ্তাহে নিয়েছিলাম।

আচ্ছা মিঃ সিমুর আপনাদের টিপ পরীক্ষার জায়গা কোনটা? সেখানে বারলো যে পিস্তলটা দিয়ে টিপ পরীক্ষা করেছিলেন তার কয়েকটা কার্তুজ কি এখনও খুঁজে পেতে পারি।

হা হা কেন পাওয়া যাবে না।

ঠিক আছে ধন্যবাদ।

১১.

অফিসের কাজে অ্যানসন প্রু টাউনে এসেছিল। কাজ সারতে বেলা গড়ালো। সেদিন সে মার্লবোরো হোটেলেই রাতটা কাটাবে বলে ঠিক করল।

এখনও দু-একটা কাজ বাকি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে এলেই মেগকে মনে করিয়ে দিতে হবে বারলোকে দেওয়া সেই পাঁচ হাজারের পলিসি দুটো সে যেন নষ্ট করে ফেলে।

হুঁ হুঁ বাবা, কোন দিক থেকে এতটুকু ভুল কেউ পাবেনা। একেবারে ছবির মতো কাজ। ম্যাডক্স তো কোন্ ছার, ভগবানও আমাকে কজা করতে পারবে না।

বেচারা জেনস এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গো এখনও হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই টাক মাথা উন্মাদটাকে।

সবই ভালো। সব দিকই একেবারে নিখুঁত। শুধু একটা ব্যাপারে মনটা একটু খচখচকরে, মেগ এর সম্বন্ধে কি এমন রিপোর্ট ওরা পেল।

এরপর অ্যানসন হারমাসের সঙ্গে দেখা করতে গেল। হারমাস বলল মিঃ অ্যানসন এদিকে জল অনেক দূর গড়িয়েছে। বীমার ব্যাপারটা একেবারে ধাপ্পা, মিসেস বারলো তার প্রেমিকের সাহায্যে বারলোকে খুন করেছেন। উন্মাদের ঘটনাটা একটা ধোঁকা।

অ্যানসন ভাবলেশহীন চোখে হারমাসের দিকে তাকালো। যথার্থ লোকটার মাথা আছে বলতে হবে, ভেবে ভেবে ঠিক বের করেছে দেখছি। কিন্তু ভুলটা আমার কোথায় হল। যাই হোক কায়দা করে যুক্তি-তর্কের অপব্যবহার না করে ওকে অন্যরকম বোঝাতে হবে।

অ্যানসন স্থির চোখে হারমাসের দিকে তাকিয়ে বলল না মিঃ হারমাস, আপনার যুক্তিটা বড় কষ্ট কল্পিত। ম্যাডক্স-এর মতো আপনিও দেখছি অন্ধকার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন। আপনি বললেই ত আর হবে না।

মিঃ অ্যানসন, কল্পনা শক্তি আমার একটু চিরকালই বেশি। মিসেস মেগ বারলোর অতীত ইতিহাস পড়লে আপনিও বুঝতেন মিঃ অ্যানসন।

অ্যানসন নড়েচড়ে বলল কি সেই ইতিহাস।

অতীব বিচিত্র সেই ইতিহাস। অতীত জীবনে উনি বেশ্যাবৃত্তি করতেন। ওর একজন প্রাণের নাগর ছিল তার জন্য উনি অনেক কিছুই করেছেন, অবশ্য নাগরটি কে জানি না। শেষমেষ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েন। এবং তারপর জেল হয় ছমাস। জেল থেকে বেরিয়ে দেখেন নাগর বেপাত্তা। মনের দুঃখে শেষে বারলোকে বিয়ে করলেন। তারপর একদিন আবার সেই নাগরের সঙ্গে দেখা হল। দুজনে মিলে শুরু হল শলা-পরামর্শ। বারলোকে দিয়ে ইনসিওর করিয়ে তাকে খুন করে টাকা হাতাবার মতলব করলেন দুজনে।

অ্যানসন মৃদু হেসে বলল বাঃ চমৎকার। গল্পটা শুনে মনে হল সিনেমা দেখছি। এর একটি ঘটনাও আপনি প্রমাণ করতে পারবেন?

যদি বলি পারবো।

পারলেও কোন ফল হবে না, আদালত এসব মেনে নেবে না। টাকা আপনারা দেবেন কিনা সে আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু না দিলে আমার বদনাম। ভবিষ্যতে যেই যাবো কারোর বীমা করাতে অমনি সে বলবে লোকটা অপয়া, এর হাতে বীমা করিয়ে লাভ নেই, টাকা পাওয়া যাবেনা।

সবই মানলাম, কিন্তু জেনেশুনে ভুয়ো দাবী কিভাবে মেটাবো বলুন মিঃ অ্যানসন।

এটা যে ভুয়ো তার প্রমাণ মিসেস বারলো অনেক মিথ্যে কথা বলেছেন। প্রথমতঃ উনি বলেছেন যে মিঃ বারলো ওকে জেসনস্ প্লেনে নিয়ে গেছিলেন। আসলে তা নয়। উনিই নিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ওরা স্বামী স্ত্রীর মতো এক ঘরে থাকতেন না।

অ্যানসন সিগারেটটা ঘন ঘন টান দিতে লাগলো।

হারমাস বললেন গ্লেন-এ গিয়ে টেলিফোন বুথের সামনে আমি গাড়ির চাকার দাগ দেখেছি। একই দাগ ঘটনাস্থলেও পাওয়া গেছে। ঐ দাগের সঙ্গে যার চাকার দাগ মিলবে সেই ওর প্রেমিক ও খুনী।

কিন্তু চাকার দাগও অন্য কারোর হতে পারে মিঃ হারমাস।

তা পারে কিন্তু দাগ ছাড়াও আরও কিছু আছে মিঃ অ্যানসন। আপনি জানেন কিনা জানিনা বারলো ছিলেন পিস্তল চালনায় ওস্তাদ। তার দুটো ৩৮ বোরের পিস্তল ছিল। একটাও কিন্তু আমরা তার বাড়িতে খুঁজে পাইনি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে বারলো তার নিজের পিস্তলের গুলিতেই মরেছেন। এছাড়া ঐ একই পিস্তলের গুলিতে পেট্রোল পাম্পের পুলিস টম স্যাঙ্কুয়িস্টও মরেছে।

অ্যানসনের মুখের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেল, চোখে আতঙ্কের ছাপ। সে বলল মিঃ হারমাস আপনি দেখছি এসবের জন্য খুব পরিশ্রম করছেন। তা আপনি কি মনে করেন বারলেই প্রিমিয়ামের টাকা দেওয়ার জন্য পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি করেছে।

হতে পারে।

আচ্ছা মিসেস বারলোর প্রেমিকটি কে জানেন নাকি?

এখনও জানিনা তবে খোঁজ খবর চলছে। জেনে যাবো।

অ্যানসন বলল তবে আপনাদের সব কথাই তখন মানবো যখন প্রমাণ পাবো। আজ চলি পরে আবার দেখা হবে।

অ্যানসন চলে যাবার পর, হারমাস ব্রেকফাস্ট শেষ করে সবে কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরেছেন, জেনস এসে তার ঘরে ঢুকলেন।

জেনসন বলল বুঝলে হারমাস তোমার মতলবটা ভালই কাজ দিয়েছে। সারা বাড়ি চষে আমরা দুরকমের হাতের ছাপ পেয়েছি। একটা গেলার হেগান-এর সঙ্গে মিলে গেছে। আমাদের খাতায় তার নাম আছে। সে অতীতে লস এঞ্জেলসে থাকতো, মিসেস বারলোও অতীতে সেখানে থাকতেন। অতএব গেলারই মিসেস বারলোর সেই নাগর। কিন্তু আর একটা ছাপ নিয়েই যত, মুশকিল। সে ছাপের সঙ্গে আমাদের খাতায় কোন ছাপ মিলছে না।

পিস্তলের বাক্সে কোন ছাপ পেয়েছে কি?

পেয়েছি। তবে গেলারের নয় অন্য ব্যক্তিটির। আমি গেলারের কাছে যাবো, তুমি যাবে নাকি?

.

গেলার চেয়ারে শরীর এলিয়ে বললো। আপনারা মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন লেফটেন্যান্ট। এখানে আপনাদের সুবিধে হবে না।

জেনসন দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন গত একুশে সেপ্টেম্বর রাত্তিরে তুমি কোথায় ছিলে?

মনে নেই।

ভালো করে ভেবে বলল।

একটু ভেবে বলল আমি সেদিন ছিলাম ল্যাম্ভীলে, জো ডানকান-এর সঙ্গেই সারাটা দিন ছিলাম।

রাত্রিবেলায় একটা মেয়ের সঙ্গে ছিলাম তার নাম কিট লিটম্যান।

তিরিশে সেপ্টেম্বর কোথায় ছিলে?

জুয়ো খেলছিলাম, আরো চারজন বন্ধু সাক্ষী আছে।

মিসেস বারলোর সঙ্গে তোমার কতদিনের পরিচয়?

মিসেস বারলো! সে আবার কে?

বারলোর বাড়িতেও তুমি কোনোদিন যাওনি তাই না?

বাড়িতে কেন! সেখানে আমি যেতে যাবোই বা কেন?

কেন যাবে বা গেছে, তুমিই জানো। তোমার হাতের ছাপ বাড়ির সব জায়গায় পাওয়া গেছে।

সত্যি কথা বলো মেগের সঙ্গে তোমার পরিচয় কত দিনের?

অনেক দিনের, বারলো মারা গেছে আর ঢাকবার কোন মানেই হয় না। বিয়ের আগে থেকেই পরিচয় ছিল। তা মেগ হঠাৎ করে বারলোকে বিয়ে করে বসলো। মাঝে আর

সাক্ষাৎ ছিল না। কমাস আগে আবার দেখা। টেনে বাড়িতে নিয়ে গেলো। এরপর সময় পেলে মাঝে মাঝে যেতাম, বারলোকে লুকিয়েই যেতাম। বোঝেনই তো পুরোনো প্রেম।

বাড়িতে আর একটা লোকের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, জানোলোকটা কে?

না, আমি তো জানতাম আমি একাই নাগর। আরও কেউ ছিল নাকি?

তোমার গাড়িটা কোথায়?

বাইরে ঘন নীল রং দেখলেই চিনতে পারবেন।

.

অ্যানসন শেল সার্ভিস স্টেশনে গাড়ি থেকে নামলো। অফিস ঘরে জ্যাক হর্নবি বসে আছে।

অ্যানসন বলল জ্যাক গাড়ির টায়ারগুলো পাল্টে চারটে ফায়ার স্টোন লাগিয়ে দাও। কতক্ষণ লাগবে পাল্টে দিতে?

কত আর, ঘন্টা খানেক।

বেশ তাহলে আমি বসছি। কাজ শেষ হলে তবে যাবো।

.

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মেরিওয়েদারের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে হারমাস বলল শুনলাম মিঃ ফিলিপ বারলো আপনাদের ব্যাঙ্কেই টাকা পয়সা রাখতেন। তা বীমার ব্যাপারে উনি কি আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করেছিলেন। শুনলাম ব্যাঙ্কের কাছে পলিসি বন্দুক রেখে টাকা ধার করার জন্যই উনি বীমা করিয়েছিলেন।

হ্যাঁ আমাকে উনি সেই রকমই বলেছিলেন।

ওর কত টাকা ধার নেওয়ার দরকার ছিল এ ব্যাপারে আপনি কিছু জানেন?

হ্যাঁ তিন হাজার ডলার। আমি দেবও বলেছিলাম।

কিন্তু আমি শুনেছিলাম যে ওর আরও বেশি টাকার দরকার ছিল।

দরকার থাকলেই তো হবে না পাঁচ হাজারের পলিসিতে আর কত টাকা ধার দেওয়া যায়।

পাঁচ হাজার না তো, উনি তো পঞ্চাশ হাজারের বীমা করিয়েছিলেন।

আপনি ভুল করছেন মিঃ হারমাস। মিঃ বারলো পাঁচ হাজারের পলিসি করিয়েছিলেন তার জন্য উনি নগদে প্রিমিয়াম দেবেন বললেন কারণ নগদে প্রিমিয়াম দিলে আপনারা পাঁচ শতাংশ ছাড় দেন।

কিন্তু আমরা তো কোনো ছাড় দিই না।

কিন্তু বারলো নিজে আমাকে বলেছেন যে কি যেন নাম আপনাদের কোম্পানীর সেলম্যানের ও হ্যাঁ মিঃ অ্যানসন তিনিই নাকি ছাড়ের কথা বলেছেন।

আচ্ছা বারলো সেদিন কত ডলার তুলেছিলেন।

দেড়শো ডলার।

আশ্চর্য্য! পাঁচ হাজার ডলারের প্রিমিয়াম ঠিক দেড়শো ডলার।

হারমাসের কপালে চিন্তার রেখা ফুটছিল। সে মেরিওয়েদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেলে ফিরে এলো। ঘরের চাবি নিয়ে এগোতে যাবেন হারমাস, রিসেপশনিস্ট টম নডলি বললো আপনার সঙ্গে এক মহিলা দেখা করতে চান।

মহিলা, কে? কি নাম তার?

ফে ললি। মেয়েটা ভালো না।

সে কোথায়?

পানশালায় বসিয়ে রেখেছি।

হারমাস পানশালায় ঢুকে দেখলেন এক কোণে একটা মেয়ে বসে আছে।

হারমাস বললেন আমার সাথে কি দরকার।

আমি ফেললি, আপনি তো ন্যাশনাল ফাইডেলিটির লোক। আমি আপনাকে কিছু খবর দিতে পারি।

হ্যাঁ বলুন কি খবর। খবর শুনতে আমি সব সময়েই আগ্রহী। বলুন কত দামের খবর।

না না দাম টাম লাগবে না। শুধু মনটাকে একটু হালকা করতে চাই।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি ঐ আপনাদের কোম্পানীর সেলসম্যান শঠ, প্রতারক ঐ জন অ্যানসন সম্বন্ধে তদন্ত করতে চাই।

বলুন আপনার কি বক্তব্য।

ললির চোখদুটো জ্বলে উঠলো। সে টেবিলের ওপর হাত মুড়ে সামনে ঝুঁকে পড়লো। তারপর ফিসফিস করে কথা শুরু করল।

১২.

বুদ্ধিটা হারমাসের মাথাতেই এলো। বললো এক কাজ করো জেনস মিসেস বারলো বাড়ি ফেরার আগেই আমরা আর একবার ওদের বাড়িটা তল্লাশি করে আসি।

কিন্তু কি জন্য তল্লাশি?

বাঃ পিস্তল দুটো খুঁজতে হবে না?

বারলোর বাড়িতে গিয়ে বারলোর ঘরখানা দুজনে আতিপাতি করে খুঁজতে লাগলেন।

হারমাস কার্পেট তুলে মেঝের প্রতিটা অংশ ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করলো। হঠাৎ একখানা কাঠ হাতের চাপে সরে গেল। হারমাস পকেট থেকে টর্চ বের করলেন। হাত ঢুকিয়ে কুঠুরি থেকে একে একে সব কটা জিনিসই তিনি বার করে আনলেন। ৩৮ বোরের রিভলভার, রবারের দুটি পিণ্ড এবং একটি সাদা মানের টুপি।

তিনি স্নানের টুপিটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন টাক মাথা উন্মাদ, তারপর জেনসনের দিকে তাকিয়ে বললেন আমার হিসেবে একটুও ভুল হয়নি। বারলেই তোমার সেই গ্লিন হিল-এর খুনী। এই তার অস্ত্র আর ছদ্মকেশ।

জেনসন পুলিস দপ্তরে ফোন করলেন। লোকজন এসে পলিথিনের প্যাকেট, টুপি, রবারের পিণ্ড নিয়ে চলে গেল। ব্যালিস্টিক রিপোর্টে জানা গেল এই অস্ত্র দিয়েই গ্রিন হিল এর হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়েছিল।

.

তখন সন্ধ্যে ছটা। অ্যানসন অফিস থেকে বেরোতে যাবে হারমাস এসে ঢুকলেন।

হারমাস বলল আমি শুনলাম মিঃ বারলোকে নাকি আপনি বলেছিলেন যে নগদে প্রিমিয়াম দিলে পাঁচ শতাংশ ছাড় পাওয়া যায়।

না মিঃ হারমাস আমি ছাড়ের কথা ভুলেও বারলোকে বলিনি। আর বলবোই বা কেন? কোম্পানীর নিয়মের বাইরে কথা বলবার এক্তিয়ার তো আমার নেই।

কিন্তু মেরিওয়েদার তো বলেছেন যে বারলো নাকি পাঁচ হাজারের বীমা করেছেন এবং এর প্রিমিয়াম দেবার জন্য দেড়শ ডলার ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছেন।

আমি অতোশত জানি না মশায়। একটা চিঠি পেলাম, গেলাম দেখা করতে। তিনি বললেন পঞ্চাশ হাজারের বীমা করাবেন, করালাম। হতে পারে উনি পরে মত বদলে বেশি টাকার পলিশি করার সিদ্ধান্ত নেন।

আচ্ছা মিঃ অ্যানসন আপনাকে দেখা করতে বলার সেই চিঠিটা সেটা একটু দেখাবেন।

দুঃখিত মিঃ হারমাস। কাজ শেষ হয়ে গেলে চিঠিগুলো আর আমরা রাখি না।

আচ্ছা মিঃ অ্যানসন গত তিরিশে সেপ্টেম্বর রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?

কেন, এ প্রশ্ন কেন?

এমনিই জানতে ইচ্ছে করছে।

একটা ডাইরি বের করে পাতা উল্টে অ্যানসন বললে তিরিশে সেপ্টেম্বর আমি অফিসেই ছিলাম। রাত এগারোটা অবধি একটানা কাজ করেছি। তারপর বাড়ি ফিরে গেছি। বিশ্বাস না করলে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

না না, তা কেন করতে যাবো। দেখুন মিঃ অ্যানসন ভেবে চিন্তে দেখলাম টাকা দিতে আমরা বাধ্য। আপনার কথাই ঠিক। জেল খেটেছে বলে টাকা আটকানো ঠিকহবে না। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা হলো টাকাটা না দিলে এখানকার ব্যবসা আমাদের খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ম্যাডক্স আসুক। আমি দরকার হলে তার সঙ্গে লড়ে যাবো।

ম্যাডক্স এখানে আসছেন নাকি, কবে?

আজ সন্ধ্যায়। আচ্ছা আপনি আজ বাড়িতে থাকবেন তো?

হ্যাঁ কাজ শেষ করে বাড়িতেই যাবো।

হারমাস উঠে দাঁড়ালেন। বললেন ওঃ আপনাদের এখানকার দোকানদার গুলো দেখছি জিনিসপত্রের গলাকাটা দাম নেয়। নইলে দেখুন এই একটা পেপার ওয়েট, এই বলে

একটা পলিথিনে মোড়া পেপার ওয়েট বার করে অ্যানসনের হাতে দিল, বলল দেখে বলুন তো এটার কত দাম হতে পারে।

পলিথিনের মোড়ক খুলে অ্যানসন পেপার ওয়েটটা হাতে নিয়ে দেখে বলল কত আর বড়জোর দশ ডলার।

আর বলছি কি মশাই, কান মূলে একুশটি ডলার নিল। বলে মোড়কটা অ্যানসনের কাছ থেকে পকেটে পুরে হারমাস গুডনাইট জানিয়ে বিদায় নিলেন।

অ্যানসন ভাবলেন ছিঃ ছিঃ মেগ কি কাণ্ডটাই না করলো। আমাকে লুকিয়ে...আগে জানলে এ পথে আর পাই বাড়াতাম না।

একটু পরে ঘরে ঢুকলো জাড় জোন্স।

আরে জোন্স কেমন আছো?

আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা ছিল।

কাল বললে হয় না।

না। মিঃ অ্যানসন আপনি স্টিভ হারমাসকে চেনেন তো। একটু আগে উনি আপনার সম্বন্ধে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করছিলেন।

আমার সম্বন্ধে।

আমি ওকে বলে দিয়েছি যে তিরিশ তারিখ রাত এগারোটা অবধি আপনি অফিসেই ছিলেন টাইপ করছিলেন, কি ঠিক বলিনি?

হ্যাঁ ঠিকই তো বলেছে। বেশ এটা না হয় কাটালো। কিন্তু পুলিসের লোক আসলে কি বলবো?

একই কথা বলবে।

কিন্তু পুলিসের কাছে মিথ্যে বলার যে অনেক অসুবিধা। সে রাতে তো আপনি অফিসে ছিলেন না।

এ কথা কেন বলছ জোন্স?

সে রাতে সিগারেট খেতে গিয়ে দেখি যে প্যাকেটটা খালি। ভাবলাম যাই আপনার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে আসি। দরজা ধাক্কালাম, নাম ধরে ডাকলাম সাড়া নেই। তারপরে সঙ্গের চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম দেখি আপনি নেই। টেপ চলছে। ওঃ শব্দখানা দারুণ।

অ্যানসনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। ফাঁসির দড়ি আর এড়ানো গেল না।

অ্যানসন ম্লান হাসল। তুমি ঠিকই ধরেছ। তবে বারলোর মৃত্যুর ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই।

সে জানি, আপনি ভদ্রলোক আপনি খুনের ব্যাপারে থাকবেনই বা কেন, এবার কিন্তু আমি পুলিসের কাছে সত্য কথাই বলবো। তা আপনার তাতে কোনো অসুবিধে হবে কি?

হ্যাঁ তা একটু অসুবিধে হবে বৈ কি, আসলে একজন গৃহবধূর সঙ্গে লটপট চলছে বুঝলে।

বুঝলাম, আসলে মেয়েদের ব্যাপারে ভাগ্যটা আপনার বরাবরই ভালো। ঠিক আছে আমি নয় একটু ভেবে দেখি পুলিসের কাছে কি বলবো।

অ্যানসন বলল এক কাজ করো জোন্স তোমাকে আমি একশো ডলার দিচ্ছি তুমি বরং ব্যাপারটা ভুলে যাও।

ভুলে যেতে তো আমিও চাই কিন্তু আমার এক হাজার চাই তাহলে ভুলে যেতে পারি, কারণ বউ অসুস্থ তার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা চাই। তাহলেই আমি সব ভুলে যাবো।

না জোন্স ব্ল্যাকমেল করতেই এসেছে। আনসন বলল আমি হাজার ডলার কোথা থেকে পাবো।

না মিঃ অ্যানসন ওর কম আমার হবে না। ঠিক আছে, অ্যানসন ইতস্ততঃ করলে দিন দুয়েক সময় দাও, আমাকে, আমি তোমায় হাজার ডলারই দেবো।

অ্যানসনের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। এরপর সে গেলো হর্নবির দোকানে গাড়ির চাকার দাম মেটাতে।

হর্নবি বললো পুলিস এসে জানতে চাইছিল কে চাকা পাল্টেছে কবে পাল্টেছে, আমি আপনার কথা বললাম।

ভালই করেছ বলেছে।

.

ম্যাডক্স বলল দ্যাখো অ্যানসনকে আমি কোনদিনই সুনজরে দেখিনি। সব সময় ওর চোখ যেন জুলজুল করছে।

জেনসন একটা সিগারেট ধরালো। হারমাসও চুপ করে রইল তারা দুজন এখন শ্রোতা, ম্যাডক্স বক্তা।

ম্যাডক্স বলল, তাহলে আমরা জানলাম, মিসেস বারলোর শোবার ঘরে অ্যানসনের অবাধ যাতায়াত ছিল। বারলোর রিভলভারের বাক্সটায় তার হাত পড়েছিল। ফে ললি আমাদের বলেছে মেয়েমানুষ আর ঘোড়ার পিছনে টাকা উড়িয়ে অ্যানসন নিঃস্বহায় হয়ে পরেছিল। বাজারে অনেক দেনাও করেছিল। মনে হয় মেগই অ্যানসনকে রিভলভার দেয় সেই রিভলভার দিয়ে অ্যানসন পেট্রল পাম্পে ডাকাতি করে বারলোর প্রিমিয়াম ও নিজের দেনা শোধ করে। গাড়ির চাকাও অ্যানসন বদল করেছে। যাও অ্যানসনকে অ্যারেস্ট করো।

না, ওকে অ্যারেস্ট করার আগে আমাদের আরো ভাবতে হবে। অন্যভাবে কায়দা করে ওকে ধরতে হবে। আপনি গিয়ে মিসেস বারলোর দাবীটা মিটিয়ে দিন।

কি বলছ হারমাস?

হারমাস বলল অ্যানসনকে আমি বলেছি আমরা মিসেস বারলোর দাবী পূরণের চেষ্টা করবো, আর বললেই তো আপনাকে টাকা দিতে হচ্ছে না। শুধু মুখে বলুন।

তারপর।

তারপর আর কি নাটক জমবে। মেগ অ্যানসনকে একটা পয়সা দিতেও রাজী হবে না।

ঝগড়া ঝাটি হাতাহাতি চলবে, আমরা বারলোর বাড়ীর গোপনস্থানে ছোট মাইক্রোফোন আর টেপ রেখে আসবো, ব্যস খেল খতম। তখন আর ওরা ছাড়া পাওয়ার পথ পাবে না।

ম্যাডক্স-এর মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে বলল বুঝলে জেনস এই জন্যই আমার হারমাসকে এত ভাল লাগে।

অ্যানসন বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সারা ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ ফোন বেজে উঠল অ্যানসন দৌড়ে গেল।

হ্যালো, হারমাস বলছি। ম্যাডক্স মিসেস বারলোকে টাকা দিতে রাজী হয়েছেন।

ধন্যবদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। মনটা বেশ হালকা লাগছে।

স্বাভাবিক, আপনারই তো মক্কেল, আচ্ছা খাওয়াটা কিন্তু পাওনা রইল, এখন ছাড়ছি।

.

মেগ হাতের শিকটা দিয়ে আগুনটা একটু খুচিয়ে দিল। ঘরটা ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল।

মেগ ঘরের চারিদিকে তাকাল। একদিনে ঘরটা একটুও বদলায়নি। এখন শুধু সে আর গেলার।

বিকেলে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে সে সোজা এখানে চলে এসেছে, এসেই গেলারকে ফোন করেছে। সে দশটা নাগাদ আসবে।

গেলার এলে সে গেলারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করল, গেলার তাকে সরিয়ে দিয়ে বলল টাকা কবে পাচ্ছো?

জানি না।

অ্যাটর্নীকে ফোন করেছিলে?

না।

মেগ মুখ তুলে বলল–কিন্তু অ্যানসন তার কি হবে।

কিছুই হবে না। আগের মতই ইনসিওর করাবে। মেয়ে আর ঘোড়ার পিছনে টাকা ওড়াবে, সে পরে ভাবা যাবে।

না, পরে নয় জেরী, অ্যানসন বলল আর টাকা বলো দুই-ই তোমার, তুমিই সামলাবে আমি পারবো না।

টাকা পেলে তুমি সব টাকা আমার হাতে তুলে দেবে। ও এলে ওকে এক পয়সাও দেবো না।

না অত সহজে হবে না জেরী ও একটা খুনে, দু-দুটো খুন করলো।

খুন করা যেন মুড়ি মুড়কি না? চুপ করে বলছি তখন থেকে শুধু এক কথা। দেবো ঘা কতক লাগিয়ে আর যদি বেশী প্যানপ্যান করো তো।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। গেলার বললো এসময় আবার কোন নাগর এলো।

যাও দেখে এসে গিয়ে।

আবার কড়া নাড়ার শব্দ হল। আগন্তুক অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে।

অ্যানসন ফটকের বাইরে গাড়ি রেখে নুড়ি বাঁধানো পথ ধরে এগোল। বাগানে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েকটা গাছে ফুল ফুটেছে, সে যেন ফুটতে হয় তাই ফোঁটা। সেই দীপ্তি আর নেই। মাথা চাড়া দিয়ে আগাছাও কিছু উঠেছে।

রাত সাড়ে এগারোটা। বসবার ঘরে আলো জ্বলছে। সে এগিয়ে কড়া নাড়ল। কয়েক মুহূর্ত নীরব কোনো সাড়া নেই। তারপর মেগ দরজা খুলে দিল। মেগ দাঁড়িয়ে রইল দরজার ওপাশে।

সেই প্রথম দিনের মেগ, তার স্বপ্নের রাণী। শুধু সেদিনের নীল চোখের কোলে আজ কদিন আগেকার দুর্ঘটনার ক্ষতচিহ্ন।

মেগ বলল এমন অসময়ে তুমি! না না তুমি, এখন যাও বলে দরজা বন্ধ করতে গেল।

অ্যানসন হাঁটু দিয়ে এক গোত্তা মারল মেগের পেটে, মেগ ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল। অ্যানসন ঘরে ঢুকলো। তারপর বসার ঘরে ঢুকল।

দেখল দুটো খালি গ্লাস টেবিলে পড়ে রয়েছে। বুঝতে পারল যে সে ছাড়াও আরও একজন বাইরের কেউ এ বাড়ীতে আছে।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে সন্তর্পনে দু-আঙ্গুলে রিভলভারের নলটা আবার স্পর্শ করলো।

পায়ে পায়ে মেগ এসে ঘরে ঢুকল, তার চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক, চোয়াল শক্ত। মেগ জানলা বন্ধ করে বলল তুমি কি চাও?

অ্যানসন মেগের দিকে তাকিয়ে বলল মেগ তুমি তাহলে আগাগোড়া আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। তুমি বেশ্যা, জেল ফেরত কয়েদী জানলে এতদূর এগোতাম না।

তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

না। আমাদের বোঝাপড়া এখনও শেষ হয়নি। তুমি কি জানো তোমার এই অন্যায়, অতীত ইতিহাস সব কিছু জানা সত্ত্বেও কোম্পানী আগামীকাল তোমাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিচ্ছে।

মেগ কি একটা বলতে গিয়ে বলল না। সে অ্যানসনের দিকে তাকাল। তারপর বুক ভরে শ্বাস নিল।

অ্যানসন বলল তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে মেগ এই কাজে নামার আগে আমাদের মধ্যে শর্ত ছিল যে আমি বারলোকে দিয়ে ইনসিওর করাবো, তাকে খুন করবো তারপর টাকা পেলে অর্ধেক টাকা সমেত তুমি আমার হবে। কিন্তু এখন আমি শুধু অর্ধেক টাকা চাই। তোমাকে চাই না। মেগ এর চোখে ঘৃণার ছায়া নামলো। এখন আর অ্যানসনকে তার ভয় নেই। তার কাছেই আছে গেলার। সে বলল–তুমি একটা আধলাও পাবে না। যা করবার করতে পারো।

অ্যানসন বলল–বোকামি কোরো না মেগ। আমার টাকা আমাকে দিতে তুমি বাধ্য, যদি না দাও তাহলে....

রান্নাঘরের দরজাটা খুলে গেল। গেলার হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল, এই যে দোস্ত তা মেয়েদের ওপরে না করে আমার সঙ্গে এসো না সমানে সমানে হয়ে যাক।

গেলার এগিয়ে এলো। মেগ ধীরে ধীরে পিছলো। অ্যানসন অবাক চোখে গেলারকে দেখলো, ও তাহলে এই ব্যাপার।

অ্যানসন বলল বীর গেলার হেগান এবং শ্রীমতী মেগ বারলো বাঃ জুটিটা দেখছি বেশ। তোমাকেই পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে বারলো হত্যার অপরাধে।

ছিঃ ছিঃ অমনভাবে বোলনা, প্রথমে সেই রকমই মনে হচ্ছিল, কিন্তু আমার জব্বর অ্যালিবাই এর সামনে আর তারা মুখ খুলতে পারেনি। এখন তারা অন্য পথ ধরেছে। তোমারও তো সে রাতের জব্বর অ্যালিবাই আছে তাই না?

আমার কথা আমাকেই ভাবতে দাও। শোন পঁচিশ হাজার ডলার আমার চাই। কারণ শুরু থেকে কাজটা আমাকেই করতে হয়েছে। সুতরাং পঁচিশ হাজার আমি পেতেই পারি।

গেলার হো হো করে হেসে বলল, পঁচিশ হাজার, শোনো দোস্ত, তোমার খেল খতম। জন অ্যানসন আমাদের কাছে এখন একটা মাটির ঢেলা, ইচ্ছে হলে পায়ে চেপে গুঁড়িয়ে দিতে পারি, ছুঁড়ে ফেলতে পারি।

অনর্থক টাকার আশা কোরো না। সত্যি কথা বলতে গেলে সবই মেগ এর কৃতিত্ব, টাকাও তাই পুরোটা ওর।

অ্যানসন বলল-মেগই তাহলে সব করেছে, সব ওরই প্রাপ্য।

আলবাত। তুমি কি ভাবো সবাই তোমার মত ভেড়া?

মেগ বলল আঃ জেরী কি আবোল-তাবোল বকছো আর এত কথার দরকারই বা কি?

দরকার আছে বৈকি মেগ। ছাগলটাকে সব বুঝিয়ে দিই, তা দোস্ত টাকার কথা ভুলে যাও পরে দেখা হলে তোমাকে নয় একটা সিগারেট কিনে দেবো।

কিন্তু পুলিস তোমাকে ধরলো কি ভাবে? কেনই বা ভাবলো যে তুমি বারলোকে খুন করেছে।

দেখো কাণ্ড তাও জানো না। ওরা যে এ বাড়ীতে এসে হাতের ছাপ, টাকা সব তুলে নিয়ে গেছে। বসার ঘর, শোবার ঘর, দেয়াল আলমারী কিছু বাদ দেয়নি। আমার হাতের ছাপ তারা এখান থেকেই পেয়েছে। তোমারটাও পেয়েছে হয়তো। তা পেল তো বয়েই গেল। আমার ভাল অ্যালিবাই আছে।

অ্যানসন বলল শোবার ঘরের ছাপও ওরা নিয়ে গেছে।

জেনসন তো সেরকমই বলল। অ্যানসনের হঠাৎ মনে হলো যে সে বড় অসহায়। সে যেন, ভীষণভাবে ঠকে গেছে। হারমাস-এর কথা তার মনে পড়ল। সেদিন সেই পেপার ওয়েটটা আমাকে দেখতে দিল। আমিও কিছু না ভেবে হাত দিলাম। তাতে আমার হাতের ছাপ পড়েছে। পুলিশ দপ্তরে আমার হাতের ছাপ। মেগের ঘরে কয়দিন আমিও

রাত কাটিয়েছি সেখানেও হাতের ছাপ পড়েছে। এছাড়াও আমার বিরুদ্ধে পুলিসের কাছে আরও প্রমাণ আছে। গাড়ির চাকা পাল্টাবার ব্যাপার। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের বৃিতি। এখন আর ম্যাডক্স এর বুঝতে বাকী নেই। কে মেগ এর প্রেমিক।

তার মস্তিস্কের কোষে কোষে যেন আগুন ছড়িয়ে পড়ল।

দু-হাতে মাথার চুল মুঠো করল অ্যানসন, ধপাস্ করে সোফায় বসে পড়ল।

ইস্ কি বোকামিই না করেছি, হারমাস আগামীকাল টাকা দেবে বললো অমনি আমি ছুটে এলাম। আসবো যে এত জানা কথা, ম্যাডক্স আর হারমাস নিশ্চয়ই তা বুঝে আগে থেকে কোন ব্যবস্থা নিয়েছে, আমিও তাতে ধরা দিয়েছি।

সে ভয় মিশ্রিত দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে কি যেন খুঁজতে লাগল। গেলার এবং মেগ অ্যানসনের ব্যাপার দেখে অবাক হল। অবশেষে গেলার বলল দেখো বন্ধু....

অ্যানসন তাকে হাত তুলে থামতে বললো। উঠে ঘরের প্রতিটা অংশ পরীক্ষা করতে লাগল।–সে দেয়াল আলমারীর দরজা খুলে, রান্নাঘরে ঢুকে সব জায়গা পরীক্ষা করতে লাগল।

অবশেষে জিনিসটা খুঁজে পাওয়া গেল। জানলার পাশের টেবিলে রাখা রেডিওর কাঁচের পেছনে রয়েছে ছোট মাইক্রোফোনটা, সরু ফিতের মতো কালো জানলা গলে বাইরের অন্ধকারে মিশে গেছে।

অ্যানসন একদৃষ্টে মাইক্রোফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল। আর না, খেল খতম। ম্যাডক্সকে বোকা বানাতে গিয়ে আমি কঁসির দড়ি গলায় পরলাম।

গেলার বলল,বড়ো নাটক শুরু করলে দেখছি। তোমার কি হল?

অ্যানসন তাকে হাত তুলে থামতে বলে তাকে ইশারায় মাইক্রোফোনটা দেখাল। গেলার পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

গেলার যেন বিশাক্ত সাপের মুখে পড়েছে। সে হাঁ করে মাইক্রোফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল।

মেগ এগিয়ে এসে উঁকি মারল। তার মুখ থেকে প্রবল চীৎকার বেরিয়ে এলো।

অ্যানসন বলল আর কোনো উপায় নেই। আমরা ধরা পড়ে গেছি। গেলার, ম্যাডক্স বড় চালাক হে। কেমন ফাঁদটি পেতেছে। আর আমরা ফাঁদে পা দিয়েছি।

গেলার বলল আমার কিছু হবেনা। তোমাদের যা হবার হবে। কারণ আমার অ্যালিবাই জব্বর।

অ্যানসন বলল বুঝলে মেগ পাপ কখনও চাপা থাকে না। ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে আমরা বড় অসহায়। টেপরেকর্ডারে সব ধরা পড়ে গেছে। আমাদের কথা বার্তাই আমাদের গলায় ফাঁসির দড়ি পরাবে। তবে ফাঁসির দড়ি পরবার আগে আমি নিজেই নিজেকে মুক্তি দেব এই বলে অ্যানসন নিজেকে গুলি করল। তার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল।

99